রাঁচি, শুক্রবার

04:08:2023

বাংলা দৈনিক

জাতীয় খবর

JATIO KHOBOR
BANGLA DAINIK

web : www.rashtriyakhabar.com

Page >> 8 Rate >> 3 Rupee >> Year >> 03 Vol >>291 >>18 Sharabon 1430 >> epaper.rashtriyakhabar.com পৃষ্ঠা >> ০৮ মূল্য >> ৩ টাকা বর্ষ >> ০৩ অংক >> ২৯১ >> << ১৮ই, শ্রাবণ ১৪৩০>>

রাশিয়ার সাংবাদিকের ২২ বছরের জেল

মস্কো ঃ গুপ্তচর রাষ্ট্রদ্রোহীতার দায়ে রাশিয়ার বিশিষ্ট অনুসন্ধানী সাংবাদিক ইভান সাফ্রোনভের ২২ বছরের কারাদণ্ডের বিরুদ্ধে করা আপিল, বুধবার খারিজ করে দিয়েছে দেশটির সুপ্রিম কোর্ট। ৩৩ বছর বয়সী সাংবাদিক সাফ্রোনভকে গত বছর চেক গোয়েন্দা এবং একজন রুশ জার্মান রাষ্ট্রবিজ্ঞানীকে রাশিয়ার সামরিক বাহিনী সংক্রান্ত তথ্য সরবরাহ করার অভিযোগে, দোষী সাব্যস্ত করা হয়েছিল। তবে সেই অভিযোগ তিনি অস্বীকার করেছেন। রাশিয়ার সংবাদ সংস্থাগুলি জানিয়েছে, আপিল শুনানি ব্যক্তিগতভাবে অনুষ্ঠিত হয়েছিল এবং সাংবাদিকদের শুধুমাত্র আদালতের সিদ্ধান্ত শোনার জন্য আমন্ত্রণ জানানো হয়েছিল। আদালত তার সাজা অপরিবর্তিত রাখার সিদ্ধান্ত নেয়।

ছুটির খবর

বিশেষ মেরামতির জন্য আমাদের অফিস ০৪-০৫ আগস্ট বন্ধ থাকিবে অতএব ০৫-০৬ তারিখে কোনো প্রকাশনা হবে না। ০৭ তারিখে পুনরায় আপনারা আপনাদের প্রিয় খবর আপনাদের হাতে পাবেন।

সম্পাদক

বাজার দর

SENSEX : 65240.68 -542.10
NIFTY : 19381.65 -144.90

রাঁচি PARA UPDATE

সর্বোচ্চ	সর্বনিম্ন
25.00 °C	22.00 °C

সূর্যাস্ত (আজ) >> 18.29 টা
সূর্যোদয় (কাল) >> 05.20 টা

গহনার বাজার

সোনা (বিক্রী) 56,850 টাকা./10 গ্রাম
সোনা (ক্রয়) 59,690 টাকা./10 গ্রাম
রুপা >> 82,000 টাকা./কিলো

রাষ্ট্রীয় খবর সংক্ষিপ্ত খবর

জাতিসংঘের খাদ্য নিরাপত্তাহীনতা বিষয়ক বৈঠকে সভাপতিত্ব করবেন ব্লিংকেন

নিউ ইয়র্ক ঃ যুক্তরাষ্ট্রের পররাষ্ট্রমন্ত্রী অ্যান্টনি ব্লিংকেন বৃহস্পতিবার জাতিসংঘ নিরাপত্তা পরিষদের একটি উচ্চ পর্যায়ের বৈঠকে সভাপতিত্ব করবেন। এই বৈঠকে বিশ্বব্যাপী খাদ্য নিরাপত্তাহীনতা এবং সেই সব সংঘাত যা পরিস্থিতি আরও খারাপ করে তুলবে তা নিয়ে আলোচনা হবে। যুক্তরাষ্ট্রের রাষ্ট্রদূত লিন্ডা টমাস-গ্রিনফিল্ড মঙ্গলবার এ মাসে ওয়াশিংটনের নিরাপত্তা পরিষদের সভাপতিত্ব শুরু করার আগে এক সংবাদ সম্মেলনে সংবাদদাতাদের বলেন, আমরা নিশ্চিতভাবে জানি ঃ যেখানে সংঘাত রয়েছে, সেখানে রয়েছে ক্ষুধা। তিনি বলেন, ব্লিংকেন বৃহস্পতিবার 'ঘোষণা দেবেন এবং তিনি দেশগুলোকে এ বিষয়ে ওয়াশিংটনের একটি খসড়া বিবৃতিতে স্বাক্ষর করার আহ্বান জানান। টমাস-গ্রিনফিল্ড, যিনি ২০২১ সালের ফেব্রুয়ারি থেকে জাতিসংঘে যুক্তরাষ্ট্রের দূতের দায়িত্ব পালন করছেন, বলেছেন যে তিনি বিশ্বব্যাপী খাদ্য নিরাপত্তাহীনতাকে নিরাপত্তা পরিষদের আলোচ্যসূচীর শীর্ষে নিয়ে যাওয়ার জন্য পুনরায় নিরাপত্তা পরিষদের সভাপতিত্বকে ব্যবহার করবেন। তিনি এর আগে দু'বার যুক্তরাষ্ট্রের পক্ষে ১৫ সদস্যের নিরাপত্তা পরিষদের নেতৃত্ব দিয়েছেন এবং দুইবারই এই ইস্যুতে মনোনিবেশ করেছেন। গত মাসে জাতিসংঘের খাদ্য ও কৃষি সংস্থার প্রকাশিত বার্ষিক খাদ্য নিরাপত্তা প্রতিবেদনে দেখা গেছে, বিশ্ব এখনও কোভিড-১৯ মহামারী থেকে অর্থনৈতিক ধাক্কা কাটিয়ে উঠার চেষ্টা করছে এবং খাদ্য ও জ্বালানি বাজারে ইউক্রেনের যুদ্ধের পরিণতি মোকাবেলা করছে। গত ১৭ জুলাই কৃষ্ণ সাগর শস্য উদ্যোগ থেকে রাশিয়া সরে আসার পর জাতিসংঘ মহাসচিব আন্তোনিও গুতেরেস সতর্ক করে দিয়ে বলেন, রাশিয়ার এই সিদ্ধান্ত সর্বত্র অভাবী মানুষের ওপর আঘাত হানবে। জাতিসংঘ এখন পর্যন্ত মস্কোর সিদ্ধান্ত পরিবর্তন করতে ব্যর্থ হয়েছে।

ভারতে উচ্চশিক্ষায় বাড়ছে মুসলমান শিক্ষার্থী ও শিক্ষক, রাজ্যসভায় কেন্দ্রীয় মন্ত্রী

নয়া দিল্লি ঃ ভারতে মুসলমান শিক্ষার্থীদের সংখ্যা বাড়ছে। শিক্ষার্থীদের সঙ্গে বেড়েছে মুসলমান শিক্ষক-শিক্ষিকাদের সংখ্যাও। ভারতের রাজ্যসভায় গতকাল বুধবার এক প্রশ্নের জবাবে দেশটির কেন্দ্রীয় শিক্ষা প্রতিমন্ত্রী সুভাষ সরকার এক পরিসংখ্যান তুলে ধরে এ কথা জানান। ভারতের ২০২০-২১ শিক্ষাবর্ষের উচ্চশিক্ষাসংক্রান্ত অল ইন্ডিয়া সার্ভের তথ্য উল্লেখ করে রাজ্যসভায় সুভাষ সরকার এ কথা জানান বলে এনডিটিভির খবরে বলা হয়েছে।

শিক্ষা প্রতিমন্ত্রী বলেন, ২০১৬-১৭ শিক্ষাবর্ষের উচ্চশিক্ষা প্রতিষ্ঠানে মুসলমান শিক্ষার্থীদের নাম অন্তর্ভুক্ত ছিল ১৭ লাখ ৩৯ হাজার। সেই সংখ্যা ২০২০-২১ শিক্ষাবর্ষে এসে দাঁড়িয়েছে ১৯ লাখ ২২ হাজারে। শুধু শিক্ষার্থী নয়, বেড়েছে মুসলমান শিক্ষক-শিক্ষিকার সংখ্যাও। ২০১৬-১৭ শিক্ষাবর্ষে ভারতে শিক্ষক ছিলেন ৬৭ হাজার ২১৫ জন। ২০২০-২১ শিক্ষাবর্ষে এসে মুসলমান শিক্ষক-শিক্ষিকার সংখ্যা বেড়ে দাঁড়িয়েছে ৮৬ হাজার ৩১৪ জনে।

শিক্ষা প্রতিমন্ত্রী দাবি করেন, নরেন্দ্র মোদি সরকারের বিভিন্ন উদ্যোগ ও প্রকল্পের ফলে মুসলমান শিক্ষার্থীরা উচ্চশিক্ষা লাভে উৎসাহিত হয়েছেন।

কেন্দ্রীয় প্রতিমন্ত্রী জানান, কেন্দ্রের সংখ্যালঘু উন্নয়ন মন্ত্রণালয় দেশের সংখ্যালঘুদের উন্নয়নে তিনটি প্রকল্প চালু করেছে। বৌদ্ধ, খ্রিষ্টান, জৈন, মুসলমান, শিখ ও জরথুষ্ট্রীয়রা এই তিন প্রকল্পের সুবিধা পাবেন।

এনআইবি রিসার্চ ফেলোশিপ চারটি ক্যাটাগরিতে দেওয়া হবে। এগুলো হলো পোস্ট ডক্টরাল ফেলো, ডক্টরাল ফেলো, পোস্টগ্র্যাজুয়েট ফেলো ও এমএসসিএমএস থিসিস ফেলো।

এদিকে হিন্দুস্তান টাইমসের এক খবরে বলা হয়েছে, এসব পরিসংখ্যানের পরও বাস্তবে ভারতে মুসলমান শিক্ষার্থীদের স্কুল থেকে ঝরে পড়ার হার খুব একটা কম নয়। কারণ, মেয়েদের মতো ছেলেদেরও উচ্চশিক্ষার সুযোগ খুবই কম। এর প্রভাব পড়ছে মুসলিম সমাজে। সাক্ষরতার পাশাপাশি শিক্ষার অগ্রগতিতে পিছিয়ে আছেন তাঁরা। একই পরিসংখ্যানের তথ্য বলছে, স্কুল থেকে ঝরে পড়ার হার ১৮ দশমিক ৯৬। সেখানে মুসলমান শিক্ষার্থীদের মধ্যে ঝরে পড়ার এ হার ২৩ দশমিক ১।

ভারতের শেয়ার বাজারে আচমকা ধস, দিশাহারা বিনিয়োগকারীরা

নয়া দিল্লি ঃ ভারতের শেয়ার বাজারে একটানা দুরন্ত গতিতে উপর দিকে ছুটছিল শেয়ার দর। আচমকাই শেয়ার বাজার ইউ টার্ন নিল বুধবার ২ অগাস্ট। এদিন সকালে শেয়ার বাজার খোলার সঙ্গে সঙ্গেই ব্যাপক ধস নামে। সংবাদ সূত্রে জানা গেছে বেলা বারোটা পর্যন্ত আগের দিনের চেয়ে প্রায় ১০০০ সূচক পড়েছে সেনসেক্স, যার ফলে ৬৬ হাজারের ঘর থেকে এক ধাক্কায় তা নেমে যায় ৬৫ হাজারের ঘরে। সেনসেক্সের পাশাপাশি নিফটি ও ব্যাপক পতনের মুখে পড়ে। ১৯৯.৪৫ সূচক খুইয়ে ১৯ হাজার ৫৩৪ সূচকে দাঁড়িয়েছে। মঙ্গলবার দিনভর উত্থান-পতনের পরে বাজার বন্ধের সময়ে সেনসেক্স দাঁড়িয়েছিল ৬৬ হাজার ৪৫৯ দশমিক ৩১ সূচকে। আর নিফটির পয়েন্ট ছিল ১৯,৭৩৩.৫৫। কিন্তু বুধবার সকালে বাজার খুলতে না খুলতেই হুড়মুড়িয়ে নামতে থাকে সেনসেক্স ও নিফটি। এক সময়ে ৭০০ পয়েন্ট খোয়ায় সেনসেক্স। শেয়ার বাজারের এই আচমকা ধসে রীতিমতো দিশাহারা বিনিয়োগকারীরা। তারা লোকসান এড়াতে বিভিন্ন সংস্থার শেয়ার বিক্রি করতে শুরু করে দেন। এর ফলে বুধবার ব্যাঙ্ক, আর্থিক প্রতিষ্ঠান, এফএমসিজি, অটোমোবাইল, তথ্য-প্রযুক্তি, ওষুধ এবং আবাসন নির্মাণ ক্ষেত্রে বিভিন্ন সংস্থার শেয়ার দর রেড জোনে পৌঁছে গিয়েছে। প্রসঙ্গত, সোমবারও হিরো মোটেরকর্পের শেয়ার দরে ব্যাপক পতন হয়েছিল। বুধবারও প্রায় আড়াই শতাংশ দর কমেছে। কারণ হিরো সংস্থার কর্ণধার পবন মুঞ্জালের বাড়িতে ইডি হানার খবর ছড়িয়ে পড়ে। পাশাপাশি টাটা স্টিলের শেয়ারও মুখ থুবড়ে পড়েছে। ওই সংস্থার শেয়ার দরও আড়াই শতাংশের বেশি কমেছে।

ইয়াজিদিদের বিরুদ্ধে ইসলামিক স্টেটের নৃশংসতাকে গণহত্যা হিসেবে স্বীকৃতি দিল ব্রিটেন

লন্ডন ঃ ২০১৪ সালে ইরাকে ইসলামিক স্টেট (আইএস) জঙ্গিদের দ্বারা ইয়াজিদি সংখ্যালঘুদের বিরুদ্ধে সংঘটিত অপরাধকে গণহত্যা হিসেবে স্বীকৃতি দিয়েছে ব্রিটিশ সরকার। আইএসআইএস বা দায়েশ নামে পরিচিত সন্ত্রাসী গোষ্ঠীটির সংঘটিত অপরাধের নবম বার্ষিকীর কয়েক দিন আগে এই সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়। ব্রিটেনের মধ্যপ্রাচ্য বিষয়ক প্রতিমন্ত্রী তারিক আহমাদ এক বিবৃতিতে বলেন, নয় বছর আগে দায়েশের হাতে ইয়াজিদি জনগোষ্ঠী ব্যাপক ভাবে ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছিল এবং এর পরিণতি আজও ভুগতে হচ্ছে। যাদের জীবন ধ্বংস হয়ে গেছে তাদের জন্য ন্যায়বিচার ও জবাবদিহিতা গুরুত্বপূর্ণ।

ইয়াজিদিরা কুর্দি ভাষী ধর্মীয় সংখ্যালঘু, যাকে আইএস চরমপন্থীরা কাফের বলে মনে করে। ২০১৪ সালের আগস্টে বিশ্বের বৃহত্তম ইয়াজিদি সম্প্রদায়ের একসময়কার আবাসস্থল সিঞ্জারে ব্যাপক হামলা চালায় আইএস। ইরাকের উত্তরাঞ্চলীয় এই শহরে হামলায় অন্তত পাঁচ হাজার ইয়াজিদি নিহত হয়। যাদের বেশিরভাগই ছিল পুরুষ ও শিশু। আই এস হাজার হাজার ইয়াজিদি নারী এবং শিশু অপহরণ করে এবং তাদের যৌন দাস এবং শিশু যোদ্ধা হিসাবে ব্যবহার করে। ইয়াজিদি অ্যাক্টিভিস্টরা ব্রিটেনের এই পদক্ষেপকে স্বাগত জানিয়ে বলেছে, ইরাক ও সিরিয়ায় আইএসকে সামরিকভাবে পরাজিত করার কয়েক বছর পর এটি তাদের দুর্দশা লাঘবে সহায়তা করতে পারে।

২০১৬ সালে যুক্তরাষ্ট্রের হাউস অব রিপ্রেজেন্টেটিভস সর্বসম্মতিক্রমে একটি প্রস্তাব পাস করে স্বীকার করে, আইএস ইয়াজিদি ও খ্রিস্টানদের বিরুদ্ধে গণহত্যা চালাচ্ছে। ২০১৮ সালে যুক্তরাষ্ট্রের কংগ্রেস ইরাক ও সিরিয়া গণহত্যা এবং ত্রাণ ও জবাবদিহিতা আইন পাস করে।

গণ সমাবেশ জাতিগোষ্ঠীগত বৈরিতার মধ্যে জনতা রাজ্যে ব্যাপক তাণ্ডব চালিয়েছিল

ভারতের প্রত্যন্ত রাজ্য মণিপুরে জাতিগোষ্ঠীগত সংঘাত, মোদির জন্য চ্যালেঞ্জ হয়ে দাঁড়িয়েছে

MISUAL P
ZONGA
MOA
PA

মণিপুর ঃ ভারতের প্রত্যন্ত উত্তর-পূর্বাঞ্চলীয় রাজ্য মণিপুরে, মে মাসে শুরু হওয়া দুটি সম্প্রদায়ের মধ্যে সহিংসতা, গভীর জাতিগোষ্ঠীগত বিভাজন তৈরি করেছে। বিদ্যমান এই পরিস্থিতি প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদি এবং বিরোধী দলগুলির মধ্যে একটি মূখ্য রাজনৈতিক বিষয়ে পরিণত হয়েছে।

রাজ্যের শহর ও গ্রামে জনতা তাণ্ডব চালানোর তিন মাস পর, মেইতিস, যারা প্রধানত হিন্দু এবং কুকি এবং অন্যান্য উপজাতি, যারা বেশিরভাগ খ্রিস্টান, তাদের মধ্যে উত্তেজনা বেড়ে যায়। মিয়ানমারের সীমান্তে অবস্থিত পাহাড়ি রাজ্যে হাজার হাজার নিরাপত্তা বাহিনী টহল দিচ্ছে।

সংঘাতে এ পর্যন্ত প্রায় ১৪০ জন নিহত এবং শত শত বাড়িঘর পুড়িয়ে দেওয়া হয়েছে। ৩২ লাখ জনসংখ্যা অধ্যুষিত রাজ্যটিতে আনুমানিক ৬০,০০০ বাস্তুচ্যুত মানুষ বিভিন্ন শরণার্থী শিবিরে বাস করছে। বিদ্রোহ এবং আদিবাসীদের বৈরিতা কয়েক দশক ধরে মণিপুরকে সমস্যায় ফেলেছে, কিন্তু এই সময়ে জাতিগোষ্ঠীগত বিভাজন সবচেয়ে গভীর। বিশ্লেষকরা প্রশ্ন তোলেন, কেন প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদির হিন্দু জাতীয়তাবাদী ভারতীয় জনতা পার্টির সরকার, যারা কেন্দ্রীয় সরকার এবং মণিপুর প্রশাসন উভয়কেই নিয়ন্ত্রণ করে, সংঘাত রোধ করতে ব্যর্থ হয়েছে।

সপ্তাহান্তে মণিপুর সফরকারী বিরোধী দলগুলির ২১-সদস্যের একটি প্রতিনিধিদল রাজ্যের গভর্নরের কাছে জমা দেওয়া এক স্মারকলিপিতে বলেছে, সমস্ত সম্প্রদায়ের মধ্যে ক্ষোভ এবং বিচ্ছিন্নতার অনুভূতি রয়েছে, যা অবিলম্বে সুরাহা করতে হবে।

যদিও প্রত্যন্ত রাজ্যটি খুব কমই জাতীয় শিরোনাম হয়ে আসে। দুই সপ্তাহ আগে দুই নারীকে নগ্ন করিয়ে প্যারেড করানোর একটি ভিডিও ভাইরাল হওয়ার পর, মণিপুর আলোচনায় উঠে আসে। ঘটনার বিষয়ে দায়ের করা একটি পুলিশ অভিযোগ অনুসারে, এক নারীকে গণধর্ষণের অভিযোগ রয়েছে। জাতিগোষ্ঠীগত বৈরিতার মধ্যে জনতা রাজ্যে ব্যাপক তাণ্ডব চালিয়েছিল বলে নারীদের বিরুদ্ধে রিপোর্ট করা সহিংসতার কয়েকটি ঘটনার মধ্যে এটি একটি। এটি মোদিকে কঠোর পদক্ষেপের প্রতিশ্রুতি দিতে বাধ্য করে।

তিনি ২০ জুলাই সংসদের বাইরে এক বক্তৃতায় বলেন, মণিপুরের কন্যাদের সাথে যা হয়েছে, তা কখনই ক্ষমা করা হবে না। এটি বিরোধী দলগুলিকে সন্তুষ্ট করতে পারেনি - প্রধান বিরোধী কংগ্রেস পার্টি মোদী সরকারের বিরুদ্ধে একটি অনাস্থা প্রস্তাব উত্থাপন করেছে, আগামী সপ্তাহে সোমবার থেকে প্রস্তাবটি নিয়ে আলোচনা শুরু হবে।

সংসদে বিজেপি নিরঙ্কুশ সংখ্যাগরিষ্ঠতা থাকায় এই প্রস্তাবটি সহজেই বাতিল হওয়ার সম্ভাবনা রয়েছে। তবে বিরোধী নেতারা বলছেন, এই পদক্ষেপটি মোদীকে সংঘাতের বিষয়ে কথা বলতে বাধ্য করতে পারে। প্রধানমন্ত্রীর নীরবতা নিয়ে ব্যাপক প্রশ্ন উঠেছে - ভিডিওতে দেখানো নারীদের বিরুদ্ধে যৌন সহিংসতার বিষয়ে বক্তব্য দেওয়ার সময়, তিনি সংঘাতের বিষয়ে বিস্তৃত কিছুই বলেননি।

লেখক এবং রাজনৈতিক বিশ্লেষক নীরজা চৌধুরীর মতে, সরকারের প্রধান হিসাবে, লোকেরা আশা করেছিল যে তিনি এ বিষয়ে নিশ্চয়ই কিছু বলবেন এবং অন্য কিছু না হলে অন্তত শান্তির আবেদন করবেন। এখন সরকার নিজেই আলোড়ন সৃষ্টি করছে এবং প্রথমে যা করতে হবে তা হল জবাবদিহিতা নিশ্চিত করা।

সরকার বলছে, তারা দুই সম্প্রদায়ের মধ্যে শান্তি আলোচনা শুরু করছে এবং নিরাপত্তা নিশ্চিত করছে। কিন্তু রাষ্ট্র যেহেতু ধারে কাছেও নেই , তাই জাতিগোষ্ঠীগত বিভেদ দূর করা অতো সহজ হবে না।

जल्द ही आपके
हाथों में होगा
राष्ट्रीय ख़बर
हमारी नज़र
का बांग्ला संस्करण
বাংলা দৈনিক
জাতীয় খবর

মানিকচকে এক গৃহবধূর ঝুলন্ত মৃতদেহ উদ্ধার।ঘটনাটি কেন্দ্র করে চাঞ্চল্য ছড়িয়ে পড়ে মালদার মানিকচকের জোতপাট্টা এলাকায়

মালদা ঃ মানিকচকে এক গৃহবধূর ঝুলন্ত মৃতদেহ উদ্ধার।ঘটনাটি কেন্দ্র করে চাঞ্চল্য ছড়িয়ে পড়ে মালদার মানিকচকের জোতপাট্টা এলাকায়।মৃত গৃহবধূর নাম প্রীতি মন্ডল।মৃত গৃহবধূর পরিবার সূত্রে জানা গেছে,শনিবার সকাল নাগাদ স্বামী সহ পরিবারের অন্যান্য সদস্যরা নিজের নিজের কাজকর্মে বাড়ি থেকে বেরিয়ে যায়।সেই সময় ফাঁকা ঘরের সুযোগে নিজের শোয়ার ঘরে গোলাই ফাঁস লাগিয়ে আত্মহত্যা করেন গৃহবধূটি বলে জানা গেছে।গৃহবধূটির স্বামী বাড়ি ফিরতেই দেখেন ঘরের দরজা ভিতর থেকে বন্ধ অবস্থায় রয়েছে। দরজা ভেঙে ঘরের ভিতর প্রবেশ করতেই দেখেন প্রীতি ঝুলন্ত অবস্থায় রয়েছে।পুরো ঘটনার জানাজানি হতেই ঘটনাস্থলে ভিড় জমাতে শুরু করেন স্থানীয় লোকজন।তড়িঘড়ি গৃহবধূকে মানিকচক গ্রামীণ হাসপাতালে নিয়ে এলে কর্তব্যরত চিকিৎসক মৃত বলে ঘোষণা করেন।এই দিকে পুরো ঘটনার তদন্ত শুরু করেছে মানিকচক থানার পুলিশ।

মালদা শহরের কানিমোড় এলাকায় পৌর আবাসনে আগুনের ঘটনা নিয়ে বৈঠক ইংরেজবাজার পৌরসভার সভাকক্ষে

মালদা ঃ মালদা শহরের কানিমোড় এলাকায় পৌর আবাসনে আগুনের ঘটনা নিয়ে বৈঠক ইংরেজবাজার পৌরসভার সভাকক্ষে।শুক্রবার সন্ধ্যায় ভয়াবহ অগ্নিকাণ্ডের ঘটনা ঘটে কানিমোড় এলাকায় পৌর আবাসনে।তিনতলায় একটি ফ্ল্যাটে আগুন দেখতে পান ফ্ল্যাটের বাসিন্দারা। তড়িঘড়ি ঘটনাস্থলে পৌঁছায় দমকলের তিনটি ইঞ্জিন। পৌঁছান ইংরেজবাজার পৌরসভার চেয়ারম্যান কৃষ্ণেন্দু নারায়ন চৌধুরী, কাউন্সিলর দুলাল সরকার, সুজিত সাহা, গৌতম দাস সহ অন্যান্য জনপ্রতিনিধিরা। পরিস্থিতি সামাল দিতে ঘটনাস্থলে পৌঁছায় ইংরেজ বাজার থানার বিশাল পুলিশ বাহিনী।আগুনের ঘটনায় আতঙ্কিত হয়ে পড়েন ফ্ল্যাটের বাসিন্দারা।বহুতল আবাসে অগ্নি নির্বাপনের ব্যবস্থা বাধ্যতামূলক করা নিয়ে পৌরসভার সভাপতক্ষে আবাসনের বাসিন্দা, দমকল ও কাউন্সিলরদের নিয়ে বৈঠক করলেন পৌরসভার চেয়ারম্যান কৃষ্ণেন্দু নারায়ন চৌধুরী।ফ্ল্যাটে অগ্নি নির্বাপন ব্যবস্থা সহ বেশ কিছু বিষয় নিয়ে আলোচনা হয় বৈঠকে।চেয়ারম্যান ছাড়াও বৈঠকে উপস্থিত ছিলেন, ডিভিশনাল ফায়ার অফিসার স্বপন কুমার দাস, কাউন্সিলর দুলাল সরকার, সুজিত সাহা, শুভময় বসু, গৌতম দাস সহ অন্যান্যরা।আবাসিকদের নতুন কমিটি হায়ার সিস্টেম সহ বেশ কিছু সরকারি নিয়ম নিয়ে আলোচনা হয় বৈঠকে।

পঞ্চায়েত ভোটের ফলাফল ঘোষণা হওয়ার এক মাসও হয়নি এর মধ্যেই নির্দল প্রার্থীদের শাসক দলের যোগদানের হিড়িক পড়ে গিয়েছে

মালদা ঃ পঞ্চায়েত ভোটের ফলাফল ঘোষণা হওয়ার এক মাসও হয়নি এর মধ্যেই নির্দল প্রার্থীদের শাসক দলের যোগদানের হিড়িক পড়ে গিয়েছে। শুক্রবার হরিশ্চন্দ্রপুর থানা এলাকার ইসলামপুর অঞ্চলের কংগ্রেস সমর্থিত নির্দল প্রার্থীর সারিকা বিবি, কয়েকশো সমর্থক নিয়ে মন্ত্রির তজমুল হোসেন এর হাত ধরে তার বাসভবনের তৃণমূলে যোগদান করলেন। এদিন মন্ত্রীর হাত থেকে তৃণমূলের পতাকা হাতে নিয়ে কংগ্রেস সমর্থিত নির্দল প্রার্থীর সারিকা জানান মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের নেতৃত্বেতৃণমূলের উন্নয়নের অনুপ্রাণিত হয়ে তিনি নির্দল প্রার্থী থেকে আজ তৃণমূল কংগ্রেস যোগদান করলেন। তার সঙ্গে ইসলামপুর অঞ্চলের কয়েকশো সমর্থক তৃণমূলে যোগদান করেছেন।এ প্রসঙ্গে মন্ত্রী তজমুল হোসেন জানান আজকের মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের উন্নয়নের অনুপ্রেরণাতে তৃণমূলের যোগদান করেছেন। আমরা তাকে দলের স্বাগত জানাচ্ছি।

হাতুড়ে ডাক্তারের অভিনব প্রতারণার শিকার গ্রামবাসী,জয় বাংলা রোগ সারানোর অজুহাতে চোখে ড্রপ দিয়ে ঝাপসা করে ওষুধের দাম বেশি নেওয়া নতুন পন্থা

মালদা ঃ এক অভিনব প্রতারণা।গ্রামের হাতুড়ে ডাক্তারের অভিনব প্রতারণার খপ্পরে পড়ে সর্বস্বান্ত হচ্ছেন গ্রামের সাধারণ নিরীহ মানুষেরা।গ্রামের মানুষদের বোকা বানিয়ে ওষুধের নির্ধারিত মূল্য কয়েক গুণ বাড়িয়ে ক্রমাগত মানুষদের ঠকিয়ে চলেছিলেন এলাকারই এক হাতুড়ে ডাক্তার।চোখের চিকিৎসা করার নামে চোখে ড্রপ দিয়ে চোখ ঝাপসা করে ওষুধের দাম মার্কার পেন দিয়ে বাড়িয়ে রোগীদের কাছ থেকে হাজার হাজার টাকা বেশি নিচ্ছিলেন এলাকারই এক হাতুড়ে চিকিৎসক এমনটাই অভিযোগ উঠেছে।এই ঘটনায় স্থানীয় থানায় একটি লিখিত অভিযোগ দায়ের করা হয়েছে ওই হাতুড়ে ডাক্তারের নামে।অভিযোগের ভিত্তিতে পুলিশ ঘটনার তদন্ত শুরু করেছে।স্থানীয় সূত্রে জানা গিয়েছে, হরিশ্চন্দ্রপুর থানা এলাকার পিপলা গ্রামের বাসিন্দা তথা হাতুড়ে ডাক্তার বাবলু চক্রবর্তী চোখের চিকিৎসা করার নামে রোগীদের সঙ্গে প্রতারণা করছেন।২৭ টাকা মূল্যের চোখের ড্রপ নেওয়া হচ্ছে ১২৭ টাকা,৮৬ টাকার চোখের ড্রপ নেওয়া হচ্ছে ১৮৬ টাকা ও ৯২ টাকার ওষুধের মূল্য নেওয়া হচ্ছে ১৯২ টাকা।স্থানীয় সূত্রে জানা গেছে,বাবলু চক্রবর্তী হরিশ্চন্দ্রপুর এলাকায় চোখের কোয়ার্ক ডাক্তার বলে পরিচিত।নিজের বাড়িতে চেম্বার খুলে সারাদিন ধরে রোগী দেখেন।চোখের সমস্যা নিয়ে বিভিন্ন গ্রামের মানুষ হাজির হচ্ছেন বাবলু ডাক্তারের কাছে।আর সেই সুযোগে ওই চিকিৎসক প্রতারণার নয়া ফাঁদ পেতে রোগীর সঙ্গে প্রতারণা করে চলেছেন।যেসব রোগী তার কাছে আসেন তাদের প্রয়োজনীয় ওষুধ ও চোখের ড্রপ তার কাছেই কিনতে হয়।এক্ষেত্রে ওষুধের নির্ধারিত মূল্য পাল্টে দিচ্ছেন ওই ডাক্তার বাবু।মার্কার পেন দিয়ে বাড়িয়ে দিচ্ছেন মূল্য।এমনই প্রতারণার শিকার হলেন হরিশ্চন্দ্রপুর থানার মহেন্দ্রপুর গ্রাম পঞ্চায়েতের বাংরুয়া গ্রামের বাসিন্দা তথা দুই ভাই রতন সিং ও সন্তোষ সিং।অভিযোগকারী রতন সিং জানান,তার চোখে কনজাংটিভাইটিস অর্থাৎ জয় বাংলা রোগ ধরা পড়ে কয়েকদিন আগে। তিনি তার চোখের চিকিৎসা করানোর জন্য পিপলা গ্রামের ওই হাতুড়ে ডাক্তারের কাছে যান।সেখানে তার চোখে একটি ড্রপ দেন ডাক্তার বাবু।সাথে সাথেই তিনি চোখে ঝাপসা দেখতে শুরু করেন। এরপরই ওই চিকিৎসক তাকে চোখের বেশ কয়েকটি ওষুধ দেন তার চেম্বার থেকে।এবং তার দাম বাবদ ৫৬০ টাকা নিয়ে নেন।এরপর রতন সিং বাড়ি ফিরে আসে।সেখানে এসে তিনি ওষুধের দাম মিলিয়ে দেখেন তার কাছ থেকে ৩০০ টাকা বেশি নেওয়া হয়েছে এবং ওষুধের দাম অনেক কম এবং সেই দামের উপর পেন চালিয়ে দাম গুলি বাড়ানো হয়েছে। এরপরে তিনি আবার ওই চিকিৎসকের কাছে এ ব্যাপারে অভিযোগ জানাতে গেলে তিনি অস্বীকার করেন।খবর পেয়ে ওই চিকিৎসকের বাড়িতে ছুটে যান এলাকার বাসিন্দারা।তারাও অভিযোগ করেন এর আগেও এইভাবে এই হাতুড়ে চিকিৎসক রোগীদের কাছ থেকে ঠকিয়ে বেশি দাম নিয়েছেন বিভিন্ন ওষুধের। এরপরই ওই চিকিৎসকের বাড়ির সামনে বিক্ষোভ দেখাতে থাকেন কয়েকজন রোগী এবং তাদের আত্মীয়রা।বাধ্য হয়ে ওই চিকিৎসক নিজের ভুল স্বীকার করেন।এরপর রতন সিং ওই চিকিৎসকের বিরুদ্ধে হরিশ্চন্দ্রপুর থানায় অভিযোগ দায়ের করেন।অভিযোগ খতিয়ে দেখা হচ্ছে বলে জানিয়েছেন হরিশ্চন্দ্রপুর থানার পুলিশ।যদিও নির্ধারিত মূল্য থেকে বেশি টাকা নেওয়ার অভিযোগ স্বীকার করে নিয়েছেন কোয়ার্ক ডাক্তার বাবলু চক্রবর্তী।হরিশ্চন্দ্রপুর গ্রামীন হাসপাতালের বি এম ও এইচ অমল কৃষ্ণ মন্ডল বলেন, সরকারি নির্ধারিত মূল্য থেকে ওষুধের দাম বেশি নেওয়া গুরুতর অপরাধ। এছাড়াও ওই কোয়ার্ক ডাক্তারের কোন নির্দিষ্ট লাইসেন্স রয়েছে কিনা তা আমাদের জানা নেই।আমরা বিষয়টি পুলিশকে জানাচ্ছি।

সাহাবাজপুরে এসএসকে বিদ্যালয়ের শ্রেনীকক্ষে তালা অভিভাবকদের

মালদা ঃ এসএসকে বিদ্যালয় তালা বন্ধ করে দেওয়ার অভিযোগ উঠল ছাত্রছাত্রীদের অভিভাবকদের একাংশের বিরুদ্ধে। ঘটনা কালিয়াচক তিন নম্বর ব্লকের শাহবাজপুর গ্রাম পঞ্চায়েত এলাকার ভগবান টোলা এস এস কে বিদ্যালয়ের। অভিযোগ, ওই বিদ্যালয়ের বাচ্চাদের ঠিকমতো মিড ডে মিল না দেওয়াই অভিভাবকদের কয়েকজন তালা দিয়ে দেয় বিদ্যালয়ের শ্রেনীকক্ষে। যার জেরে পঠনপাঠনেও ব্যাঘাত সৃষ্টি হয় বিদ্যালয় চত্বরে। পাশাপাশি অভিভাবকদের দাবি, উল্লেখ্য ১৯শে জুলাই গ্রাম পঞ্চায়েত প্রধান বিদ্যালয়ের শ্রেণীকক্ষে তালা দিতে বলে এবং তার উপস্থিতিতেই বিদ্যালয়ের শ্রেণী কক্ষগুলিতে তালা দেওয়া হয়।

যদিও মিডডে মিলে অনিয়মের অভিযোগ অস্বীকার করেছেন ওই এসএসকে বিদ্যালয়ের প্রধান সহায়িকা ষষ্ঠীরানী সরকার। তিনি বলেন, তার ওপরে ওঠা অভিযোগ সম্পূর্ণ ভিত্তিহীন। তার দাবি, নিয়মানুযায়ী বিদ্যালয়ে মিডডে মিল দেওয়া হয়। তিনি আরও জানিয়েছেন, তৃতীয় সহায়িকা বেশ কিছুদিন ধরে বিদ্যালয়ে আসছিলেন না তাকে সিএল নিতে বলাতেই গন্ডগোলের সুত্রপাত। নিয়মানুযায়ী সিএল অর্থাৎ ক্যাজুয়াল লিভ নিয়ে তিনি ছুটিতে যেতে পারেন। এনিয়ে বারংবার তাকে জানালেও তিনি কর্নপাত করেননি। পাশাপাশি দ্বিতীয় সহায়ক দীর্ঘদিন ধরে অর্থাৎ ২০১৬সাল থেকে বিদ্যালয়ে আসেন না অসুস্থ থাকায়, তার বদলে তার ছেলে বিদ্যালয়ে আসে। যা নিয়ে ইতিমধ্যেই বিডিওকে লিখিতভাবে অভিযোগ জানানো হয়েছে।

₹10K SIP for 5 Yrs can become ₹17L
START SIP
UPWARDLY.in

রানীডাঙ্গা এলাকায় পথ দুর্ঘটনায় গুরুতর আহত হল মোটরবাইক চালক

শিলিগুড়ি ঃ পথ দুর্ঘটনায় চাঞ্চল্য ছড়াল শিলিগুড়ি সংলগ্ন ফাঁসিদেওয়া ব্লকের রানীডাঙ্গা এলাকায়। সড়ক দুর্ঘটনায় গুরুতর জখম এক বাইক চালক । তাকে উদ্ধার করে উত্তরবঙ্গ মেডিকেল কলেজ ও হাসপাতালে পাঠিয়েছে পুলিশ ও স্থানীয়রা। রবিবার মেডিকেল মোড় থেকে রাঙ্গাপানী যাচ্ছিল একটি তেলের ট্যাঙ্কার।অন্যদিকে ফাসিদেওয়া থেকে কাজের উদ্দেশ্যে বাইকে যাচ্ছিলেন এক ব্যক্তি। ঠিক সেই সময় রানীডাঙ্গার কাছে আসতেই উলটোদিক থেকে আসা ওই মোটর বাইকে সজোরে ধাক্কা মারে ট্যাঙ্কারটি। ঘটনায় গুরুতর আহত হয় মোটরবাইক চালক। ঘটনা দেখে ছুটে আসে আশেপাশের মানুষরা। তারা ওই মোটরবাইক চালককে উদ্ধার করে উত্তরবঙ্গ মেডিকেলে চিকিৎসার জন্য পাঠায়। পাশাপাশি ঘটনাস্থলে পৌঁছে ঘাতক ট্যাঙ্কারটিকে আটক করে তদন্ত শুরু করেছে ফাঁসিদেওয়া থানার পুলিশ।

মাড়োয়ারি যুব মঞ্চ জলপাইগুড়ি গ্রেটার শাখার পক্ষ থেকে পানীয় জলের অমৃতধারা প্রকল্পের ১২ নম্বর ইউনিটের উদ্বোধন হল জলপাইগুড়িতে

জলপাইগুড়ি ঃ পানীয় জলের অমৃতধারা প্রকল্পের ১২ নম্বর ইউনিটের উদ্বোধন হল জলপাইগুড়িতে। মাড়োয়ারি যুব মঞ্চ জলপাইগুড়ি গ্রেটার শাখার পক্ষ থেকে আনুষ্ঠানিকভাবে এই প্রকল্পের উদ্বোধন করেন জেলা পুলিশ সুপার খান্ডবাহালে উমেশ গণপত। মাড়োয়ারি যুব মঞ্চ জলপাইগুড়ি গ্রেটার শাখার সম্পাদক অমিত আগরওয়ালা বলেন, এর আগে জলপাইগুড়ি শহরের ১১টি জায়গায় পানীয় জলের এই পরিষেবা চালু করা হয়েছে। এবার জলপাইগুড়ির গোশালা মোড় এলাকায় অমৃতধারা প্রকল্পের একটি নতুন ইউনিট বসানো হয়েছে। তিনি বলেন, জলপাইগুড়ির গোশালা মোড় এলাকা দিয়ে প্রতিদিন অসংখ্য মানুষ যাতায়াত করেন। এছাড়া পুলিশ ও সিভিক ভলান্টিয়াদের একটি অংশ নিরাপত্তার জন্য সবসময় থাকে এখানে। এজন্য অমৃতধারার নতুন ইউনিটের জন্য এই গোশালা মোড় এলাকাকে বেছে নেওয়া হয়েছে। এই পানীয় জল প্রকল্পের উদ্বোধন হওয়ায় এলাকার অনেক মানুষ উপকৃত হবেন বলে আশা প্রকাশ করেন তিনি।

নির্দল কে যোগদান করিয়ে চমক দিলো বিজেপি

জলপাইগুড়ি। তৃণমূল থেকে টিকিট না পেয়ে, এবার জলপাইগুড়ি দক্ষিণ বেরুবাড়ি গ্রাম পঞ্চায়েতের ১৭২৭৮ নম্বর বুথে নির্দল হিসেবে জয়ী হন চুমকি রায়। সেই জয়ী নির্দল প্রার্থী তাঁর অনুগামীদের নিয়ে যোগ দিলেন বিজেপিতে। জলপাইগুড়ি সদর ব্লকের দক্ষিণ বেরুবাড়ি গ্রাম পঞ্চায়েতের বুড়িরজোত এলাকায় বিজেপির একটি যোগদান কর্মসূচী ছিলো। শনিবার বিকেলের সেই মিটিংয়ে বিজেপির জেলা সভাপতি বাপী গোস্বামীর হাত থেকে পদ্ম পতাকা তুলে নেন চুমকিদেবী। চুমকি রায় বলেন আমি নির্দল প্রার্থী হিসেবে লড়াই করে জিতেছি। এবার মানুষের জন্য কাজ করতে চাই। তাই বিজেপিতে যোগদান করলাম। বিজেপির জেলা সভাপতি বাপী গোস্বামী বলেন, এই যোগদানে এলাকায় আমাদের শক্তি বাড়ল। এদিন শুধু চুমকিদেবী একা নন, সঙ্গে তাঁর অনুগামীরাও আমাদের দলের সঙ্গে যুক্ত হয়েছেন।

এলকায় শান্তি শৃঙ্খলা বজায় রাখতে ও উন্নয়নের স্বার্থে অনুগামীদের নিয়ে তৃণমূলে যোগসবেজা বেগম

জলপাইগুড়ি ঃ ভোটে জয়ী হয়েও তৃণমূলে যোগ দিলেন সিপিএম প্রার্থী। আজ রাজগঞ্জের বিধায়ক খগেশ্বর রায়ের বাড়িতে গিয়ে তৃণমূলে যোগদান করেন মাঝিয়ালী গ্রাম পঞ্চায়েতের ডাঙ্গাপাড়া ১০৭ নম্বর বুথের সিপিএম প্রার্থী সবেজা বেগম। এবার পঞ্চায়েত নির্বাচনে রাজগঞ্জের মাঝিয়ালী গ্রাম পঞ্চায়েতের ১৯ টি আসনের মধ্যে ১১ টি আসলে জয়ী হয় তৃণমূল কংগ্রেস। বিজেপি ৬ টি এবং সিপিএম ও নির্দল একটি করে আসনে জয়ী হয়। তবে ডাঙ্গাপাড়া ১০৭ নম্বর বুথের তৃণমূল প্রার্থীকে হারিয়ে সিপিএম প্রার্থী সবেজা বেগম জয় লাভ করেন। কিন্তু সিপিএম প্রার্থী জয়ী হওয়ার পর স্থানীয় শাসকদলের হুমকির মুখে পড়তে হয় বলে অভিযোগ। এমনকি কয়েকজন শ্রমিককে কারখানার কাছ থেকে বের করে দেওয়ার অভিযোগ উঠেছে। নানান চাপে আজ সিপিএমের ওই জয়ী প্রার্থী তার অনুগামীদের নিয়ে তৃণমূলে যোগদান করেন বলে জানা গিয়েছে। এব্যাপারে সবেজা বেগম অত্যাচারের কথা অকপটে স্বীকার করে বলেন, এলকায় শান্তি শৃঙ্খলা বজায় রাখতে ও উন্নয়নের স্বার্থে তিনি তার অনুগামীদের নিয়ে তৃণমূলে যোগ দিলেন। উপস্থিত ছিলেন তৃণমূলের জলপাইগুড়ি জেলার চেয়ারম্যান তথা বিধায়ক খগেশ্বর রায়, তৃণমূলের ব্লক সভাপতি অরিন্দম বন্দ্যোপাধ্যায়, যুব সভাপতি তুষার কান্তি দত্ত, সংখ্যালঘু সেলের জেলা সভাপতি মোশারফ হোসেন, জলপাইগুড়ি জেলা পরিষদের বিদায়ী সভাধিপতি উত্তরা বর্মন সহ দলের অন্যান্য নেতৃত্বরা।

স্বেচ্ছাসেবী সংস্থার উদ্যোগে পথ চলতি মানুষদের স্বাস্থ্য পরীক্ষা শিবিরের আয়োজন

মালদা ঃএকটি স্বেচ্ছাসেবী সংস্থার উদ্যোগে পথ চলতি মানুষদের স্বাস্থ্য পরীক্ষা শিবিরের আয়োজন। রবিবার সকালে মালদা শহরের গ্রীন পার্ক এলাকায় মহানন্দা নদীর তীরে বিনামূল্যে স্বাস্থ্য শিবিরের আয়োজন করা হয়।বিনামূল্যে প্রায় শতাধিক পথ চলতি মানুষের প্রেসার সুগার পরীক্ষা করা হয় স্বেচ্ছাসেবী সংস্থার পক্ষ থেকে। উপস্থিত ছিলেন, সংগঠনের সভাপতি সমীর কুমার দাঁ, সম্পাদক রাজীব সরকার, চিকিৎসক ডাঃ অমিত সাহা সহ অন্যান্যরা।

সোনার দোকান থেকে সোনার চেইন নিয়ে চম্পট দেয় এক মহিলা এবং পুরুষ

শিলিগুড়ি ঃ শিলিগুড়ি মেট্রোপলিটন পুলিশের শিলিগুড়ি থানা অন্তর্গত। গত ২৫ শে জুলাই মঙ্গলবার রোডের একটি সোনার দোকান থেকে সোনার চেইন নিয়ে চম্পট দেয় এক মহিলা এবং পুরুষ । তবে সেদিনই পুলিশের হাতে ধরা পড়ে যায় প্রিয়াঙ্কা শর্মা মল্লিক। তারপরেই তদন্ত শুরু হয়ে যায় সেই যুবকের অবশেষে শনিবার বিকেলে গোপন সূত্রের খবরের ভিত্তিতে শিলিগুড়ি থানার পুলিশ জানতে পারে খুদিরাম পল্লী এলাকায় সেই যুবক সোনার চেইন নিয়ে বিক্রির উদ্দেশ্যে ঘোরাঘুরি করছে সেই ব্যক্তিকে শিলিগুড়ি থানা পুলিশ তাকে জিজ্ঞাসাবাদ করতে জানা গিয়েছে তার নাম শুভাম মল্লিক বয়স ২৬। তূমবা যোত মাটিগাড়ার বাসিন্দা সে ধৃতকে রবিবার আদালতে পেশ করা হবে। গোটা ঘটনা তদন্তে নেমেছে শিলিগুড়ি থানার পুলিশ।

মনিপুরের ঘটনায় প্রতিবাদ নামলো আদিবাসী সম্প্রদায়ের মানুষ

শিলিগুড়ি ঃ মহাকুমার ফাঁসিদেওয়া ব্লকের ঘোষপুকুর রোজা মিস্টিকা ক্যাথলিক চার্চ পক্ষ থেকে।এদিন একটি রেলি বের করা হয় ।।র র‍্যালিটি শুরু হয় চার্চ থেকে মৈলানি জোত হয়ে পুনরায় ঘোষপুকুরে এসে শেষ হয়। সেখানে মনিপুরের মহিলাদের আত্মার শান্তি কামনায় প্রার্থনা করেন সকলে। উপস্থিত ছিলেন চার্চ ফাদার এডওয়ার্ক ক্রিরকেটা, রিনা এক্কা সহ আরো অনেকে। এই র‍্যালিতে এদিন ছোট ছোট শিশু থেকে মহিলারা সামিল হয়েছিল। এদিন সাংবাদিকদের মুখোমুখি হয়ে চার্চ ফাদার এডওয়ার্ক ক্রিরকেটা জানান মনিপুরে ঘটনা খুব নিন্দনীয় এটা কাম্য নয় ।দোষীদের উপযুক্ত শাস্তির দাবি করি ।এবং যাদের সাথে এ ধরনের ঘটনা ঘটেছে তাদের আত্মা শান্তি কামনা করছি। অন্যদিকে আদিবাসী মহিলাদের উপর এভাবে অত্যাচার মেনে নেওয়া যায় না।পাশাপাশি রিনা এককা জানান। যেভাবে মনিপুরের ঘটনা ঘটেছে। আমাদের পশ্চিমবঙ্গে মহিলারা মায়ের তুল্য তাই তাদের সাথে এ ধরনের আচরণ করা ঠিক নয় ।পরবর্তীতে এ ধরনের ঘটনা যাতে না হয় প্রশাসনের কাছে সেটাই আবেদন করব।

মাছ ধরতে গিয়ে নিখোঁজ ব্যাক্তির মৃতদেহ উদ্ধারের ঘটনায় ব্যাপক চাঞ্চল্য জলপাইগুড়ি জেলার রাজগঞ্জে ব্লকের শিকারপুর অঞ্চলে

জলপাইগুড়ি ঃ নিখোঁজব ব্যক্তির মৃতদেহ উদ্ধার বাড়ির পাশের পুকুর থেকে। ঘটনাটি ঘটেছে জলপাইগুড়ি জেলার রাজগঞ্জ ব্লকের শিকারপুর অঞ্চলের মুরগি ভিটা সংলগ্ন এলাকায়। ঘটনা চাঞ্চল্য এলাকায়। জানা যায় মুরগি ভিটা সংলগ্ন প্রেমেরডাঙ্গা এলাকার বাসিন্দা ধলু রায়(৫৯) গত তিনদিন আগে দুপুরবেলা পুকুরে মাছ ধরতে যায় । এরপর থেকে থেকে নিখোঁজ ওই ব্যক্তি। পরিবারের লোক থেকে শুরু করে এলাকাবাসীরা বহু খোঁজাখুঁজির পর না পাওয়ায় শনিবার বেলাকোবা আউট পোস্টে নিখোঁজের অভিযোগ জানান। অবশেষে আজ সকালে বাড়ির কিছুটা দূরেই পুকুর থেকে মরদেহ দেখতে পান এলাকাবাসী। এরপরে খবর দেওয়া হয় বেলাকোবা আউটপোস্টের পুলিশকে। ঘটনা চলে আসে বেলাকোবা আউটপুস্টার পুলিশ। ঘটনা তন্ত্র শুরু করেছে পুলিশ।

সূর্য নগর সমাজকল্যাণ সংস্থার উদ্যোগে একটি বিনামূল্যে চক্ষু পরীক্ষা শিবিরে আয়োজন

শিলিগুড়ি ঃ শিলিগুড়ির হাতিয়াডাঙ্গা বাজার এলাকায় সূর্য নগর সমাজকল্যাণ সংস্থার উদ্যোগে একটি বিনামূল্যে চক্ষু পরীক্ষা শিবিরের আয়োজন করা হয়। রোববার হাতিয়াডাঙ্গা বাজার মেইন রোড এলাকায় অবস্থিত সূর্য নগর সমাজকল্যাণ সংস্থার কার্যালয়ে এলাকাবাসীর সুবিধার্থে এ ক্যাম্পের আয়োজন করা হয়। শিলিগুড়ি লাইনস নেত্রালয় শিবির আয়োজনে সহযোগিতার হাত বাড়িয়ে দিয়েছে। রোববার সকাল ১০টা থেকে বিকেল ৩টা পর্যন্ত ক্যাম্পে এলাকার শত শত অভাবী মানুষকে সেবা প্রদান করা হয়।

শিলিগুড়িতে জুয়েলারি সংস্থার নামে লক্ষ লক্ষ টাকা প্রতারণার অভিযোগ ধৃতকে তোলা হল শিলিগুড়ি মহকুমা আদালতে

শিলিগুড়ি ঃ জুয়েলারি সংস্থার নামে লক্ষ লক্ষ টাকা প্রতারণার অভিযোগ উঠলো শিলিগুড়ির ৪৭ নম্বর ওয়ার্ডের কাউন্সিলরের এক আত্মীয়ের বিরুদ্ধে। রবিবার ধৃতকে শিলিগুড়ি মহকুমা আদালতে তোলা হয়। সমস্ত ঘটনার তদন্ত শুরু করেছে প্রধান নগর থানার পুলিশ।জানা গিয়েছে, কয়েকবছর আগে দীপক সাহা একটি জুয়েলারি সংস্থা খোলেন।এই সংস্থায় বেশ কয়েকজন মহিলা কাজে যোগ দেন।তাদের কাজ ছিল বাড়ি বাড়ি গিয়ে সংস্থার বিভিন্ন পলিসির কথা বলে মানুষকে সেই কোম্পানিতে বিনিয়োগ করানো।এভাবে প্রায় ১০ হাজারের বেশি মানুষ সেই সংস্থায় তাদের টাকা জমা করেন।এর মধ্যেই দীপক সাহা সংস্থা বন্ধ করে ফেরার হয়ে যায়।এদিকে জমা করা টাকা ফেরত পেতে কোম্পানির এজেন্টদের ওপর চাপ দেওয়া শুরু করেন গ্রাহকেরা।এদিকে দীপক সাহার কোন খোঁজ না পেয়ে সংস্থার এজেন্টরা তাঁর বিরুদ্ধে থানায় লিখিত অভিযোগ দায়ের করে।এদিকে দীর্ঘদিন পরে এজেন্টরা জানতে পারে শিলিগুড়ির ৪৭ নম্বর ওয়ার্ডের কাউন্সিলর অমর আনন্দ দাস তার মামা এবং তাঁর বাড়িতেই রয়েছেন দীপক সাহা।এরপরই শনিবার কাউন্সিলরের বাড়ির সামনে গিয়ে বিক্ষোভ দেখান মহিলারা।খবর পেয়ে প্রধাননগর থানার পুলিশ ঘটনাস্থলে পৌঁছে পরিস্থিতি স্বাভাবিক করে এবং দীপক সাহাকে আটক করে থানায় নিয়ে যায়। পরে তাকে গ্রেফতার করা হয়। ধৃতকে রবিবার শিলিগুড়ি মহকুমা আদালতে তোলা হয়। সমস্ত ঘটনার তদন্তে নেমেছে প্রধাননগর থানার পুলিশ ।

শহরের পানীয় জলের সমস্যা নিয়ে মন্ত্রী ফিরহাদ হাকিমের দ্বারস্থ হওয়ার কথা জানানেল বিধায়ক

শিলিগুড়ি ঃ শিলিগুড়ি শহরের পানীয় জলের সমস্যা নিয়ে মন্ত্রী ফিরহাদ হাকিমের দ্বারস্থ হওয়ার কথা জানানেল শিলিগুড়ির বিজেপি বিধায়ক শঙ্কর ঘোষ। শহরকে পানীয় জলের সমস্যার সমাধান থেকে যাতে দ্রুত নিস্পত্তি দেওয়া যায় সেজন্য মন্ত্রীর দ্রুত পদক্ষেপের আবেদন করেছেন বিধায়ক শঙ্কর ঘোষ। শনিবার শিলিগুড়ি জার্নালিস্ট ক্লাবে সাংবাদিকদের মুখোমুখি হয়ে শিলিগুড়ির বিজেপি বিধায়ক শংকর ঘোষ বলেন, শহরের পানীয় জলের সমস্যা দীর্ঘদিনের। সেজন্য এবার বিধানসভা অধিবেশনের পর আমি রাজ্যের পুরো ও নগরোন্নয়ন মন্ত্রী ফিরহাদ হাকিমের সঙ্গে দেখা করে তাকে পানীয় জলের সমস্যার কথা জানাই। বিকল্প পানীয় জলের ব্যবস্থা যাতে করা হয় সেই আবেদন জানাই। আমি পানীয় জল সহ শহরের সমস্যা নিয়ে বিধানসভা অধিবেশনেও বলেছি।আগামীতেও বলবো। তবে পানীয় জলের যে প্রকল্প তার টেন্ডার প্রক্রিয়া রয়েছে। সেই জটও যাতে দ্রুত কাটানো হয় সেই আবেদনও করেছি মন্ত্রীকে।

স্টেডিয়াম কে নতুনভাবে সাজিয়ে তুলতে পরিদর্শনে মেয়র গৌতম দেব

শিলিগুড়ি ঃ শিলিগুড়ির কাঞ্চনজঙ্ঘা ক্রীড়াঙ্গনের মাঠ ও পরিকাঠামোর সামগ্রিক উন্নয়নের লক্ষ্যে চিফ গভর্নমেন্ট আর্কিটেক্ট, পি ডব্লিউ ডির বাস্তুকার, কমিশনার ও সচিব শিলিগুড়ি পুর নিগম সহ সংশ্লিষ্ট আধিকারিকদের নিয়ে স্টেডিয়াম পরিদর্শনে গেলেন শিলিগুড়ির মেয়র গৌতম দেব। শনিবার তিনি পুরো স্টেডিয়াম চত্বর ঘুরে দেখেন। জানা গিয়েছে রাজ্য সরকারের পক্ষ থেকে কাঞ্চনজঙ্ঘা স্টেডিয়ামে কে রক্ষণাবেক্ষণের দায়িত্ব দেওয়া হয়েছে শিলিগুড়ি পুরনিগমকে। আগামী পাঁচ বছর সেই স্টেডিয়াম রক্ষণাবেক্ষণের দায়িত্ব রয়েছে পুরো নিগমের ওপর। ফলে এই স্টেডিয়ামকে নতুন ভাবে তৈরি করার উদ্যোগ গ্রহণ করে শিলিগুড়ি পুরনিগম। প্রথম ক্ষেত্রে নিজেরাই স্টেডিয়াম সংস্কারের কাজ শুরু করেন। কিন্তু পরবর্তীতে বেশ কিছু সমস্যা দেখা দিলে গ্রুক্ত এর হাতে কাজটি হস্তান্তর করা হয়। কিভাবে স্টেডিয়াম কে সংস্কার করা হবে এবং কোন কোন দিকে কি কি কাজ হবে সেই সমস্ত বিষয় খতিয়ে দেখতে এদিনের এই পরিদর্শন বলে জানা যায়।

আজকের দিনটি

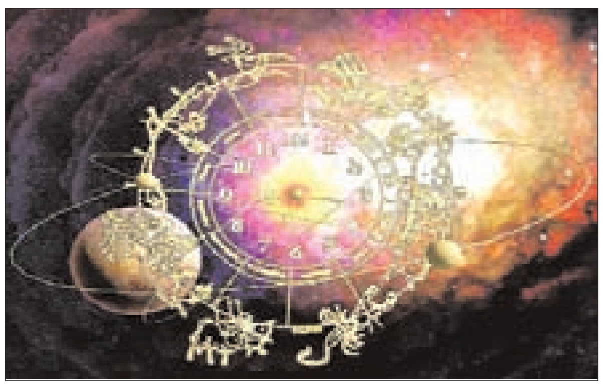

মেষ ঃ পারিবারিক চিন্তা। আয় কম, খর্চা বেশী। স্বাস্থ্য বাধা।

বৃষ ঃ প্রেমি-প্রেমিকার মধ্যে মনোমালিন্য। আর্থিক দুরাবস্থা, স্বাস্থ্যর অবনতি।

মিথুন ঃ ভোগ বিলাসে সময় কাটবে। ধনের অপব্যায়, পারিবারিক কার্যে বাধা।

কর্ক ঃ মান-সম্মান ও প্রতিষ্ঠায় বৃদ্ধি। অনিষ্ঠ গ্রহের শান্তি করান অন্যথা দুর্ঘটনার সম্ভাবনা।

সিংহ ঃ মুখরোচক আহারের সম্ভাবনা। বিদের ভ্রমণ বা অন্যান্য স্থানে ভ্রমণের যোগ। পরিবারে কিঞ্চিত অশান্তি।

কন্যা ঃ স্বামী স্ত্রীর মধ্যে মধুর সম্পর্ক। ব্যবসায় লাভ।

বৃশ্চিক ঃ লম্বিত কার্য সম্পন্ন হইবে। সন্তান যোগের সম্ভাবনা। স্বামী স্ত্রীর মধ্যে সুসম্পর্ক ।

তুলা ঃ সন্তানের শারিরিক অবনতি। মা-বাবার সন্তান সুখ লাভ। গৃহ-ভূমি কেনার সম্ভাবনা।

ধনু ঃ নতুন কার্য ও নতুন ব্যাবসার উদ্বোধন। রাজনীতিজ্ঞদের উচ্চ পদ লাভ।

মকর ঃ পরিশ্রমদ্বারাই জীবনযাপন সুষ্ঠ ভাবে সম্ভব। স্বামী স্ত্রীর মধ্যে সুসম্পর্ক। ভ্রমণে সম্ভাবনা ।

কুম্ভ ঃ স্বামী স্ত্রীর মধ্যে মধুর সম্পর্ক। ব্যবসায় লাভ।

মীন ঃ ব্যবসায় লোকসান, হওয়া কাজে বাধা, মহিলারা নিজের সাস্থ্যের দিকে লক্ষ রাখুন।

তান্ত্রিক অশোক স্বামী

আগামী ১৭ সেপ্টেম্বর অমৃত বৃক্ষ আন্দোলনের অধীনে রাজ্যজুড়ে এক কোটি বাণিজ্যিক গাছ রোপনের পরিকল্পনা সরকারের

সাধারণ মানুষের অংশগ্রহণের উদ্দেশ্যে মোবাইল অ্যাপ, পর্টেল, থিমসং উদ্বোধন মুখ্যমন্ত্রী ড০ হিমন্ত বিশ্ব শর্মার

সব্যসাচী শর্মা

গুয়াহাটি ঃ বৃক্ষ রোপণের ক্ষেত্রে অসম সরকারের এক বিসাল আয়োজন। আগামী ১৭ সেপ্টেম্বর সকালে ৩ থেকে ৫ ঘণ্টার সময়সীমার মধ্যে এক কোটি বাণিজ্যিক গাছ রোপনের লক্ষ্য নির্ধারণ করা হয়েছে বলে ঘোষণা করেন মুখ্যমন্ত্রী ড০ হিমন্ত বিশ্ব শর্মা। তিনি জানান মূলত অমৃত বৃক্ষ আঃেদালনের অধীনে রাজ্যে বনাঞ্চল বৃদ্ধি এবং বাণিজ্যিক অর্থনীতি বিকাশের জন্য এই পদক্ষেপ নেওয়া হয়েছে। যেকোনো ব্যক্তি আগামী তিন সপ্তাহের মধ্যে এবিএ নামের মোবাইল অ্যাপ ডাউনলোড করে কিংবা পোর্টেলে নিজের নাম, ঠিকানা ইত্যাদি তথ্য নথিভুক্ত করে আগামী ১৭ নভেম্বর একটি বাণিজ্যিক গাছ রোপন করতে পারবেন। আগামী ১৭ সেপ্টেম্বর সেই গাছ রোপন করে সেটার ফটো এবং জিও লোকেশন বা মোবাইলে আপলোড করলে সেই ব্যক্তিকে ১০০ টাকা দেবে সরকার। তাছাড়া সেই গাছের লালন পালন করে তিন বছর পর ফের ফটো এবং জিও লোকেশন আপলোড করার পর আরও ২০০ টাকা করে তাদের দেওয়া হবে বলে জানান তিনি।

অমৃত বৃক্ষ আন্দোলনের অধীনে রাজ্যজুড়ে এই বৃহৎ বৃক্ষরোপণ কার্যসূচী হাতে নিয়েছে অসম সরকার। গুয়াহাটি মহানগরের দিশপুর স্থিত অসম সচিবালয়ে জনতা ভবনের মুখ্যমন্ত্রীর প্রেক্ষাগৃহে বুধবার রাজ্যের বন এবং পরিবেশ বিভাগের বৃক্ষরোপণ সংক্রান্তে একটি গুরুত্বপূর্ণ কার্যসূচি আয়োজন করা হয়েছিল। এক্ষেত্রে সাধারণ মানুষের অংশগ্রহণের উদ্দেশ্যে মোবাইল অ্যাপ, পর্টেল, থিমসং আনুষ্ঠানিক ভাবে উদ্বোধন করেন মুখ্যমন্ত্রী ড০ হিমন্ত বিশ্ব শর্মা। তাছাড়া কাঠভিত্তিক উদ্যোগের রেজিস্ট্রেশন এর জন্য একটি ওয়েবসাইট উদ্বোধন করেন তিনি। মুখ্যমন্ত্রী বলেন সবুজ অর্থনীতির ক্ষেত্রে এটা এক গুরুত্বপূর্ণ দিন। এক সামগ্রিক ইচ্ছা বাস্তবিক রূপ দেবার উদ্দেশ্যে অমৃত বৃক্ষ আন্দোলনের অধীনে মোবাইল এবং পোর্টাল সাধারণ মানুষের জন্য উদ্বোধন করা হয়েছে।

মুখ্যমন্ত্রী ড০ হিমন্ত বিশ্ব শর্মা বলেন সারা পৃথিবী জুড়ে সবুজ আবরণ হ্রাস পাওয়ার ফলে বর্তমান জলবায়ু পরিবর্তন ঘটেছে। এই ধরনের পরিস্থিতি পর্যালোচনা করে এক্ষেত্রে পদক্ষেপ নেওয়ার জন্য গুরুত্ব প্রদান করেছেন প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদি। ২০৩০ সালের মধ্যে পরিবেশে কার্বন পরিমাণ এক বিলিয়ন টন হ্রাস করার পরিকল্পনা হাতে নেওয়া হয়েছে। তাছাড়া ২০১৭ সালে এই পরিমাণ শূন্য করে দেওয়ার লক্ষ্য নিয়েছে কেন্দ্রীয় সরকার। একইভাবে এবার অসম সরকারের তরফে জলবায়ু পরিবর্তনের মোকাবিলায় বৃক্ষরোপনের সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছে। এর ফলে কাঠের উদ্যোগে জড়িত কৃষকদের আয় দুজন বৃদ্ধি করার লক্ষ্য নির্ধারণ করা হয়েছে বলে উল্লেখ করেন মুখ্যমন্ত্রী। তিনি বলেন বাণিজ্যিক মূল্য থাকা গাছ রোপন সহ কাঠভিত্তিক অর্থনীতি বৃদ্ধি করে কৃষকদের উপকৃত করার পরিকল্পনা হাতে নেওয়া হয়েছে। বিশেষ করে দুই কৃষকের জমির সীমানায় এই ধরনের বাণিজ্যিক গাছ রোপণ করার মাধ্যমে তাদের লাবান্বিত করার উদ্দেশ্য রয়েছে। চন্দন, আগুর সহ অন্যান্য বাণিজ্যিক গাছ রোপনের ক্ষেত্রে গুরুত্ব দেওয়া হয়েছে বলে মন্তব্য করেন তিনি।

মুখ্যমন্ত্রী বলেন আগামী ১৭ সেপ্টেম্বর এক কোটি টাকা ১ কোটি গাছ রোপনের অভিযানের ক্ষেত্রে আত্মনির্ভর গোষ্ঠীর মহিলাদের জড়িত করা হবে। ৪০ লক্ষ মহিলাদের দুটি করে গাছ রোপনের দায়িত্ব দেওয়ার পাশাপাশি আশা কর্মী অঙ্গনওয়াড়ি কেন্দ্রের কর্মী, চা বাগানের কর্মী বিভিন্ন শিক্ষা অনুষ্ঠান, অসম পুলিশের ব্যাটেলিয়ান বন বিভাগের ব্যাটেলিয়ান এবং পঞ্চায়েত ব্যবস্থাকে এক্ষেত্রে জড়িত করা হবে। তাছাড়া যে কোনো সাধারণ নাগরিক একটি বা অধিক গাছ রোপনের ক্ষেত্রে পদক্ষেপ নিতে পারবেন। আগামী তিন সপ্তাহের মধ্যে সাধারণ নাগরিকদের থেকে এক্ষেত্রে সাড়া পাওয়ার উপর ভিত্তি করে আগামী ১২ সেপ্টেম্বর থেকে ১৭ সেপ্টেম্বর পর্যন্ত বনবিভাগ গাছ রোপনের জন্য তাদের হাতে সেটা পৌঁছে দেবে। তাছাড়া বিভিন্ন গুরুত্বপূর্ণ স্থানে পোলিং বুথের মত ব্যবস্থা করে গাছ সরবরাহ করা হবে। এরপর আগামী ১৭ সেপ্টেম্বর সকাল সাতটা থেকে বারোটা পর্যন্ত সারা রাজ্য জুড়ে গাছ রোপণের ক্ষেত্রে ব্যবস্থা নেওয়া হবে বলে মন্তব্য করেছেন তিনি।

মুখ্যমন্ত্রী ড০ হিমন্ত বিশ্ব শর্মা জানান এই বছর এক কোটি গাছ রোপনের লক্ষ্য ধার্য করা হলেও ২০২৪ সালে সেটা ৩ কোটি এবং ২০২৫ সালে ৫ কোটি গাছ রোপনের লক্ষ্য ধার্য করা হয়েছে। কাঠভিত্তিক বাণিজ্যিক উদ্যোগের ক্ষেত্রে ২০০০ সালের আইন সংশোধন করে এটাকে নতুন রূপ দেওয়া হয়েছে। রাজ্যের বনাঞ্চলের গাছ না কেটে যাতে কাঠ ভিত্তিক বাণিজ্যিক গাছের উদ্যোগ গড়ে তোলা যায় সেই উদ্দেশ্যেই এই আইন সংশোধন করা হয়েছে জানিয়েছেন তিনি। মুখ্যমন্ত্রী বলেন ব্রহ্মপুত্রের পারে থাকা চর চাপরি এলাকায় ব্যাপকভাবে গাছ রোপন করার প্রয়োজেনীয়তা রয়েছে। এক্ষেত্রে বনবিভাগের তরফে রাজ্য পর্যায়ের টাস্ক ফোর্স গঠন করা হয়েছিল বলে জানান তিনি।

অনুষ্ঠানে উপস্থিত থেকে বন এবং পরিবেশ মন্ত্রী চন্দ্রমোহন পাটোয়ারী বলেন বর্তমান সারা বিশ্বজুড়ে গ্লোবাল ওয়ার্মিং এবং ক্লাইমেট চেঞ্জ প্রায় ভয়াবহ রূপ নিয়েছে। গত বাজেটে দুই শতাংশ গ্রীন কভারেজ এর জন্য অর্থ বরাদ্দ করা হয়েছে। এক্ষেত্রে বন বিভাগ ব্যাপকভাবে বাণিজ্যিক গাছ রোপনের এর ক্ষেত্রে পদক্ষেপ নিয়েছে। তিনি বলেন বাণিজ্যিক গাছ রোপনের দ্বারা কাট ভিত্তিক উদ্যোগ বিকাশের ক্ষেত্রে অমৃত বৃক্ষ আঃেদালন কার্যসূচি হাতে নেওয়া হয়েছে। আগামী বছর সরকারের নার্সারি গুলোতে প্রায় ছয় কোটি বাণিজ্যিক গাছ উৎপাদন করার লক্ষ্য নির্ধারণ করা হয়েছে বলে ঘোষণা করেছেন তিনি। বন এবং পরিবেশ মন্ত্রী চন্দ্রমোহন পাটোয়ারী বলেন সরকারি নার্সারিতে সাদা চন্দনের মত ব্যবসায়িকভাবে লাভজনক গাছের উৎপাদনের ব্যবস্থা করা হয়েছে। ইচ্ছুক ব্যক্তিদের সেটা বিনামূল্যে দেওয়া হবে বলে তিনি। এদিনের অনুষ্ঠানে পঞ্চায়েত এবং গ্রামোন্নয়ন বিভাগের মন্ত্রী রঞ্জিত কুমার দাস, স্বাস্থ্যমন্ত্রী কেশব মহন্ত, রাজস্ব এবং দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা মন্ত্রী যোগেন মোহন, চা উপজাতি কল্যান মন্ত্রী সঞ্জয় কিষাণ, মুখ্য সচিব পবন কুমার বরঠাকুর, ডিজিপি জিপি সিংহ প্রমুখ শীর্ষ স্তরের সরকারি অফিসারেরা উপস্থিত ছিলেন।

ব্যাকটেরিয়া প্রয়োগ করে মশা নিধন করা হয় যেভাবে

ঢাকা ঃ ক্রমশই খারাপ হচ্ছে ডেঙ্গু পরিস্থিতি। বছরের প্রথম সাত মাসেই ডেঙ্গু আক্রান্ত হয়ে ২৭৩ জনের মৃত্যু হয়েছে। একইসময়ে ডেঙ্গু আক্রান্ত হয়েছেন ৫৭ হাজার ১২৭ জন। এ বছর আক্রান্ত হয়ে হাসপাতালে ভর্তি ও নিহতদের বড় একটি অংশই রাজধানী ঢাকার। প্রথম থেকেই ডেঙ্গু আক্রান্তের সংখ্যা বাড়বে এমন শঙ্কা জানানো হলেও তা মোকাবেলায় নেয়া হয়নি কার্যকর পদক্ষেপ। এতে করে সমালোচনার মুখে পড়েছে সংশ্লিষ্টরা।

বারবার সতর্কতার পর প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা নিতে ব্যর্থতার পর মশা নিধনে নতুন উদ্যোগের কথা বলছে ঢাকা উত্তর সিটি কর্পোরেশন। ডেঙ্গুর লার্ভা নিধনে পরিবেশবান্ধব 'বিটিআই' প্রয়োগ করবে ডিএনসিসি।

বিটিআই কি?

ব্যাসিলাস থুরিনজেনসিস ইসরায়েলেনসিস, সংক্ষেপে বিটিআই মূলত এক ধরনের ব্যাকটেরিয়া।

ব্যাসিলাস গ্রুপের এই ভ্যারিয়েন্ট প্রাকৃতিকভাবে মাটি থেকেই পাওয়া যায়। পরে ল্যবে কালচার করে এটি ব্যবহার উপযোগী করা হয়। জৈবিক পদ্ধতিতে পাওয়া যায় বলে এর যেমন কোন পার্শ্বপ্রতিক্রিয়া নেই, একইসঙ্গে ব্যাকটেরিয়াটি পরিবেশবান্ধব।

যুক্তরাষ্ট্রের সেন্টার ফর ডিজিজ কন্ট্রোল বা সিডিসি'র দেয়া তথ্যমতে, বিটিআই মশার লার্ভার জীবনচক্র পূর্ণ করার আগেই মেরে ফেলে। তবে প্রাপ্তবয়স্ক মশার ক্ষেত্রে এটি কার্যকর না। ৩০ বছরেরও বেশি সময় ধরে মশা নিয়ন্ত্রণে বিটিআই ব্যবহৃত হচ্ছে। বাংলাদেশের পার্শ্ববর্তী দেশ ভারতের কলকাতায় বিটিআইয়ের ব্যবহার রয়েছে। এছাড়াও সিঙ্গাপুর, মালয়েশিয়া, থাইল্যান্ড ও ফিলিপাইনসহ বিশ্বব্যাপী এটি মশা নিধনের প্রচলিত ব্যবস্থা।

জাহাঙ্গীরনগর বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রাণিবিদ্যা বিভাগের শিক্ষক ও কীটতত্ত্ববিদ কবিরুল বাশারের মতে, বিটিআই 'টার্গেট স্পেসিফিক', অর্থাৎ এই ব্যাকটেরিয়া বিশেষভাবে লক্ষ করে শুধু মশা, ব্ল্যাকফ্লাই ও ছত্রাকের লার্ভাকে মারতে পারে। বিটিআই প্রয়োগ করা হলে মশার লার্ভা তা খাবার হিসেবে গ্রহণ করে। ফলে এর থেকে বের হওয়া টক্সিনের বিষক্রিয়ায় মশার মিডগাট বা খাদ্যনালীতে ক্ষত সৃষ্টি হয়ে লার্ভা মারা যায়। বিটিআই প্রয়োগের পর সাধারণত দুই থেকে তিন ঘণ্টার মধ্যে এটি লার্ভাকে মেরে ফেলতে পারে বলে জানান মি. বাশার। তবে প্রকৃতিতে আরও সময় লাগলেও সর্বোচ্চ ২৪ ঘণ্টার মধ্যে এটি কার্যকার হয়।

ট্যাবলেট, তরলসহ বিটিআই ব্যবহারের বিভিন্ন পদ্ধতি বিশ্বব্যাপী প্রচলিত রয়েছে। তবে ব্যবহারের জন্য সুবিধাজনক হওয়ায় সিঙ্গাপুর থেকে এর পাউডার ফরম্যাট বাংলাদেশে আমদানি করা হয়েছে বলে জানিয়েছেন ডিএনসিসির প্রধান স্বাস্থ্য কর্মকর্তা ব্রিগেডিয়ার জেনারেল এ কে এম শফিকুর রহমান। এই পদ্ধতিতে পানির সঙ্গে মিশিয়ে বিটিআই স্প্রে করা হয়। ট্যাবলেট, তরলসহ বিটিআই ব্যবহারের বিভিন্ন পদ্ধতি বিশ্বব্যাপী প্রচলিত।

মশককর্মীরা মূলত এটা ব্যবহার করবে। আর তারা স্প্রে করে অভ্যস্ত, বলেন তিনি। একইসঙ্গে পরিবেশবান্ধব, দীর্ঘমেয়াদী এবং বিশ্বব্যাপী সবাই এর দিকে ঝুঁকছে বলেই দক্ষিণ সিটি কর্পোরেশন বিটিআই ব্যবহারের উদ্যোগ নিয়েছে বলে জানান এই কর্মকর্তা। প্রয়োগের পর ১৫ দিন পর্যন্ত বিটিআই এর কার্যকারিতা বজায় থাকে। মশা নিধনে অন্যান্য প্রক্রিয়ায় বেশিরভাগ ক্ষেত্রেই রাসায়নিক ব্যবহার করা হয়ে থাকে, যার সরাসরি প্রভাব পড়ে পরিবেশে। কিন্তু এদিক থেকে জৈবিক উপায়ে প্রাপ্ত বিটিআই ভিন্ন। বিটিআই ব্যবহারে পরিবেশের কোন ক্ষতি হয় না। এটি ব্যবহার করা সহজ ও নিরাপদ। এছাড়া বিটিআই ব্যবহারে মানুষ, প্রাণী ও মৌমাছির স্বাস্থ্যঝুঁকিরও কোন সম্ভাবনা নেই। মশা নিয়ন্ত্রণে বদ্ধ জায়গার পাশাপাশি পার্শ্বপ্রতিক্রিয়া ছাড়াই পুকুর কিংবা হ্রদের মতো বড় জলাশয়েও বিটিআই ব্যবহার করা যেতে পারে। প্রয়োগের পর বিটিআই শতভাগ কার্যকর উল্লেখ করে কীটতত্ত্ববিদ মি. বাশার বলেন, মাঠ পর্যায়ে সঠিক মাত্রায়, সঠিক সময় পর পর, সঠিক স্থানে প্রয়োগ করলে এটি কার্যকর ভূমিকা রাখবে।

বিজয়ী কংগ্রেস সদস্যরা তৃণমূলে

সিউড়ি (নিজস্ব প্রতিনিধি)ঃ সিউড়ি একনং ব্লকের আলুন্দা গ্রামপঞ্চায়েতের প্রধান পদ এবার এসসি মহিলা সংরক্ষিত কিন্তু তৃণমূল থেকে কোনো এসসি মহিলা জেতেন নি । মঙ্গলবার সন্ধ্যায় সিউড়ি তৃণমূল কার্যালয়ে সিউড়ি একনং ব্লকের আলুনদা গ্রামপঞ্চায়েতের ধল্লাগ্রাম ১১১ নং বুথ থেকে কংগ্রেস প্রতীকে জয়ী পূর্ণিমা দাস এবং তার স্বামী আলুন্দা অঞ্চল কংগ্রেস সভাপতি দিলীপ দাস কংগ্রেস কর্মী সমর্থক নিয়ে তৃনমূলে যোগদান করে । নবাগতদের হাতে তৃনমূলের দলীয় পতাকা তুলে দেন সিউড়ি বিধানসভা কেন্দ্রের তৃণমূল বিধায়ক বিকাশ রায়চৌধুরী । দিলীপ দাস বলেন, ভালো লাগতো বলে কংগ্রেস করলাম । কংগ্রেস অঞ্চল সভাপতি পদ থেকে ইস্তফা দিয়ে দিদির উন্নয়ন ভালো লাগে বলে চারশো কমী সমর্থক নিয়ে তৃনমূলে যোগদান করলাম । বিধায়ক বিকাশ রায়চৌধুরী বলেন, কংগ্রেস থেকে নিতে অসুবিধা নেই । সিপিএম যোগদান করার জন্য লাইন দিয়ে আছে । কংগ্রেসের নির্দল অলরেডি জয়েন করে বসে আছে । বিজেপি থেকে যোগদান প্রসঙ্গে বিধায়ক বলেন, বিজেপি থেকে আসাকে ওয়াশিং মেশিনে ঢোকাবো রং চেঞ্জ হলে নিশ্চয়ই এখানে আনার ব্যবস্থা করবো । পূর্নিমা প্রধান হবেন ? ¯ এই প্রশ্নের জবাবে বিকাশ রায়চৌধুরী বলেন, একজন থাকলে একজনই হবেন । আবার কেউ এলে তারমধ্যে আমরা ঠিক করে নেবো কে হবে । সাংবাদিকদের প্রশ্নে রীতিমতো থতমত খেয়ে পূর্নিমা দাস বলেন, দিদির উন্নয়ন থেকে তৃনমূলে যোগদান করলাম । কংগ্রেস জেলা সহসভাপতি চঞ্চল চ্যাটাজী বলেন, এটা কোনো বিচ্ছিন্ন ঘটনা নয় । পুলিশ প্রশাসনকে সঙ্গে নিয়ে তৃণমূল এইধরনের কাজ করছে । কয়েকদিন আগে পূর্নিমার দেওরকে লকআপে আট ঘণ্টা আটকে রেখেছিল ।

মুরারই একনং ব্লকের রাজগ্রাম পঞ্চায়েতের তিনজন এবং গোড়সা গ্রামপঞ্চায়েতের একজন বিজয়ী কংগ্রেস সদস্য তৃনমূলে যোগদান করলো । রাজগ্রাম পঞ্চায়েতের বনরামপুর সংসদের হাকিমা বিবি, মোহনপুর সংসদের রেজিনা মার্ডি,আবদুল্লাপুর সংসদের রবিউল মণ্ডল এবং গোঁরসা গ্রামপঞ্চায়েতের ডুরিয়া সংসদের সাবিত্রী সাহা মঙ্গলবার দুপুরে কংগ্রেস ছেড়ে তৃনমূলে যোগদান করে । কলহপুর গ্রামে এদিন নবাগতদের হাতে তৃনমূলের দলীয় পতাকা তুলে দেন রাজ্যের মন্ত্রী চন্দ্রনাথ সিংহ

বিধায়ক পদত্যাগী চেয়ারম্যানের কোন্দল চরমে

সিউড়ি (নিজস্ব প্রতিনিধি)ঃ সিউড়ি পৌরসভার পদত্যাগী চেয়ারম্যান প্রনব করের সঙ্গে সিউড়ি বিধানসভাকেন্দ্রের তৃণমূল বিধায়ক বিকাশ রায়চৌধুরীর কোন্দল চরমে ।

গোরু পাচার মামলায় বর্তমানে তিহার জেলে বন্দি মেয়ে সহ বীরভূম জেলা তৃণমূল সভাপতি অনুব্রত মণ্ডল । অনুব্রতহীন বীরভূম জেলায় বাড়ছে তৃনমূলের গোষ্ঠীদ্বন্দ্ব । যার নবতম সংযোজন সিউড়ি পৌরসভার চেয়ারম্যানের পদত্যাগ । একত্রিশ জুলাই সিউড়ি পৌরসভার চেয়ারম্যান পদ থেকে পদত্যাগ করেন প্রনব কর । পাশাপাশি ছাড়েন পনেরোনং ওয়ার্ডের কাউন্সিলর পদও । দুপুরে সিউড়ি মহকুমাশাসক অনিন্দ্য সরকারের কাছে পদত্যাগপত্র জমা দেন প্রনব কর । সিউড়ি পৌরসভা বর্তমানে তৃনমূলের দখলে । পারিবারিক সমস্যা ও শারীরিক অসুস্থতার কারণে পদত্যাগের কথা মুখে বললেও মহকুমাশাসককে দেওয়া পদত্যাগপত্রে প্রনব কর লেখেন, আমি ডাইবেটিস রোগে আক্রান্ত চিকিৎসক ছয়মাস বেড রেস্টের পরামর্শ দিয়েছেন । সিউড়ি পৌরসভা চরম অর্থনৈতিক সঙ্কটে ভুগছে । সিউড়ি বিধায়ক তহবিল থেকে সাহায্য করা হয় নি । বারবার বলা সত্ত্বেও সিউড়ির বিধায়ক অসহযোগিতা করেছেন । এই অবস্থায় আমার পক্ষে চেয়ারম্যানের পদে থেকে পৌরসভা চালানো কষ্টকর হয়ে গিয়েছে । তারপর তড়িঘড়ি কাউন্সিলরদের নিয়ে বোর্ড মিটিংয়ে বসেন সিউড়ি পৌরসভার ভাইস চেয়ারম্যান বিদ্যাসাগর সাউ । প্রনব কর ছাড়া বাকি কুড়িজন কাউন্সিলর উপস্থিত ছিল । চেয়ারম্যান পদত্যাগ প্রসঙ্গে জেলার একমাত্র বিজেপি বিধায়ক অনুপ সাহা বলেন, সিউড়ি পৌরসভায় ব্যাপক দুনীতি হয়েছে সেটার সঙ্গে উনি জড়িত তাই তড়িঘড়ি পদত্যাগ । পৌরসভা নির্বাচনে সাধারণ মানুষদের ভোট দিতে দেয় নি । মানুষ জাগছে তৃনমূলকে দ্রুত ছুড়ে ফেলে দেবে । পদত্যাগী চেয়ারম্যান প্রনব কর বলেন, অ্যামুলেনস এবং লাইটের জন্য দশ লক্ষ টাকা দেওয়া ছাড়া বিধায়ক কোনো সহযোগিতা করে নি । উজ্জ্বল চ্যাটাজী দুর্নীতির সঙ্গে জড়িত তাই তিনবছর আগে অনুব্রত মণ্ডল উজ্জ্বলকে সরিয়ে আমাকে চেয়ারম্যান করেছিল । বিকাশ রায়চৌধুরী ফোনে জানিয়েছিল চেয়ারম্যান পদ ছেড়ে দিতে হবে বলে । বিধায়ক যদি নিজেকে অনুব্রত মণ্ডল ভাবে তাহলে মূর্খের স্বর্গে বাস করবে । কোথায় ডাল কোথায় পাতা ? বিধায়ক বিকাশ রায়চৌধুরী বলেন, বিধায়ক তহবিলে বছরে ষাট লক্ষ টাকা বরাদ্দ ষোলোটি গ্রামপঞ্চায়েত একটি পৌরসভা আছে । তিনবছরে কেন সুন্দর করা হলো না সিউড়ি পৌরসভা ? দলের সিদ্ধান্ত মতো চলছি । অনুব্রত মণ্ডল আমাকে বিধায়ক করেছেন । আমার একার সিদ্ধান্তে কাজ হয় না । সিউড়ি পৌরসভার নয়নং ওয়ার্ডের কাউন্সিলর উজ্জ্বল চ্যাটাজী বলেন, মিথ্যা অভিযোগ পৌরসভার কোনো কাউন্সিলর দুর্নীতির সঙ্গে জড়িত নয় । পার্টি নেতৃত্বে সব কিছু হয়েছে । সবাই কেষ্টদার কাছের । আগামী আটই আগস্ট বোর্ড মিটিং ।

সিপিএমের বিজয়ী সদস্যা তৃনমূলে

সিউড়ি (নিজস্ব প্রতিনিধি)ঃ আলুনদা গ্রামপঞ্চায়েতের কংগ্রেস প্রতীকে জয়ী সদস্যার পর এবার সিপিএম প্রতীকে জয়ী সদস্যা তৃনমূলে যোগদান করলো । সিউড়ি একনং ব্লকের আলুন্দা গ্রামপঞ্চায়েতের জুনিদপুর গ্রামের ১১৭ নং বুথের সিপিএম প্রতীকে জয়ী তহমিনা বিবি কর্মী সমর্থকদের নিয়ে সিপিএম ছেড়ে তৃণমূলে যোগদান করে । নবাগতদের হাতে বুধবার সন্ধ্যায় তৃনমূলের দলীয় পতাকা তুলে দেন সিউড়ি বিধানসভাকেন্দ্রের বিধায়ক বিকাশ রায়চৌধুরী ।

কুড়িজন কাউন্সিলরের প্রতিবাদ সভা

সিউড়ি (নিজস্ব প্রতিনিধি)ঃ একত্রিশ জুলাই সিউড়ি পৌরসভার চেয়ারম্যান প্রনব কর সিউড়ি সদর মহকুমাশাসক অনিন্দ্য সরকারের কাছে পদত্যাগপত্র জমা দেন । পাশাপাশি ছাড়েন পনেরোনং ওয়ার্ডের কাউন্সিলর পদও । সিউড়ি পৌরসভা বর্তমানে তৃনমূলের দখলে । সিউড়ি বিধানসভাকেন্দ্রের তৃণমূল বিধায়ক বিকাশ রায়চৌধুরীর অসহযোগিতার কথা পদত্যাগপত্রে লিখেছেন প্রনব কর । বিধায়ককে ব্যাকতিগত আক্রমনের প্রতিবাদে বুধবার সন্ধ্যায় সিউড়ি পৌরসভার কুড়িজন কাউন্সিলর সাংবাদিক সম্মেলন করে । সিউড়ি পৌরসভার দশনং ওয়ার্ডের কাউন্সিলর তথা শহর সভাপতি মহম্মদ আব্দুল সফি বলেন, বিধায়ককে ব্যাকতিগতভাবে আক্রমন করছে । পদত্যাগী চেয়ারম্যানের বক্তব্যের প্রতিবাদে ধিক্কার জানাতে কুড়িজন কাউন্সিলরের সাংবাদিক সম্মেলন । ভাইস চেয়ারম্যান বিদ্যাসাগর সাউ বলেন, দলীয় সিদ্ধান্ত মেনে সবকিছু করা হয় । নয়নং ওয়ার্ডে কাউন্সিলর উজ্জ্বল চ্যাটাজী বলেন, চেয়ার চলে গিয়েছে বলে পাগলের প্রলাপের মতো বলছে । রাজ্যের পুরমন্ত্রী ফিরহাদ হাকিম চেয়ারম্যানকেই চিনতো না এটাই দুর্ভাগ্য । দুইশো কোটি দিয়ে জল প্রকল্পের কাজ শুরু হবে । পার্টি থেকে প্রনব করকে বহিস্কার করার জন্য বলবো ।

বীরভূমে গৃহবধূর বস্তাবন্দি দেহ উদ্ধার

সিউড়ি (নিজস্ব প্রতিনিধি)ঃ সোজ গ্রামের মোড়লপাড়ার পুকুরপাড় থেকে দোসরা আগষ্ট বুধবার সন্ধ্যায় এক গৃহবধূর বস্তাবন্দি মৃতদেহ উদ্ধার করে মল্লারপুর থানার পুলিশ । মৃতের নাম প্রিয়া মন্ডল গড়াই (২৫) । ঘটনার পর থেকে স্বামী সুফল মন্ডল পলাতক । বছর পাঁচ আগে মেদিনীপুরে কাজ করতে গিয়ে প্রিয়াকে বিয়ে করে এনেছিল সুফল । তাদের চারবছরের একটি কন্যা আছে । ঘটনার তদন্ত শুরু করেছে মল্লারপুর থানার পুলিশ ।

মেলে নি প্রতিশ্রুতি ট্রেনের দাবিতে আন্দোলনের পথে মুরারই

সিউড়ি (নিজস্ব প্রতিনিধি)ঃ করোনার পর থেকে বর্ধমান ¯ মালদা টাউন,রাজগীর ¯ হাওড়া প্যাসেঞ্জার সহ পাঁচজোড়া ট্রেন বন্ধ । বহুবার রেলকে জানানো হলেও ভ্রুক্ষেপ করে নি রেল তাই এবার বৃহত্তর আন্দোলনে নামছে মুরারই নাগরিক মঞ্চ । বীরভূম জেলার উত্তরপ্রান্তের চাতরা,রাজগ্রাম,মুরারই থেকে সদর শহর সিউড়ি আসার সরাসরি কোনো ট্রেন নেই । কোনো কাজে সদর শহর সিউড়ি আসতে হলে বাস পাল্টিয়ে বহু টাকা ও সময় ব্যয় করে আসতে হয় চাতরা, রাজগ্রাম,মুরারই এলাকার বাসিন্দাদের । তাই এবার পাকুড় থেকে অন্ডাল (ভায়া ¯ রামপুরহাট,সিউড়ি,চিনপাই, উখড়া) পর্যন্ত মেমু প্যাসেঞ্জার ট্রেন চালু করার দাবি উঠেছে । পাশাপাশি তেভাগা ও কুলিক এক্সপ্রেস ট্রেনের মুরারই স্টেশনে স্টপেজের দাবি বহুদিনের । এইসব দাবিকে সামনে রেখে রবিবার ছয়ই আগস্ট রেল অবরোধের সিদ্ধান্ত নিয়েছে মুরারই নাগরিক মঞ্চ । অবরোধের বিষয়ে রেলদপ্তরকে চিঠি দিয়ে জানানো হয়েছে বলে নাগরিক মঞ্চসূত্রে জানা গিয়েছে । অবরোধের প্রস্তুতি হিসাবে গ্রামে গ্রামে চলছে মাইকিং প্রচার । মুরারই ছাড়াও ঝাড়খণ্ড এবং মুর্শিদাবাদ জেলার বহু বাসিন্দা মুরারই স্টেশনে ট্রেন ধরেন । রবিবার অবরোধে প্রায় আট থেকে দশ হাজার মানুষ সামিল হবে বলে আশা নাগরিক মঞ্চের ।

বিজেপির থানা বিক্ষোভ

সিউড়ি (নিজস্ব প্রতিনিধি)ঃনারীর সুরক্ষা ও অধিকার, শহরে মাদক দ্রব্য বন্ধ করতে হবে,সিউড়ির মোড়ে মোড়ে পুলিশি ব্যবস্থা করতে হবে সহ পাঁচ দফা দাবিতে ভারতীয় জনতা পার্টি সিউড়ী নগর মন্ডল কমিটি ও সিউড়ী নগর মন্ডলের মহিলা মোর্চা যৌথ উদ্যোগে বৃহস্পতিবার দুপুরে সিউড়ি থানা ঘেরাও বিক্ষোভ করা হয় । একটি ডেপুটেশন দেওয়া হয় সিউড়ী থানাতে । বিজেপি জেলা সহসভাপতি দীপক দাস,সিউড়ি শহর সভাপতি সুনয়ন ভান্ডারী, নেত্রী রুপা মন্ডল উপস্থিত ছিলেন ।

তৃনমূল সিপি-এম সংর্ঘষ রনক্ষেত্র মহম্মদবাজার

সিউড়ি (নিজস্ব প্রতিনিধি)ঃ বৃহস্পতিবার সকাল সাতটা নাগাদ তৃণমূল সিপিএম সংর্ঘষ ঘিরে রনক্ষেত্র হয়ে উঠে মহম্মদবাজার ব্লকের বেহিরা ভেজিনা গ্রাম । সিপিএমের ঝর্না বিবি বলেন, তৃনমূল থেকে আমাদের বের করে দেওয়ায় নির্দল করতাম এখন সিপিএম করি । এখানে সিপিএম জিতেছে । গত রাতে এক টোটোচালক নিখিল রোগী নিয়ে যাওয়ার সময় নিখিলকে মারধর করে তৃনমূলের লোকজন । সকালে তৃনমূলের লোকজন প্রশাসনের সামনে মেরেছে এমন চারজনকে হাসপাতালে ভর্তি করতে হয়েছে । তৃনমূল সমর্থক জাফিরা বিবি বলেন, আমরা তৃণমূল করি এখানে সিপিএম জিতেছে । সেইজন্য সিপিএমের লোকজন বলছে আমাদের এখানে থাকতে দেবে না । সকালে বাঁশ,লাঠি, বোমা,হেসো,ঢিল নিয়ে সিপিএমের বীরু খাঁ,আমজাদ খা লোকজন নিয়ে আমার বাড়ী মোটরসাইকেল ভাঙচুর করেছে । খবর পেয়ে সিউড়ি সদর সিআই কিশোর সিনহা চৌধুরীর নেতৃত্বে মহম্মদবাজার থানার বিশাল পুলিশবাহিনী ঘটনাস্থলে যায় ।

সংর্ঘষ রনক্ষেত্রে কাঠগড়ায় সিপিএম

সিউড়ি (নিজস্ব প্রতিনিধি)ঃ বৃহস্পতিবার সকাল সাতটা নাগাদ তৃণমূল সিপিএম সংর্ঘষ ঘিরে রনক্ষেত্র হয়ে উঠে মহম্মদবাজার ব্লকের বেহিরা ভেজিনা গ্রাম । সিপিএমের ঝর্না বিবি বলেন, তৃনমূল থেকে আমাদের বের করে দেওয়ায় নির্দল করতাম এখন সিপিএম করি । এখানে সিপিএম জিতেছে । গত রাতে এক টোটোচালক নিখিল রোগী নিয়ে যাওয়ার সময় নিখিলকে মারধর করে তৃনমূলের লোকজন । সকালে তৃনমূলের লোকজন প্রশাসনের সামনে মেরেছে এমন চারজনকে হাসপাতালে ভর্তি করতে হয়েছে । তৃনমূল সমর্থক জাফিরা বিবি বলেন, আমরা তৃণমূল করি এখানে সিপিএম জিতেছে । সেইজন্য সিপিএমের লোকজন বলছে আমাদের এখানে থাকতে দেবে না । সকালে বাঁশ,লাঠি, বোমা,হেসো,ঢিল নিয়ে সিপিএমের বীরু খাঁ,আমজাদ খা লোকজন নিয়ে আমার বাড়ী মোটরসাইকেল ভাঙচুর করেছে । খবর পেয়ে সিউড়ি সদর সিআই কিশোর সিনহা চৌধুরীর নেতৃত্বে মহম্মদবাজার থানার বিশাল পুলিশবাহিনী ঘটনাস্থলে যায় । তৃনমূল জেলা সহসভাপতি মলয় মুখ্যাজী বলেন, পুরানোদিনের সন্ত্রাস মনে করিয়ে দিতে সিপিএম অত্যাচার লুটপাট করছে । সিপিএম গ্রামকে নষ্ট করার জন্য এইরকম করছে । সিপিএম জেলা সম্পাদক মন্ডলীর সদস্য বলরাম চ্যাটাজী বলেন, আমার কাছে কোনো খবর নেই । তৃনমূল নেতৃত্ব বালি,কয়লা জাতীয় সম্পদ নষ্ট করছে লুট করছে ।

সম্পাদকীয়

তত্ত্বাবধায়ক সরকারের ক্ষমতা নিয়ে পাকিস্তানে যে জল্পনাকল্পনা

পাকিস্তানে নির্বাচন অনুষ্ঠানের প্রশ্নটি যদিও আজকাল প্রায় প্রতিটি রাজনৈতিক আলোচনায় সর্বোচ্চ গুরুত্ব পাচ্ছে, তথাপি বর্তমান সরকারের মেয়াদ যতই শেষ হওয়ার কাছাকাছি আসছে, ততই মনে হচ্ছে শিগগিরই নির্বাচন অনুষ্ঠানের পথে বাধার স্তূপ জড়ো করা হবে। মনে হচ্ছে, সরকার তার ক্ষমতাকালের শেষ ভাগে এসে ইচ্ছায় হোক আর অনিচ্ছায় হোক, আইন সংশোধন ও উন্নয়ন প্রকল্প পাসে আগ্রহী হবে বিশেষ করে নির্বাচন আইনে বিতর্কিত সংশোধনী এনে তত্ত্বাবধায়ক সরকারের ক্ষমতাকে সম্প্রসারিত করবে। সংবিধানের ২২৪ অনুচ্ছেদ অনুসারে, 'জাতীয় পরিষদ কিংবা প্রাদেশিক পরিষদের সাধারণ নির্বাচন অনুষ্ঠিত হবে পার্লামেন্টের মেয়াদ শেষ হওয়ার পরের ৬০ দিনের মধ্যে, যদি না পার্লামেন্টকে মেয়াদ শেষের আগেই ভেঙে দেওয়া হয়।' অনুচ্ছেদ ২২৪ (২) অনুসারে, মেয়াদ শেষের আগেই পার্লামেন্ট ভেঙে দেওয়ার ক্ষেত্রে পাকিস্তানের নির্বাচন কমিশন পার্লামেন্ট ভাঙার ৯০ দিনের মধ্যে সাধারণ নির্বাচনের আয়োজন করতে বাধ্য। পাকিস্তান ইনস্টিটিউট ফর লেজিসলেটিভ ডেভেলপমেন্ট অ্যান্ড ট্রান্সপারেন্সির (পিলডাট) সভাপতি আহমেদ বিলাল মাহবুব বলেছেন, নির্বাচন বিলম্বিত করা হলে সেটি দেশকে 'বিপজ্জনক অবস্থার মধ্যে' ফেলে দেবে। তত্ত্বাবধায়ক সরকারের ক্ষমতা বৃদ্ধির প্রয়োজনীয়তা নিয়ে প্রশ্ন তুলে (সাংবিধানিকভাবে যার আয়ুষ্কাল ৬০ অথবা ৯০ দিন) বিলাল মাহবুব বলেছেন, অন্তর্বর্তী সরকারের বিদ্যমান ক্ষমতাতেই জরুরি বিষয়ে সিদ্ধান্ত নেওয়ার এখতিয়ার রাখা আছে। তিনি মনে করছেন, নতুন সংশোধনীর উদ্যোগ তত্ত্বাবধায়ক সরকারের মেয়াদ বাড়ানোর সম্ভাবনাকে বাড়িয়ে দিয়েছে। ইমরান খানের নেতৃত্বাধীন বিরোধী দল তেহরিক‑ই‑ইনসাফ (পিটিআই) মনে করছে, মূলত তাদের নিশানা করেই নির্বাচন আইন সংশোধন করার পরিকল্পনা করা হচ্ছে। তারা মনে করছে, পিটিআই যাতে ফের ক্ষমতায় ফিরতে না পারে, সে জন্যই এই উদ্যোগ নেওয়া হচ্ছে। বিলালের দৃষ্টিতে, ক্ষমতাসীন পিএমএল‑এনের আইন সংশোধনের এই উদ্যোগে সামরিক প্রতিষ্ঠানের আশীর্বাদ রয়েছে বলে মনে হয় এবং পিপিপির মতো অন্য মিত্রদের এই বলয়ের বাইরে রাখা হতে পারে। তিনি মনে করেন, অন্তর্বর্তী সরকারের প্রধানমন্ত্রী হিসেবে পিএমএল‑এন নেতা ইসহাক দারের নাম বারবার উঠে আসার বিষয়টি ইঙ্গিত দেয়, নির্বাচন ৬০ কিংবা ৯০ দিনের মধ্যে না‑ও হতে পারে। তিনি বলেছেন, নির্বাচন বিলম্বিত হলে পিএলএম‑এন প্রধান নির্বাহীর চেয়ারে নিজেদের লোককেই রাখতে চাইবে এবং সেটিই যে তারা চাইবে, তা ইসহাক দারের নাম বারবার আলোচনায় তোলার মধ্য দিয়ে প্রকাশ পেয়েছে। তবে ঘটনা যাই হোক না কেন, এটি স্পষ্ট হয়েছে যে অন্তর্বর্তীকালীন প্রধানমন্ত্রী হিসেবে ইসহাক দারের নাম প্রস্তাব করার সম্ভাব্যতা জোরালো হওয়াটা হিতে বিপরীত হয়েছে এবং বিভিন্ন দলের অনেক নেতা এখনই তাঁর সম্ভাব্য প্রার্থিতার আগাম বিরোধিতা করছেন। গত শুক্রবার স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী রানা সানাউল্লাহ খান একটি সাক্ষাৎকারে বলেছেন, 'ইসহাক দারের নাম প্রস্তাবও করা হয়নি, নাকচও করা হয়নি।' পাঞ্জাবের সাবেক তত্ত্বাবধায়ক সরকারের মুখ্যমন্ত্রী হাসান আসকারি রিজভী অন্তর্বর্তীকালীন সরকারের ক্ষমতা বাড়ানোর উদ্দেশ্যর 'বিশুদ্ধতা' নিয়ে সংশয় প্রকাশ করেছেন এবং বলেছেন, নির্বাচন পেছানো হলে তা সংবিধানের লঙ্ঘন হবে। তিনি বলেছেন, 'তত্ত্বাবধায়ক সরকারের কাজ হবে ৬০ অথবা ৯০ দিনের মধ্যে নির্বাচন অনুষ্ঠান করা এবং এই সময়ে কোনো নতুন আন্তর্জাতিক চুক্তিতে তারা সই করতে পারবে না। সারা বিশ্বেই কোনো তত্ত্বাবধায়ক সরকারের সঙ্গে কোনো আন্তর্জাতিক সংস্থা চুক্তি করতে আগ্রহী হয় না। তিনি মনে করেন, ৬০ অথবা ৯০ দিনের মধ্যে নির্বাচন হলে এ ধরনের সংশোধনীর কোনো কথা উঠত না।

পররাষ্ট্রমন্ত্রীকে সরিয়ে দিয়ে দুর্বল হয়েছেন সি চিন পিং

চীনের সর্বকনিষ্ঠ পররাষ্ট্রমন্ত্রী কিন গ্যাংয়ের অপসারণ এবং ৫৭ বছর বয়সী এই নেতার রহস্যজনকভাবে উধাও হয়ে যাওয়া সারা বিশ্বের পত্রপত্রিকায় শিরোনাম হয়েছে।

এই নেতাকে কেন সরিয়ে দেওয়া হলো, তা নিয়ে যখন তুমুল আলোচনা, তখন চীনের পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয় আরেকটি কাজ করে বসে। তারা তাদের ওয়েবসাইট থেকে কিন গ্যাংয়ের বৈঠক সংক্রান্ত যাবতীয় তথ্য মুছে দেয়। পররাষ্ট্রমন্ত্রীর উধাও হয়ে থাকার তুলনায় তাঁর সম্পর্কিত তথ্য মুছে ফেলার ঘটনার গুরুত্ব অনেক বেশি। চীনের অভিজাত রাজনীতির গতিপথ সম্পর্কে আগে থেকে কোনো কিছু আঁচ করা যায় না। এই রাজনীতি কিছুটা অস্বচ্ছ। প্রস্তরকঠিন হাতে প্রেসিডেন্ট সি চিন পিং জাতিকে নিয়ন্ত্রণ করলেও আসলে যে ভেতরে‑ভেতরে অস্থিরতা চলছে, তা কিন গ্যাংয়ের উপাখ্যান থেকে পরিষ্কার হয়ে গেছে। আরও স্পষ্ট হলো যে চীনের শীর্ষ ও জ্যেষ্ঠ রাজনীতিক এবং বিদেশি বিনিয়োগকারীদের ওপর এই ঘটনার প্রভাব পড়েছে।

ছেন গ্যাং
প্রাবন্ধিক

কয়েক দশক ধরে চীনের কমিউনিস্ট পার্টি (সিসিপি) কীভাবে পরিচালিত হয়, তা বুঝতে একটি বিশ্লেষণমূলক কাঠামো দাঁড় করানোর চেষ্টা করছেন অনেকে। কিন্তু সিসিপির বিরুদ্ধে স্বচ্ছতার ঘাটতি থাকায় সেই চেষ্টা অনেকাংশেই ব্যর্থ হয়েছে।

শীর্ষ পর্যায়ে ক্ষমতার ভাগাভাগির যে মডেল জিয়াং জেমিন এবং হু জিনতাওয়ের আমলেও ছিল, তা সম্প্রতি বাতিল করে দেন সি চিন পিং। ওই মডেলে একটি অংশীদারত্বমূলক নেতৃত্ব ঠিক করে দেয় দলে কার কী অবস্থান।

গত বছর দলটির ২০তম পার্টি কংগ্রেসে তৃতীয়বারের মতো নেতা ও প্রেসিডেন্ট হিসেবে সির মনোনয়ন পাওয়ার ঘটনাটি ছিল অভূতপূর্ব। এ সময় তিনি দলের মধ্যে সবচেয়ে ক্ষমতাধর ব্যক্তি হিসেবে নির্বাচিত হন। সেই সঙ্গে দলের সর্বোচ্চ পর্যায় যেমন পলিট ব্যুরো, স্ট্যান্ডিং কমিটি এবং স্টেট কাউন্সিলে তাঁর আজ্ঞাবহ ব্যক্তিদের পদায়ন করেন।

সির এই সর্বময় ক্ষমতার অধিকারী হওয়া নিয়ে অনেকের মতামত হলো, সিসিপির রাজনীতি একঘেয়ে হয়ে উঠেছে। জয়ীরাই সবটা পাবে‑এমন মডেলে চলে গেছে তারা। তবে এই পরিস্থিতি দলটিকে স্থিতিশীলতা দেয় এবং দলে কে কোন অবস্থানে থাকবেন, তা সহজেই সুনির্দিষ্ট করা যায়। ফলে নীতি বাস্তবায়ন অনেকটাই নির্বিঘ্ন হয়। তবে তরতর করে উন্নতির শিখরে পৌঁছানো কিন যখন রহস্যজনকভাবে লোকচক্ষুর অন্তরালে চলে যান, তখন তাঁদের এই ধারণা নিয়ে প্রশ্ন ওঠে।

এ বছর ন্যাশনাল পিপলস কংগ্রেসে কিন স্টেট কাউন্সিলরের পদ পান। মন্ত্রিপরিষদের সদস্যদেরও ওপরে এই পদ।

সি ভালোভাবেই চিনতেন কিনকে। কিন একসময় প্রেসিডেন্টের কূটনীতিক দলের সদস্য ছিলেন। সেই সূত্রে তিনি যুক্তরাষ্ট্র ও যুক্তরাজ্যে রাষ্ট্রদূতের পদ অলংকৃত করেছেন। স্টেট কাউন্সেলর হিসেবেও সিই তাঁকে পছন্দ করেছিলেন। ২০তম পার্টি কংগ্রেসে সির কোনো উত্তরাধিকার না থাকা এবং কিনের বয়স কম হওয়ায় তিনিই সির উত্তরাধিকার হওয়ার দৌড়ে এগিয়ে থাকবেন, এমনটাই ধরে নেওয়া হয়েছিল।

কিনের ত্বরিত উত্থানের সঙ্গে ভূরাজনৈতিক চাপ হ্রাস এবং চীনের অর্থনীতিকে আরও শক্তিশালী করতে বিদেশি বিনিয়োগ বাড়াতে সির চেষ্টার একটা যোগসূত্র পাওয়া যায়। তাই কিনের এই হঠাৎ হারিয়ে যাওয়ার একটা সুদূরপ্রসারী প্রভাব পড়ে চীনের ভেতরে ও বাইরে। এটা পরিষ্কার হয়ে যায় যে সির নিয়ন্ত্রণ সিসিপির ভেতরের বিরোধ নিরসন করতে পারেনি। এতেই খুব সম্ভবত কিনের পতন হলো।

সিসিপির নেতৃত্বে কিনের যে যথেষ্ট প্রভাব ছিল, তার প্রমাণ পররাষ্ট্রমন্ত্রী হিসেবে তাঁর দায়িত্ব পালন। কংগ্রেসের পর এটি পরিষ্কার হয়ে যায় যে দেশটির নেতৃত্ব যুক্তরাষ্ট্রের মতো বৃহৎ শক্তির সঙ্গে সম্পর্কোন্নয়ন চায়। যুক্তরাষ্ট্র অর্থনীতি, নিরাপত্তা ও প্রযুক্তি খাতে নানাভাবে চীনকে মারাত্মক চাপে রেখেছে।

সম্পর্কোন্নয়নের এই চেষ্টায় অবশ্য বিঘ্ন ঘটায় চলতি বছরের ফেব্রুয়ারির সেই রহস্যময় বেলুন। কিনের দল তারপরও যুক্তরাষ্ট্রের সঙ্গে তাদের যোগাযোগ চালিয়ে যেতে থাকে। যুক্তরাষ্ট্রের পররাষ্ট্রমন্ত্রী অ্যান্টনি ব্লিঙ্কেনের চীন সফরের পূর্বপরিকল্পনা বাতিল হয়ে যায়। তারপরও উধাও হয়ে যাওয়ার এক সপ্তাহ আগে কিনের সঙ্গে বেইজিংয়ে দেখা করেন ব্লিঙ্কেন।

কিন 'উলফ ওয়ারিয়র ডিপ্লোম্যাসি'র পথ থেকে বেরিয়ে আসতে চাইছিলেন। একসময় লড়াকু ও আক্রমণাত্মক কূটনীতির মুখ ছিলেন কিন। তিনি রাশিয়া‑ইউক্রেন যুদ্ধের সময় চীনকে রাশিয়া থেকে একটু দূরত্বে রাখেন। দ্য ওয়াশিংটন পোস্ট‑এ এ বিষয় নিয়ে তিনি একটি নিবন্ধও লিখেছিলেন। সেখানে তিনি বলেন, চীনের সঙ্গে যুক্তরাষ্ট্রের যোগাযোগ অক্ষুণ্ন থাকবে এবং কখনোই তা বন্ধ হবে না।

পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ের মুখপাত্র ঝাও লিজিয়ান প্রভাবশালী উলফ ওয়ারিয়র ছিলেন। কিন পররাষ্ট্রমন্ত্রী হওয়ার পর তিনি কোণঠাসা হয়ে পড়েন। এ সময় চীনের সঙ্গে ইউরোপের সম্পর্কও ক্রমাগত ভালো হতে থাকে। গত বছরের এপ্রিলে ফ্রান্সের প্রেসিডেন্ট এমানুয়েল মাখোঁ এবং ইউরোপিয়ান কমিশনের প্রেসিডেন্ট আরসোলা ভন ডের লিয়েন বেইজিং সফরে আসেন।

কিনের ত্বরিত উত্থানের সঙ্গে ভূরাজনৈতিক চাপ হ্রাস এবং চীনের অর্থনীতিকে আরও শক্তিশালী করতে বিদেশি বিনিয়োগ বাড়াতে সির চেষ্টার একটা যোগসূত্র পাওয়া যায়।

তাই কিনের এই হঠাৎ হারিয়ে যাওয়ার একটা সুদূরপ্রসারী প্রভাব পড়ে চীনের ভেতরে ও বাইরে। এটা পরিষ্কার হয়ে যায় যে সির নিয়ন্ত্রণ সিসিপির ভেতরের বিরোধ নিরসন করতে পারেনি। এতেই খুব সম্ভবত কিনের পতন হলো।

কিনের পূর্বসূরি ৬৯ বছর বয়সী ওয়াং ইর আবার পররাষ্ট্রমন্ত্রী হওয়ার ঘটনাটি রীতিমতো অস্বাভাবিক। ভুল মানুষকে গুরুত্বপূর্ণ জায়গার পদায়ন নিয়ে শীর্ষ নেতৃত্বের উদ্বেগও এতে প্রকাশ পায়। মোটের ওপর আন্তর্জাতিক পরিমণ্ডলে চলতে থাকা অস্থিরতা এবং চীনের প্রায় স্থবির অর্থনীতির এই সময়ে দলের সদস্যরা ভুল করে বসলে রাজনৈতিক অস্থিতিশীলতা এবং দলের ভেতর শীর্ষ নেতৃত্ব ও নীতিনির্ধারণে ক্ষমতার লড়াই বাড়বে।

পশ্চিমা দেশগুলোর সঙ্গে সম্পর্ক স্থাপনের যে নীতি, তার সঙ্গে ওয়াং ইর কট্টর অবস্থানের বিরোধের কথাও গোপন কিছু ছিল না। এ নিয়ে এমনকি পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ে তাঁর অনেক সহকর্মীর কাছ থেকেও তাঁকে সমালোচনা শুনতে হয়েছে।

চীনের রাজনীতি যে জীবন অথবা মৃত্যুর মতো দুই চরম অবস্থার মধ্যে আবর্তিত, তা‑ও প্রকাশ করে দিয়েছে কিনের ঘটনা। এই রাজনীতিতে সির কর্তৃত্ব কিছু 'ইয়েস মেন' তৈরি করেছে। তবে এর মধ্যেও ভিন্নমত ক্রিয়াশীল এবং সুযোগ পেলেই হুমকি আসতে পারে‑এমন কাউকে অপসারণে তারা এক জোট হয়।

কিনকে অপসারণের ব্যাপারে স্বচ্ছতার ঘাটতি বিদেশি বিনিয়োগকারীদের আস্থায় চিড় ধরাবে। আর এমন একটা সময়ে এই ঘটনা ঘটল, যখন পশ্চিমা অর্থনীতি চীনের কাছ থেকে বিচ্ছিন্ন হতে আপ্রাণ চেষ্টা করছে।

ভূরাজনীতি ও সরবরাহব্যবস্থার ঝুঁকি তো আছেই। এর মধ্যে নতুন করে যদি চীন আবার 'উলফ ওয়ারিয়র'‑এর ভূমিকা নেয়, তাহলে বিদেশি কর্মকর্তারা চীনের সঙ্গে ব্যবসা সম্প্রসারণের বিষয়টি নিয়ে নতুন করে ভাবতে পারেন।

গত কয়েক মাসে, বিশেষ করে জিরো‑কোভিড নীতিমালা শিথিলের পর চীন বহুজাতিক প্রতিষ্ঠানগুলোর জন্য লালগালিচা বিছিয়ে দিয়েছিল। কারণ, তাঁদের অনেকেই চীনের বাইরে বিকল্প খুঁজছিলেন।

যখন টেসলার প্রধান নির্বাহী কর্মকর্তা ইলন মাস্ক ২০২৩ সালের মে মাসে সাংহাই সফরে যান, তখন কিন তাঁকে বলেন, চীন সরকার বিদেশি প্রতিষ্ঠানগুলো বন্ধুজ্ঞানে সুযোগ‑সুবিধা দেবে। কিন মাস্ককে এ‑ও বলেছিলেন, চীন আরও উদার হবে এবং ভবিষ্যতে বাজার ব্যবস্থাপনায় সংস্কার করবে।

চীনা একটা প্রবাদ আছে, 'যখন মানুষ সরে যায়, তখন চা‑ও ঠান্ডা হয়ে যায়।' কিন চলে যাওয়ার পর বিনিয়োগকারীসহ বিশ্বের অনেকের মনেই সন্দেহ, তাঁর কথার আর দাম আছে কি না।

সাময়িকী

চীন নিয়ে কি পশ্চিম দ্বিধাবিভক্ত হয়ে পড়ছে

বিশ্বব্যাংকের বিকল্প হিসেবে চীন এশিয়ান ইনফ্রাস্ট্রাকচার ইনভেস্টমেন্ট ব্যাংক (এআইআইবি) নামের যে বহুপক্ষীয় ঋণদানকারী আর্থিক প্রতিষ্ঠান গঠন করেছে, গত মাসে হঠাৎ করে কানাডা সেই প্রতিষ্ঠানের সঙ্গে সব ধরনের সম্পর্ক স্থগিত করার ঘোষণা দিয়েছে। কানাডার অর্থমন্ত্রী ক্রিস্টিনা ফ্রিল্যান্ডের ভাষ্য অনুযায়ী, চীন সরকার প্রতিষ্ঠানটিতে চীনের কমিউনিস্ট পার্টির সদস্যদের জুড়ে দিয়েছে এবং তারা 'গোয়েন্দা পুলিশের মতো তৎপরতা চালাচ্ছে' বলে অভিযোগ ওঠার পরিপ্রেক্ষিতে কানাডা এই সিদ্ধান্ত নিয়েছে। এর দিন কয়েক পরই হাঙ্গেরির পররাষ্ট্রমন্ত্রী পিতর সিজার্তো ঘোষণা দেন, চীনা কোম্পানি হুয়াইউ কোবাল্ট তার প্রথম ইউরোপীয় কারখানা হাঙ্গেরির অ্যাকস নামের ছোট গ্রামে স্থাপন করবে সেখানে তারা বিদ্যুৎ‑চালিত যানের ব্যাটারির জন্য প্রয়োজনীয় ক্যাথোড উৎপাদন করবে। যুক্তরাষ্ট্র ও চীনের চলমান বৈরিতার পটভূমিতে এই দুটি শিরোনামকে অতি তুচ্ছ বলে উড়িয়ে দেওয়া যেতেই পারে। তবে কানাডা ও হাঙ্গেরির ঝোঁক এই বৃহত্তর ভূরাজনৈতিক ঘটনার সঙ্গে ঘনিষ্ঠভাবে সম্পর্কিত।

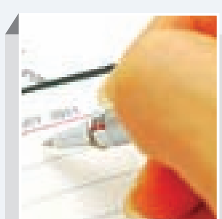

মার্ক লিওনার্ড
কলামিস্ট

এটি ঠিক, ওয়াশিংটন এবং বেইজিংয়ের সিদ্ধান্ত নেওয়ার বিষয় স্পষ্টতই গুরুত্বপূর্ণ। তবে একই সঙ্গে তুলনামূলক ছোট দেশগুলোর এই কৌশলগত বাজি ধরা বিশ্বায়নের ভবিষ্যতের জন্য সমান গুরুত্ব বহন করে। কানাডা ও হাঙ্গেরি ন্যাটোর কম জনসংখ্যার দেশ। দেশ দুটি কৌশলগত পরিবর্তনের সূচনা করে অপ্রত্যাশিতভাবে বাণিজ্যের নতুন নতুন জায়গা তৈরি করছে।

পাঁচ বছর আগে হাঙ্গেরি ছিল জাতীয়তাবাদের 'পোস্টার চাইল্ড' এবং কানাডা ছিল মুক্ত বাণিজ্য বিশ্বের প্রকৃষ্ট উদাহরণ। কিন্তু এখন হাঙ্গেরির প্রধানমন্ত্রী ভিক্তর ওরবান এবং তাঁর রাজনৈতিক পরিচালক বালাজ ওরবান বর্তমানে অর্থনৈতিক যোগাযোগের কৌশল নিয়ে বাজি ধরছেন, যেখানে কানাডা বিপরীত দিকে যাচ্ছে। সুরক্ষাবাদ, ডিকাপলিং (জোট থেকে বেরিয়ে যাওয়া) এবং অর্থনৈতিকভাবে স্বয়ংসম্পূর্ণ হতে দেশের ভেতরের চাহিদা দেশের উৎপাদন দিয়ে পূরণ করার বিষয়ে চীনের ধারণার মুখোমুখি হয়ে বালাজ দাবি করেছেন, 'যদি শীতল যুদ্ধের ব্লকভিত্তিক আন্তর্জাতিক ব্যবস্থা পুনঃস্থাপিত হয়, তাহলে সেটি হাঙ্গেরির আন্তর্জাতিক সম্পর্ক ও বাণিজ্য ব্যবস্থাকে হুমকির মুখে ফেলবে।' যে দেশের অর্থনৈতিক মডেল জার্মানি ও চীন উভয়ের বাণিজ্যের ওপর এবং রাশিয়ার তেল‑গ্যাসের ওপর নির্ভরশীল, সে দেশের জন্য দলছুট হওয়া খারাপ। সে কারণে 'ওরবান মতাদর্শ' হলো চীন ও যুক্তরাষ্ট্রকে না রাগিয়ে মাঝামাঝি একটি মিষ্টি জায়গা খুঁজে বের করা।

অন্যদিকে, কানাডা বহুপাক্ষিকতা ও উদার আন্তর্জাতিক ব্যবস্থার আদর্শ বাহক ছিল। কিন্তু এখন মনে হচ্ছে তারা তাদের সর্বজনীনতাবাদী ব্যবস্থার ধারণাকে ত্যাগ করেছে। এই চিন্তা থেকে তারা তাদের চেয়ে আলাদা ধরনের মূল্যবোধ দ্বারা অনুপ্রাণিত রাষ্ট্রগুলোকে বাদ দেওয়ার নীতি নিচ্ছে। এই কৌশলের সবচেয়ে স্পষ্টবাদী অনুসারী হলেন প্রধানমন্ত্রী জাস্টিন ট্রুডোর অর্থমন্ত্রী ফ্রিল্যান্ড। যুক্তরাষ্ট্রের অর্থমন্ত্রী জ্যানেট ইয়েলেন যখন একই মূল্যবোধের অধিকারী দেশগুলোর সঙ্গে বাণিজ্য সম্পর্কের বিশেষাধিকার বর্ণনা করার জন্য 'ফ্রেন্ড‑শোরিং' শব্দটি তৈরি করেছিলেন, তখন ফ্রিল্যান্ড জ্যানেটের ধারণাটিকে আরও অনেক বেশি এগিয়ে নিয়ে গেছেন। ফ্রিল্যান্ড মনে করেন, সমমনা দেশগুলোর সঙ্গে শুধু গভীর অর্থনৈতিক সম্পর্ক গড়লেই হবে না, ঘনিষ্ঠ সামাজিক ও রাজনৈতিক সম্পর্কও গড়তে হবে।

'ফ্রিল্যান্ড মতবাদ' অনুসারে স্নায়ুযুদ্ধ‑পরবর্তী ভূরাজনৈতিক যুগের উন্মোচনকে ধীর করার পেছনে পশ্চিমের আর সময় ও শক্তি ব্যয় করা উচিত হবে না। এর বদলে স্বৈরাচারী শক্তিগুলোর সঙ্গে পশ্চিমের সম্পর্ক ছিন্ন করা শুরু করা উচিত এবং জি‑৭‑এর মতো ছোট সমমনা গ্রুপ গঠনে আরও মনোনিবেশ করা উচিত। এগুলো মোটেও কথার কথা নয়। হাঙ্গেরি ও কানাডা ইতিমধ্যে তাদের নতুন অ্যাজেন্ডা বাস্তবায়নে কাজ শুরু করে দিয়েছে। বিশ্বব্যবস্থায় অদলবদল আনার ক্ষেত্রে এ দুই দেশের ক্ষমতা খুব কম। কিন্তু তাদের ধারা অন্যরা অনুসরণ করলে তা বড় ধরনের বাঁকবদলের সূচনা করবে।

জানা অজানা

সুন্দরবনে এ অপকর্ম কবে বন্ধ হবে

আমাদের পরিবেশ‑প্রকৃতির ঐতিহ্যের সবেধন নীলমণি সুন্দরবন। সেই সুন্দরবনই দক্ষিণাঞ্চলকে বছরের পর বছর বড় প্রাকৃতিক দুর্যোগ থেকে রক্ষা করে যাচ্ছে। একসময় কক্সবাজার উপকূলেও ছিল একটি সুন্দরবন। পরিবেশকে গুরুত্ব না দিয়ে অপরিকল্পিতভাবে চিংড়ি চাষের ধুম তুলে সেই সুন্দরবনকে ধ্বংস করে ফেলা হয়েছে। যার কারণে কক্সবাজার উপকূল আজ অরক্ষিত। এখন খুলনার সুন্দরবন রক্ষায় আমরা কতটা গুরুত্ব দিচ্ছি। বন বিভাগ, সরকারি কর্তৃপক্ষ, স্থানীয় ক্ষমতাসীন নেতা, প্রভাবশালী ব্যক্তি, চোরাকারবারি সিন্ডিকেট থেকে শুরু করে একেবারে জেলে‑মৌয়াল পর্যন্তসবাই প্রকৃতির এই আধারের দিন দিন নানাভাবে ক্ষতি করে যাচ্ছেন। সুন্দরবনে প্রবেশের নিষেধাজ্ঞা সত্ত্বেও গহিন বনের ভেতরে বিভিন্ন খালে বিষ ছিটিয়ে চিংড়ি মারা হচ্ছে। শুঁটকি তৈরির জন্য জায়গা করতে গাছও কেটে ফেলা হচ্ছে। এসব কারও অজানা নয়। প্রায় সময় সংবাদমাধ্যমে একশ্রেণির জেলের এমন অপকর্মের খবর উঠে আসছে। কিন্তু কোনোভাবেই তাঁদের থামানো যাচ্ছে না। বিষয়টি নিয়ে আমরা গভীর উদ্বেগ প্রকাশ করছি। বন্য প্রাণী এবং নদী‑খালের মাছের বিচরণ ও প্রজনন কার্যক্রমের সুরক্ষায় গত ১ জুন থেকে সুন্দরবনে প্রবেশে সব ধরনের অনুমতি বন্ধ রেখেছে বন বিভাগ। চলবে ৩১ আগস্ট পর্যন্ত। এরপরও বনের নানা এলাকায় ঢুকে খালের মধ্যে বিষ ছিটিয়ে দিচ্ছেন একশ্রেণির জেলে। চিংড়ি মারতে গিয়ে বিষ ঢেলে তাঁরা সেখানকার অন্যান্য জীববৈচিত্র্যও ধ্বংস করে ফেলছেন। বিষ দিয়ে মারা চিংড়ি পাইকারি আড়তে বিক্রি করা যায় না বলে জেলেরা ভিন্ন কৌশল অবলম্বন করতে গিয়ে বনের আরও বেশি ক্ষতি করে ফেলছেন। বনের মধ্যে মাচা করে আগুনের তাপে চিংড়ি শুকিয়ে শুঁটকি তৈরি করে কৌশলে শহরে পাঠাচ্ছেন। সেই শুঁটকি তৈরি করতে কাটা হচ্ছে বনের সুন্দরী, পশুর, গেওয়াসহ অনেক প্রজাতির গাছ। বন বিভাগ ও পুলিশের অভিযানে গত দেড় মাসে সুন্দরবন থেকে বিষ দিয়ে ধরা সহস্রাধিক কেজি চিংড়ি জব্দ করা হয়েছে। জব্দ করা চিংড়ির পরিমাণই বলছে, কতটা বেপরোয়া হয়ে উঠেছে অসাধু এই জেলে চক্র। চিংড়ি শুকানোর অনেক স্থানও চিহ্নিত করে উচ্ছেদ করা হয়েছে। কিন্তু জড়িত ব্যক্তি ও জেলেদের গ্রেপ্তার নেই বললেই চলে। শুধু অভিযান চালিয়ে ভয়াবহ এই পরিবেশবিধ্বংসী কর্মকাণ্ড কখনো বন্ধ করা সম্ভব নয়। এ ব্যাপারে স্থানীয় জেলেপাড়ায় জোরালো সচেতনতামূলক কার্যক্রমও চালানো উচিত বলে আমরা মনে করি। এ ছাড়া নিষেধাজ্ঞা চলাকালীন জেলেদের জীবিকা নির্বাহের দিকেও অধিক গুরুত্ব দিতে হবে। প্রয়োজনে সরকারি খাদ্যসহায়তা বা অনুদান বাড়াতে হবে। এই প্রাকৃতিক ম্যানগ্রোভ রক্ষায় জেলেদেরও সম্পৃক্ত করতে হবে।

৩ সেকেন্ডেই কি সীমাবদ্ধ হয়ে যাচ্ছে আমাদের সবকিছু

আফসানা আক্তার

বর্তমানে সামাজিক যোগাযোগমাধ্যমে অন্যতম ট্রেন্ডিং বিষয় রিলস। এই সংক্ষিপ্ত ভিডিওতে একবার আঙুল পড়লে আর থামার নাম নেই, অল্প সময়ে ব্যবহারকারীর মনে আনন্দের উদ্রেক ঘটায় বলে এই রিলের ব্যাপক জনপ্রিয়তা।

ফেসবুকের ভিডিও ফিচার রিলসের ভিডিওগুলোর সময়সীমা হয়ে থাকে ৩ থেকে ৬০ সেকেন্ড পর্যন্ত। আপাতদৃষ্টে এতে সময় নষ্ট হয় না মনে হলেও দিন শেষে দেখা যায় ৩ সেকেন্ড করতে করতে দিনের বেশির ভাগ সময় রিলের পেছনেই চলে যায়।

সামাজিক যোগাযোগমাধ্যমের মারপ্যাঁচে তরুণ প্রজন্মের মধ্যে বইপড়া, মুভি দেখা বা খবরের কাগজে চোখ বোলানো তো অনেক আগেই বন্ধ হয়েছে, কিন্তু এখন রিলের জন্য দেখা দিচ্ছে নতুন এক মানসিক সমস্যা।

ঘণ্টার পর ঘণ্টা এই সংক্ষিপ্ত ভিডিওতে বুঁদ হয়ে থাকা তরুণ‑তরুণীরা একটা নির্দিষ্ট বিষয়ের ওপর বেশি সময় মনোযোগ ধরে রাখতে পারছে না, এমনকি প্রয়োজনীয় বা শিক্ষণীয় কোনো ভিডিও যদি একটু বেশি সময়ের হয়ে থাকে তাহলে সময় বাঁচাতে তারা সেটিকে দ্বিগুণসগতি বাড়িয়ে দিয়ে দেখে, তাদের সময়ের এত মূল্য অথচ সেই সময়টিকে কোনো মূল্যবান কাজে ব্যয় করছে না।

দিনের সিংহভাগ সময় ৩ সেকেন্ডের রিল দেখতে দেখতে এখন তাদের পৃথিবীর সবকিছুই ৩ সেকেন্ডে জানতে ইচ্ছা হয়, লম্বা সময়ের ক্লাস লেকচার থেকে শুরু করে দরকারি সব কনটেন্ট অনেকের কাছে বিরক্তিকর হয়ে উঠছে, যার ফলাফল ভবিষ্যতে ভালো কিছু বয়ে আনবে না।

মনোবিজ্ঞানের ভাষায় যে মানসিক প্রক্রিয়া অনেকগুলো বিষয়ের মধ্যে থেকে কোনো একটি বিষয়ের দিকে আমাদের চেতনাকে কেন্দ্রীভূত করে, তাকে মনোযোগ বলে। মনোযোগের বিস্তার পরিমাপের জন্য ব্যবহৃত যন্ত্রটি হলো ট্যাকিস্টোস্কোপ।

বিজ্ঞান বলে, একজন মানুষের গড় মনোযোগ স্প্যান ৮ দশমিক ২৫ সেকেন্ড। তবে এটি ব্যক্তিভেদে ২ সেকেন্ড থেকে ২০ মিনিটের বেশি সময় হতে পারে। মানুষের বয়স, পরিবেশ এবং নিত্যদিনের কার্যকলাপের প্রকারের মতো বিভিন্ন কারণ দ্বারা প্রভাবিত হয়ে মনোযোগের স্প্যানের পরিবর্তন হয়ে থাকে।

একটি পরিসংখ্যানে এসেছে, ২০০০ থেকে ২০১৫ সাল পর্যন্ত মানুষের গড় মনোযোগের স্প্যান প্রায় ২৫ শতাংশ কমেছে এবং তা আশঙ্কাজনকভাবে আরও কমছেই, এটি সব সময়ের জন্য উদ্বেগের কারণ না হলেও অল্প মনোযোগ একটি নির্দিষ্ট মাত্রায় পৌঁছালে তা একটি অন্তর্নিহিত রোগের লক্ষণ প্রকাশ করে, যাকে বলা হয় মনোযোগ ঘাটতি বা হাইপারঅ্যাকটিভিটি ডিসঅর্ডার (এডিএইচডি)।

এডিএইচডি আক্রান্ত ব্যক্তিদের প্রায়ই মনোযোগ দিতে এবং তাদের আবেগ নিয়ন্ত্রণ করতে সমস্যা হয়।

প্রতি ৩ সেকেন্ড পরপর ভিডিও পরিবর্তন হচ্ছে, কোনো ভিডিও হাস্যরসাত্মক যা দেখে দর্শকদের চোখ আনন্দে চকচক করছে, পরের ভিডিওটি আবার বিয়োগাত্মক, যা দেখে চকচকে চোখে জমাট বাঁধা জল টলমল করছে, এত দ্রুত পরিবর্তিত পরিস্থিতির সঙ্গে মানুষের আবেগ কি আদৌ খাপ খাইয়ে নিতে পারে! এই ফেসবুক রিল আস্তে আস্তে মানুষকে আবেগশূন্য করে দিচ্ছে, কারও মৃত্যুর খবরে এখন আমাদের কষ্টের স্থায়িত্বকাল মাত্র ৩ সেকেন্ড, কোনো দুর্ঘটনার খবর আর আমাদের শরীরকে অসার করে দেয় না, মনে কষ্ট নিয়ে আঙুলের ইশারায় ফোনস্ক্রিন স্ক্রল করে নিচে নেমে কোনো কৌতুকপূর্ণ রিলে পরমুহূর্তেই আমাদের ঠোঁট প্রসারিত হয়, চোখে আনন্দের ছাপ পরিলক্ষিত হয়, আমরা পরিণত হই আবেগহীন, যন্ত্রমানবে...

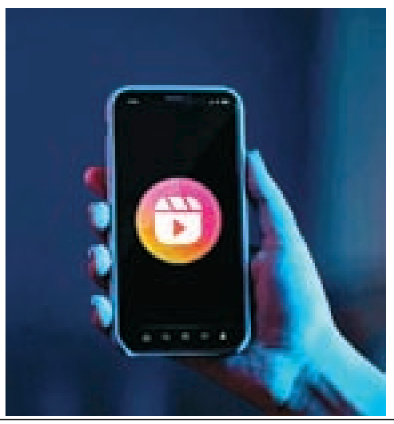

পাঠকের চিঠি

ফেসবুক ব্যবহারে সচেতন হওয়া উচিত !

ইন্টারনেট জগতে কোনো ঘটনাকে ভাইরাল করার একমাত্র সমাজমাধ্যম হচ্ছে ফেসবুক । ফেসবুক এখন তার নাম পরিবর্তন করে রেখেছে মেটা । তাহলে কি আর কোনো ঘটনা ভাইরাল হবে না ? অবশ্য তা কিন্তু নয় । ধর্মীয় নানান উস্কানি, রাজনৈতিক প্রতিহিংসা, কুসংস্কার ইত্যাদি নানান বিষয়ে ফেসবুকে তর্ক বিতর্ক, আলোচনা করার সুযোগ পেয়ে থাকে সমাজমাধ্যম ব্যবহারকারীরা । তাহলে এর মূলেই কি ফেসবুককে দোষারোপ করা যায় । আসলে ফেসবুক সংস্থাটি কিন্তু নিজেই বহু তর্ক বিতর্কে জড়িত । তথ্য ফাঁস সহ নানান ভাবে সমালোচিত ফেসবুক নিজেই । ফেসবুকের অর্থদণ্ডও হয়েছে । করোনার টিকা প্রসঙ্গে নানান গুজব স্যোশাল মিডিয়াতেও ছড়িয়েছে । কুরুচিপূর্ণ, মিথ্যা, চাঞ্চল্যকর ঘটনা সামাজিক মাধ্যমে সচারাচর ছড়িয়ে পড়ছে, মানুষ কোনো ঘটনাকে ভেরিফিকেশন না করেই উত্তেজিত হয়ে পড়ছেন । এসব থেকে বাঁচার একমাত্র উপায় সচেতনতা । সুতরাং নিউজলিট বা চেকোলজির মতো সংস্থা এই সব বিভ্রান্তিকর তথ্যগুলো যাচাই করে এলাকায় এলাকায় অচেতন মানুষের মধ্যে সঠিক তথ্যটি পৌঁছে দিতে পারলে, এসব ঠেকানো সম্ভব । ফেসবুক ব্যবহারে সচেতন হওয়া উচিত !

মুন্সি দরুদ, বীরভূম, পশ্চিমবঙ্গ

স্বত্বাধিকারী, মুদ্রক, প্রকাশক, সম্পাদক ঃ রজত কুমার গুপ্তা, দ্বারা এচ.আই. ২৫৪, হরমু হাউসিং কলোনী, রাঁচি–৮৩৪০০২ থেকে প্রকাশিত এবং বৃন্দা মিডিয়া পাবলিকেশন প্রা.লি. চিরৌঁদী, বোড়েয়া রোড রাঁচি থেকে মুদ্রিত। নির্বাহী সম্পাদক ঃ আদিত্য কুমার চ্যাটার্জ্জী* ফোন ঃ ০৬৫১২২৪৪৬০৫, ফৈক্স ঃ ০৬৫১২২৪৪৫০৫ (*পীআরবী অধিনিয়ম অনুযায়ী খবরের চয়নের জন্য উত্তরদায়ী)
Printed, Published & Edited by Rajat Kumar Gupta and printed at Vrinda Media publication pvt.ltd, Chiraundi, Boraiya Road, Ranchi, Published at HI 254, Harmu Housing Colony, Harmu Road, Ranchi-834001, Jharkhand, : Executive Editor :Aditya Kumar Chatterjee * Phone : 0651-2244555, 0651-2244505 (*Responsible for news as per PRB Act) RNI Registration : JHABEN 00015 email-rashtriyokhobor@gmail.com www.rashtriyakhabar.com

JATIO KHOBOR
BANGLA DAINIK
জাতীয় খবর খবর সংসার
web : www.rashtriyakhabar.com
epaper.rashtriyakhabar.com

নীল তিমি কি 'সবচেয়ে বড় প্রাণী'র খেতাব হারাতে যাচ্ছে

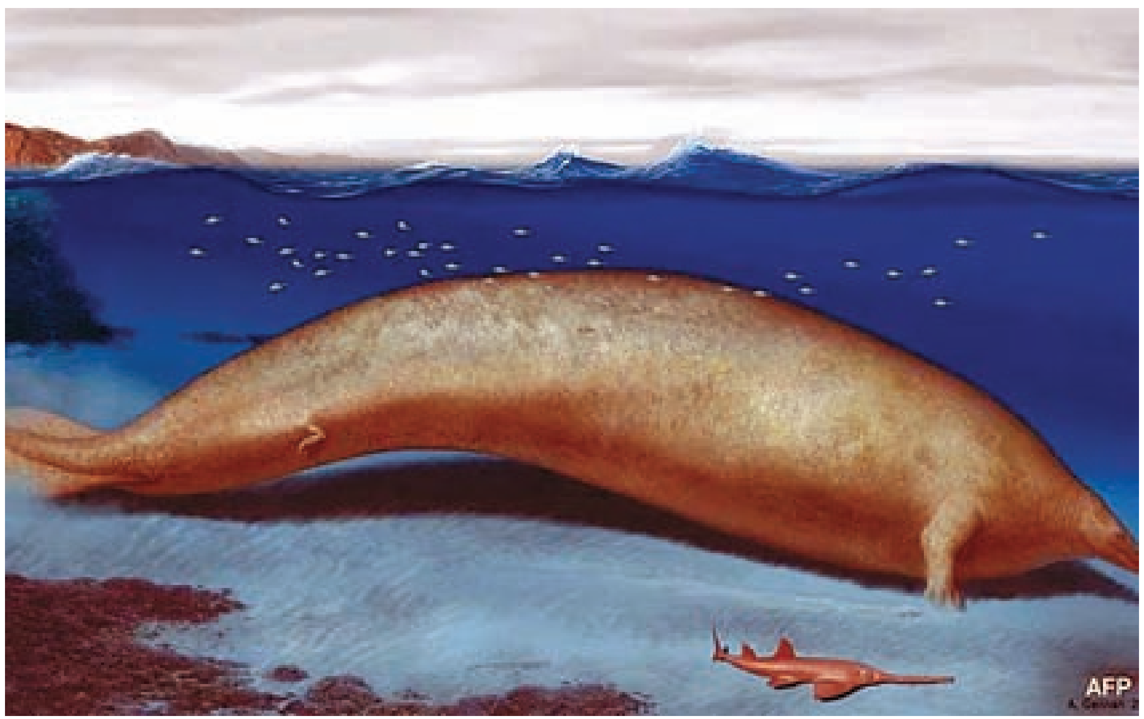

লিমা ঃ নীল তিমিকে পৃথিবীর এযাবৎকালের সবচেয়ে বড় ও ভারী প্রাণী হিসেবে বিবেচনা করা হয়ে থাকে। তবে এবার বিজ্ঞানীরা বলছেন, তাঁরা আদিম প্রজাতির এমন এক তিমির দেহাবশেষ খুঁজে পেয়েছেন, যা নীল তিমির চেয়েও ওজনে বেশি হতে পারে। তাঁরা পেরুতে এ ধরনের তিমির আংশিক কঙ্কাল খুঁজে পেয়েছেন। চার কোটি বছর আগে পেরুসেটাস কোলোসাস নামের এ তিমির অস্তিত্ব ছিল।

গতকাল বুধবার নেচার সাময়িকীতে প্রকাশিত এক গবেষণা প্রতিবেদনে এমন দাবি করা হয়েছে।

পেরুর মরু অঞ্চলে পাওয়া আদিম প্রজাতির তিমির কঙ্কাল বিশ্লেষণ করে একটি আন্তর্জাতিক গবেষক দল বলেছে, প্রাণীটির শরীরের গড় ভর ১৮০ টন। শুধু যে প্রাণীটির নমুনা পাওয়া গেছে, সেটিকে বিবেচনায় নিলে এটি ওজনের দিক থেকে এককভাবে নীল তিমিকে ছাড়াতে পারেনি। কারণ, গিনেস ওয়ার্ল্ড রেকর্ডস অনুযায়ী, এযাবৎকালে সবচেয়ে বড় নীল তিমির ওজন ১৯০ টন। তবে গবেষকেরা বলছেন, আদিম প্রজাতির এ তিমির (পেরুসেটাস কোলোসাস) ওজন ৮৫ থেকে ৩৪০ টন পর্যন্ত হতে পারে। এর মানে হলো, এগুলো নীল তিমি থেকেও হয়তো বড় ছিল।

২০১০ সালে জীবাশ্ম বিশেষজ্ঞ মারিও উরবিনা প্রথমবারের মতো আদিম প্রজাতির এ তিমির জীবাশ্মের সন্ধান পান। পেরুর দক্ষিণাঞ্চলীয় উপকূলসংলগ্ন মরুভূমিতে কয়েক দশক ধরে গবেষণার কাজ চালিয়েছেন তিনি। পেরুর লিমায় এএফপিকে উরবিনা বলেন, 'এর মতো এত বড় প্রাণীর অস্তিত্ব আর কখনো দেখা যায়নি। এটিই প্রথম। আমরা যখন প্রথমবারের মতো এর সন্ধান পাই, তখন কেউই আমার কথা বিশ্বাস করছিল না।'

গবেষকেরা বলছেন, তাদের এই আবিষ্কার, উত্তরের চেয়ে অনেক বেশি প্রশ্নের জন্ম দিতে যাচ্ছে। অন্য জীবাশ্ম বিশেষজ্ঞদের এখন এ নিয়ে ভাবতে হবে।

বুধবার পেরুর রাজধানী লিমায় ন্যাচারাল হিস্ট্রি জাদুঘরে আয়োজিত সংবাদ সম্মেলনে প্রথমবারের মতো আদিম প্রজাতির এ তিমির জীবাশ্ম উপস্থাপন করা হয়েছে। গবেষকেরা বলছেন, প্রাণীটির দৈর্ঘ্য ছিল প্রায় ২০ মিটার (৬৫ ফুট)।

বিজ্ঞানীরা পেরুর মরুভূমিতে ১৩টি বড় বড় কশেরুকা পেয়েছেন। এগুলোর প্রতিটির ওজন ২০০ কিলোগ্রামের কাছাকাছি। চারটি পাঁজর এবং নিতম্বের একটি হাড়ও পাওয়া গেছে। বড় বড় এসব জীবাশ্ম সংগ্রহ এবং তা গবেষণার উপযোগী করতে গবেষকদের কয়েক বছর লেগে গেছে। তাঁরা আসলে কিসের সন্ধান পেয়েছেন, তা নিশ্চিত হতে বেশ সময় লেগেছে।

বুধবার গবেষকেরা বলেছেন, আদিম এই তিমি বাসিলোসাউরিডের পরিবারভুক্ত নতুন একটি প্রজাতি, যা সেটাসিয়ানসের বিলুপ্ত প্রজাতি।

বর্তমানে সেটাসিয়ানসের প্রজাতিগুলোর মধ্যে আছে ডলফিন, তিমি ও শুশুক। তবে তাদের পূর্বসূরিরা স্থলভাগে বসবাস করত। সময়ের সঙ্গে সঙ্গে এগুলো জলেতে বসবাস শুরু করে। ধারণা করা হয়, বাসিলোসাউরিডই প্রথম সেটাসিয়ান, যা পুরোপুরি পানিতে বসবাস করেছে। গবেষক এলি আমসন এএফপিকে বলেন, সম্ভবত অন্য বাসিলোসাউরিডের মতো পেরুসেটার কোলোসাস প্রজাতির তিমির মাথা তাদের শরীরের তুলনায় অনেক ছোট। তবে এটা নিশ্চিত করে বলার মতো কোনো হাড় পাওয়া যায়নি। এ ছাড়া কোনো দাঁত না পাওয়া যাওয়ায় এ প্রজাতির তিমি কী খেত, তাও বলা সম্ভব হচ্ছে না।

জার্মানিতে খাদ্যের 'প্রকৃত মূল্য' ঃ পরিবেশবান্ধব, না ভাওতা?

Der Preis für die Zukunft.
Damit die Umwelt auch eine hat.
inkl. 0,14 wahre Kosten
2.83
2.69
bis 05.08.
VEGANE SCHNITZEL

বার্লিন ঃ জার্মানির এক সুপারমার্কেটে নয়টি খাদ্যপণ্য বিক্রি হচ্ছে 'প্রকৃত' বা 'সত্যিকারের' দামে। এই প্রকৃত মূল্য মানে বাজারমূল্য এবং পণ্যটি উৎপাদনের সময় পরিবেশের ওপর যে ক্ষতিকর প্রভাব পড়ে তার অনুমিত অর্থমূল্যের যোগফল।

নয়টি খাদ্যপণ্যের এমন দাম নির্ধারণ করেছে ডিসকাউন্ট সুপারমার্কেট পেনি। রেভে গ্রুপের এই সুপারমার্কেটের দাবি, তারা এভাবে কিছু খাদ্যপণ্য চলতি বাজারমূল্যের চেয়ে বেশি টাকায় বিক্রি করে ক্রেতাদের মাঝে পরিবেশ সচেতনতা বাড়াতে চায়। তারা মনে করে, শুধু প্রচারণায় সচেতনতা যতটা বাড়ে, এভাবে বেশি দামে পণ্য কিনলে ক্রেতাদের সচেতনতা তার চেয়ে বেশি বাড়বে। প্রকৃত মূল্যে পণ্য বিক্রয়ের সিদ্ধান্ত কার্যকরও করছে পেনি। তাই অর্গ্যানিক ফ্রুট ইয়োগুর্ট (ফল এবং দই) বিক্রি হচ্ছে চলতিমূল্যের চেয়ে ৩১ বেশি দামে, সাবেকি পদ্ধতিতে উৎপাদিত মাসাদাম চিজ বিক্রি হচ্ছে প্রায় দ্বিগুণ দামে। বাকি সাতটি পণ্যের মধ্যে শুধু ভেগান শ্নিটসেলের দাম অন্য সুপারমার্কেটের দামের সবচেয়ে কাছাকাছি। পেনিতে সেই ভেগান শ্নিটসেল বিক্রি হচ্ছে ৫ বেশি দামে।

অর্থনীতিবিদরা বলছেন, করোনা মহামারি এবং ইউক্রেন যুদ্ধের কারণে জার্মানির অর্থনীতির অবস্থা এখন বেশ নাজুক। দ্রব্যমূল্যের সঙ্গে পাল্লা দিয়ে টিকে থাকতে হিমশিম খাচ্ছেন অনেকেই। ইউরোপিয়ান ইউনিয়নের পরিসংখ্যান সংস্থা ইউরোস্ট্যাট এর সাম্প্রতিক প্রতিবেদন অনুযায়ী, জার্মানির অন্তত ১১ দশমিক ৪ শতাংশ মানুষ এখন চড়া দামের কারণে পর্যাপ্ত মানসম্পন্ন খাবার কিনতে অক্ষম।

খাদ্যপণ্যের এই 'প্রকৃত মূল্য' কিন্তু নিজে নিজে নির্ধারণ করেনি পেনি। এ বিষয়ে ন্যুরেমবার্গ ইন্সটিটিউট অব টেকনোলজি অ্যান্ড দ্য ইউনিভার্সিটি অব গ্রাইফসভাল্ড এর বিজ্ঞানীদের সহায়তা চেয়েছিল তারা। তারাই ঠিক করে দেন নয়টি খাদ্যপণ্যের 'প্রকৃতমূল্য'। ন্যুরেমবার্গ ইন্সটিটিউট অব টেকনোলজি অ্যান্ড দ্য ইউনিভার্সিটি অব গ্রাইফসভাল্ড এর বিজ্ঞানীদের নির্ধারণ করা মূল্যে নয়টি পণ্য বিক্রি করে যা আয় হবে সেই অর্থ আল্পসের পরিবেশ রক্ষার প্রকল্প এবং কৃষক পরিবারদের সহায়তায় ব্যয় করতে চায় পেনি।

তাদের এমন পরিকল্পনাকে সাধুবাদ জানিয়েছেন অনেকে। তবে ভোক্তারক্ষা সংগঠন ফুডওয়াচ বিষয়টিকে মোটেই ভালো চোখে দেখছে না। তারা মনে করে, সুপারমার্কেট পেনি'র পরিবেশরক্ষার দোহাই দিয়ে সোজা অঙ্কে বেশি দামে খাদ্যপণ্য বিক্রির উদ্যোগ 'নিখাদ পিআর স্টান্ট'। পেনি যে শুধু পরিবেশসচেতনতা বাড়ানোর জন্য কিছু করছে না তা বোঝাতে গিয়ে মাংসসহ আরো কিছু খাদ্যপণ্যের দাম বেশি বিক্রি এবং বেশি লাভের আশায় কয়েকদিন আগেই কমিয়ে দেয়ার বিষয়টিও তুলে ধরেছে ফুডওয়াচ। পেনি কর্তৃপক্ষ কিছু খাদ্যপণ্যের 'প্রকৃতমূল্য' নির্ধারণের সময়েই মাংসের মতো কিছু পণ্যের দাম কমানোর অভিযোগ অবশ্য অস্বীকার করেনি। তবে তাদের দাবি, সরবরাহ অতিরিক্ত বেড়ে যাওয়ার কারণেই সেসব পণ্যের দাম কমাতে হয়েছে।

ফুডওয়াচের পাশাপাশি জার্মানির ফার্মার্স অ্যাসোসিয়েশনও পেনির 'প্রকৃতমূল্য' উদ্যোগের কঠোর সমালোচনা করেছে। কৃষকদের সংগঠন মনে করে, যে সুপারমার্কেট সাধারণত বিশেষ ছাড়ে পণ্য বিক্রি করে, তাদের এই বেশি দামে পণ্য বিক্রির উদ্যোগ আসলে 'গ্রিনওয়াশ'।

ম্যোদীর বিরুদ্ধে কতটা চ্যালেঞ্জ ছুড়বে 'ইন্ডিয়া'?

কলকাতা ঃ ভারতে বিজেপির বিরুদ্ধে একজোট হয়ে লড়তে মঞ্চ গড়েছে বিরোধীরা। ঘোষিত লক্ষ্য একটাই, হারাতে হবে । যদিও 'ইন্ডিয়া' জোটের একাধিক দলের মধ্যে বনিবনা নেই। প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদীকে কতটা চ্যালেঞ্জ ছুড়তে পারবে 'ইন্ডিয়া'?

প্রায় এক দশক ধরে ভারতের রাজনীতি মোদীময়। শুধু লোকসভা নয়, বিধানসভা ভোটেও বিজেপি জয় পেয়েছে তার মুখ সামনে রেখে। বেকারি, মূল্যবৃদ্ধি, গণতান্ত্রিক অধিকারের প্রশ্ন জোরালো ভাবে উঠছে ২০২৪-এর লোকসভা ভোটের মুখে। এর সঙ্গে রয়েছে নয় বছরের প্রতিষ্ঠান বিরোধিতা।

এই পরিস্থিতিতে একজোট দেশের কয়েকটি অগ্রণী বিরোধী শক্তি। কর্নাটকের বেঙ্গালুরুতে ১৭ ও ১৮ জুলাই বিরোধীদের সম্মিলিত সভায় জন্ম হয়েছে নয়া জোটের। বিরোধীদের দ্বিতীয় বৈঠক হয়েছে বিহারের পাটনায়। জোটের নাম ইন্ডিয়ান ন্যাশনাল ডেভলেপমেন্টাল ইনক্লুসিভ অ্যালায়েন্স (আইএনডিআইএ) বা 'ইন্ডিয়া'।

জোটে রয়েছে ২৬টি দল। কংগ্রেস ও বামপন্থীদের পাশাপাশি শরিক পশ্চিমবঙ্গের তৃণমূল কংগ্রেস, উত্তরপ্রদেশের সমাজবাদী পার্টি, বিহারের জনতা দল ইউনাইটেড, রাষ্ট্রীয় জনতা দল, দিল্লির আম আদমি পার্টি, মহারাষ্ট্রের এনসিপির মতো গুরুত্বপূর্ণ একঝাঁক আঞ্চলিক দল। শুধু বৈঠক নয়, ময়দানের লড়াইয়ে জোটের নেতাদের একসঙ্গে সামিল হতে দেখা যাচ্ছে। মণিপুর ইস্যুতে সংসদের ভিতরে ও বাইরে প্রতিবাদে একজোট বিরোধীরা। প্রধানমন্ত্রীর বিবৃতি দাবি করে লোকসভার চলতি বাদল অধিবেশনে অচল করে রেখেছে 'ইন্ডিয়া'। জোটের প্রতিনিধিরা গিয়েছেন মণিপুর সফরে। একসঙ্গে দরবার করেছেন রাষ্ট্রপতির কাছে। কিছুদিন আগেই নরেন্দ্র মোদী দাবি করেছিলেন, তিনি একাই সব বিরোধীর থেকে বেশি শক্তিশালী! ছবিটায় এখন বদল দেখা যাচ্ছে। পাটনায় যেদিন বৈঠকে বসেছিল বিরোধী জোট, সেই দিনই দিল্লিতে 'মৃতপ্রায়' এনডিএর সভা ডাকে বিজেপি। ৩৮টি দল তাতে যোগ দেয়। ২৫ বছর আগে এনডিএ তৈরি হয়েছিল। বছরের পর বছর বিজেপি নেতৃত্বাধীন এই জোট ছিল কার্যত অস্তিত্বহীন, তাকে ফের কেন জাগিয়ে তোলা? যেখানে ৩৮টি দলের মধ্যে ১৬টির লোকসভায় কোনো প্রতিনিধি নেই। কখনো ভোটে লড়েনি নয়টি দল।

প্রধানমন্ত্রী 'ইন্ডিয়া' জোটের নাম নিয়ে কটাক্ষ করেছেন। ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানি, ইন্ডিয়ান মুজাহিদিনের মতো সংগঠনের প্রসঙ্গও টেনে এনেছেন। তা হলে কি বিজেপি বিরোধীদের সঙ্ঘবদ্ধ চেহারা দেখে উদ্বেগে?

বিজেপি মুখপাত্র শমীক ভট্টাচার্য বলেন, ভারতের মানুষ জনতা সরকার দেখেছে। ভিপি সিং, চন্দ্রশেখর, গুজরাল, দেবগৌড়ার সরকার দেখেছে। ভোটাররা অস্থায়ী সরকার চান না। তাই বিরোধীদের এই জমায়েত নিয়ে বিজেপি চিন্তিত নয়। শমীকের সওয়াল, যে বাম ও কংগ্রেস নেতাকর্মীরা পশ্চিমবঙ্গে খুন হচ্ছেন, যারা বলছেন মোদীদিদি গটআপ, তারা কীভাবে ভোটের জন্য কেন্দ্রীয় স্তরে হাত মেলাচ্ছেন?

বিজেপির এই প্রশ্ন অস্বস্তিতে রাখছে জোটকে। 'ইন্ডিয়া'র শরিকরা একাধিক রাজ্যে যুযুধান। একের বিরুদ্ধে এক প্রার্থী দেয়ার ফর্মুলা বার করা কি সহজ হবে? সিপিএম সাধারণ সম্পাদক সীতারাম ইয়েচুরি বলেই দিয়েছেন, পশ্চিমবঙ্গে তৃণমূলের সঙ্গে বোঝাপড়া হবে না। কংগ্রেসের কেন্দ্রীয় নেতৃত্ব এ বিষয়ে নীরব থাকলেও পশ্চিমবঙ্গ প্রদেশ নেতৃত্ব তৃণমূলের বিরুদ্ধে একেবারে খড়্গহস্ত। তৃণমূলের বিরুদ্ধে দুর্নীতি, স্বজনপোষণ, গণতন্ত্র হত্যার ভূরি ভূরি অভিযোগ উঠেছে। গত মাসের পঞ্চায়েত নির্বাচন রাজ্যের শাসকবিরোধী সংঘাতকে আরো তীব্র করেছে। দুই পক্ষের হানাহানিতে ৫০ জনের বেশি মানুষের মৃত্যু হয়েছে। ভোটে ব্যাপক কারচুপির অভিযোগ উঠেছে। কংগ্রেস নেতা, আইনজীবী কৌস্তভ বাগচী বলেন, ২০১১ সাল থেকে তৃণমূল এখানে যে অত্যাচার চালাচ্ছে, তার বিরোধিতা করতেই হবে। এরা কংগ্রেসকে দিনের পর দিন দুর্বল করেছে। এরা পাহাড়প্রমাণ দুর্নীতির সঙ্গে জড়িত। তৃণমূলকে এক ইঞ্চিও জমি ছাড়া হবে না। তৃণমূল জাতীয় ও রাজ্যের পরিস্থিতিকে আলাদা করে দেখছে। তৃণমূল মুখপাত্র, আইনজীবী বিশ্বজিৎ দেব বলেন, রাজ্যে লড়াই হবে, কিন্তু কেন্দ্রীয় স্তরে সবাই একটি বিষয়ে একমত বিজেপি সরকারকে সরাতে হবে। রাজ্য ও কেন্দ্রের রাজনীতিকে গুলিয়ে ফেললে চলবে না। গণতন্ত্র, সংবিধান রক্ষার বৃহত্তর স্বার্থে এটা জরুরি। কিন্তু তৃণমূলের বিরুদ্ধেই তো গণতন্ত্র হত্যার অভিযোগ উঠছে! বিশ্বজিতের ব্যাখ্যা, বিরোধীরা পরিকল্পিত সন্ত্রাস চালিয়েছে। আমাদের ১৮ জন কর্মী খুন হয়েছেন। ৬০ হাজারের বেশি বুথের কতগুলিতে গন্ডগোল হয়েছে?

অপপ্রচার রোধে ইসিকে সহায়তা দিতে চায় ফেসবুক

ঢাকা ঃ আসছে দ্বাদশ জাতীয় সংসদ নির্বাচন কেন্দ্রিক অপপ্রচার রোধে নেগেটিভ (নেতিবাচক) কনটেন্ট ব্লকের ক্ষেত্রে নির্বাচন কমিশনকে সহায়তা দিতে আগ্রহী সামাজিক যোগাযোগমাধ্যম ফেসবুক। তফসিল ঘোষণার পর থেকে ফেসবুকে অপপ্রচার, ঘৃণামূলক মন্তব্য, সাম্প্রদায়িকতা লঙ্ঘন হয় ফেসবুক এমন কনটেন্ট মুছে সহযোগিতা করতে পারে বলে জানানো হয়েছে। বৃহস্পতিবার রাজধানীর আগারগাঁওয়ে নির্বাচন ভবনে কমিশনের সিইসির সঙ্গে বৈঠক হওয়ার কথা থাকলেও পরে অতিরিক্ত সচিব অশোক কুমার দেবনাথের নেতৃত্বে প্রায় এক ঘণ্টার বৈঠক অনুষ্ঠিত হয়। সেখানে ফেসবুকের তিন সদস্যের একটি প্রতিনিধি দল স্বপ্রণোদিত হয়ে কমিশনের কাছ থেকে এ বিষয়ে সময় চেয়েছেন। বৈঠক শেষে অশোক কুমার দেবনাথ বলেন, আজকে আমরা ফেসবুকের একটা টিমের সঙ্গে মিটিং করেছি। আমাদের যে টেকনিক্যাল লোক আছে, তাদের নিয়ে বসেছিলাম। কারণ এখানে কিছু টেকনিক্যাল ব্যাপার ছিল। মূলত ব্যাপারটা ছিল ফেসবুকে যেসব অপপ্রচার হয়, সেই অপপ্রচারগুলো কীভাবে রোধ করা যায়। বিশেষ করে ঘৃণামূলক মন্তব্য, সাম্প্রদায়িকতা বা অন্যান্য যেসব ভায়োলেশন হয়। সেগুলো তারা ডিলিট করবে, রিমুভ করে দিবে, ব্লক করবে। মূলত এই ছিল মিটিংয়ের বিষয়বস্তু। আজকের আলোচনাকে প্রাথমিক আলোচনা বলে জানান তিনি। এই কর্মকর্তা আরও বলেন, পরবর্তীতে নির্বাচন কমিশনের একজন ফোকাল পয়েন্ট নির্ধারণ করা হবে, তাদের সঙ্গে যোগাযোগ রাখার জন্য। তারা নির্বাচন কমিশনের সঙ্গে যোগাযোগ করবে। আমাদের কাছে যেটা নেগেটিভ প্রতীয়মান হবে আমরা তাদেরকে জানাব, তারা সেটা রিমুভ করে দেবে। শুধু নির্বাচনকেন্দ্রিক বিভিন্ন কনটেন্ট বিষয়ে এমন পদক্ষেপ নেওয়া হবে। তিনি বলেন, তফসিল ঘোষণা পর এই কার্যক্রম শুরু হবে।

ওমানে আটক বাংলাদেশি সংসদ সদস্য, ১২ ঘন্টা পর মুচলেকায় ছাড়া

ঢাকা ঃ ওমানে রাজনৈতিক কর্মসূচিতে অংশ নেয়ায় চট্টগ্রামের সংরক্ষিত নারী আসনের সংসদ সদস্য খাদিজাতুল আনোয়ার সনি দেশটির আইনশৃঙ্খলা রক্ষাকারী বাহিনীর হাতে আটকের প্রায় ১২ ঘন্টা পর মুচলেকা দিয়ে ছাড়া পেয়েছেন। পরিচয় প্রকাশ করতে অনিচ্ছুক এক কূটনীতিক প্রতিবেদকের বরাতে দ্য ডেইলি স্টার জানিয়েছে, মঙ্গলবার (১ জুলাই) ব্যক্তিগত সফরে ওমানে যান খাদিজাতুল আনোয়ার সনি। রাতে হাফা হাউস মাসকট হোটেলে প্রায় শ'খানেক আওয়ামী লীগের নেতাকর্মীদের নিয়ে বৈঠক করেন তিনি। কিন্তু আগে থেকে অনুমতি না নিয়ে রাজনৈতিক বৈঠক করা বেআইনি হওয়ায়, দেশটির আইন শৃঙ্খলা রক্ষাকারী বাহিনী তাকে আটক করে। আটকের প্রায় ১২ ঘন্টা পর মুচলেকায় ছাড়া পান তিনি। বুধবার (২ জুলাই) পররাষ্ট্রমন্ত্রী ড. আব্দুল মোমেন সাংবাদিকদের বলেন, ''এ রকম কোন খবর আমরা জানি না। সরকারিভাবে আমরা কাউকে ওমানে পাঠাইনি এখন। আমিও আপনাদের (সাংবাদিকদের) থেকেই শুনলাম।'' ফটিকছড়ির আওয়ামী লীগ নেতা ও সাবেক সংসদ সদস্য প্রয়াত রফিকুল আনোয়ারের মেয়ে খাদিজাতুল আনোয়ার সনি। তিনি ২০১৯ সালে একাদশ জাতীয় সংসদের সংরক্ষিত মহিলা আসনের সদস্য হিসেবে মনোনীত হোন।

বুয়েটের ২৪ শিক্ষার্থীসহ ৩২ জন কারামুক্ত

ঢাকা ঃ সুনামগঞ্জ থেকে বাংলাদেশ প্রকৌশল বিশ্ববিদ্যালয়ের (বুয়েট) ২৪ জন শিক্ষার্থীসহ গ্রেপ্তার ৩৪ জনের মধ্যে ৩২ জন কারাগার থেকে মুক্তি পেয়েছেন। বুধবার রাত ১০টার দিকে একে একে সুনামগঞ্জ কেন্দ্রীয় কারাগার থেকে বেরিয়ে আসেন তারা। কারা কর্তৃপক্ষ কারাফটকে দাঁড়ানো অভিভাবকদের কাছে তাদের বুঝিয়ে দেয়। এর আগে সন্ধ্যায় আদালত থেকে তাদের জামিনের আদেশ কারাগারে পৌঁছায়। পরে প্রয়োজনীয় আনুষ্ঠানিকতা শেষে কারা কর্তৃপক্ষ তাদের মুক্তি দেয়। বুধবার দুপুরে সুনামগঞ্জের জুডিশিয়াল ম্যাজিস্ট্রেট মোহাম্মদ ফারহান সাদিকের আদালতে সুনামগঞ্জের টাঙ্গুয়ার হাওর থেকে গ্রেপ্তার ৩৪ জনের জামিন আবেদনের শুনানি হয়। শুনানি শেষে বিচারক ৩২ জনের জামিন মঞ্জুর করেন। গ্রেপ্তার বাকি দু'জন কিশোর হওয়ায় তাদের জামিন আবেদনের নথি শিশু আদালতে পাঠানোর কথা বলেন আদালত। উল্লেখ্য, সরকারের বিরুদ্ধে 'গোপন ষড়যন্ত্র ও জননিরাপত্তা বিঘ্নিত করার আশঙ্কায়' রোববার বিকেলে টাঙ্গুয়ার হাওর থেকে ৩৪ জনকে আটক করা হয়। পরদিন (সোমবার) বিকেলে তাদের বিরুদ্ধে সন্ত্রাসবিরোধী আইনে পুলিশ বাদী হয়ে তাহিরপুর থানায় একটি মামলা করে। এ মামলায় গ্রেপ্তার দেখিয়ে তাদের আদালতে হাজির করলে আদালতের বিচারক ৩২ জনকে কারাগারে পাঠানোর আদেশ দেন। এ ছাড়া বাকি দু'জন অপ্রাপ্তবয়স্ক হওয়ায় তাদের কিশোর সংশোধনাগারে পাঠানো হয়। পুলিশের ভাষ্যমতে, গ্রেপ্তার ৩৪ জনের মধ্যে ২৪ জন্য বুয়েটের বর্তমান শিক্ষার্থী। এদের মধ্যে ছয়জন প্রথম বর্ষ, ছয়জন দ্বিতীয় বর্ষ, পাঁচজন তৃতীয় বর্ষ, পাঁচজন চতুর্থ বর্ষ এবং দু'জন স্নাতকোত্তর শ্রেণিতে পড়ছেন। বাকি ১০ জনের মধ্যে সাতজন বুয়েটের সদ্য সাবেক শিক্ষার্থী। আর অন্য তিনজনের মধ্যে দু'জন এবার এসএসসি পাস করেছেন এবং একজন বুয়েটের এক শিক্ষার্থীর বাসায় কাজ করেন।

রাতে বাসায় পুলিশের অভিযান, দিনে নুরের ওপর হামলা

ঢাকা ঃ নুরুল হক নুরের হাতিরঝিলের বাসায় মঙ্গলবার গভীর রাতে অভিযান চালায় পুলিশ। তখন দরজা ভেঙে ছাত্র অধিকার পরিষদের সভাপতিকে আটক করা হলেও বুধবার দুপুরে তিনি জামিন পান। বিকেলে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় এলাকায় হামলার শিকার হন নুর। বুধবার বিকেলে হওয়া এ হামলার জন্য গণঅধিকার পরিষদের কেন্দ্রীয় কমিটির সদস্য আবু হানিফ ছাত্রলীগকে দায়ী করেছেন। হামলায় ২০-২৫ জন আহত হয়েছেন বলে জানান তিনি। আবু হানিফ আরো জানান, আহতদের ঢাকা মেডিকেল কলেজ হাসপাতালসহ বিভিন্ন হাসপাতালে ভর্তি করা হয়েছে এবং নুরকে ইসলামী ব্যাংক হাসপাতালে নেয়া হয়েছে। আবু হানিফ বলেন, বিশ্ববিদ্যালয়ের রাজু ভাস্কর্যের সামনে ছাত্র অধিকার পরিষদের পূর্ব নির্ধারিত প্রতিবাদ সমাবেশ ছিল। রাজনৈতিক দলের ওপর দমন-পীড়ন, বুয়েটের ৩১ ছাত্রকে গ্রেপ্তার ও নুরের বাসায় পুলিশের তাণ্ডবের প্রতিবাদে ওই কর্মসূচি দেয়া হয়। নুর সেখানে গেলে তার ওপর হামলা চালানো হয়। বিকেল পাঁচটার দিকে এ হামলা হয়। তিনি বলেন, আগে থেকেই ছাত্রলীগের নেতা-কর্মীরা ওই এলাকায় অবস্থান নিয়েছিল। তারা মোটরসাকেলে করেও পুরো এলাকায় মহড়া দেয়। নুর মিছিল নিয়ে সেখানে যাওয়ার পর মোটরসাইকেল দিয়ে ঘিরে তারা লাঠিসোঁটা নিয়ে পরিকল্পিতভাবে হামলা চালায়। তবে ছাত্রলীগের ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় শাখার সাধারণ সম্পাদক তানভীর হাসান সৈকত এই অভিযোগ অস্বীকার করে বলেন, নুর ও তার বহিরাগত সহযোগীদের সাধারণ শিক্ষার্থীরা প্রতিরোধ করেছে। ছাত্রলীগ কোনো হামলা করেনি। তিনি দাবি করেন, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে অস্থিতিশীল পরিস্থিতি সৃষ্টির চেষ্টা চলছিল কয়েকদিন ধরে। তারই প্রতিবাদে শান্তিপূর্ণ ও নিরাপদ ক্যাম্পাসের দাবিতে বিকেলে রাজু ভাস্কর্য এলাকায় সাধারণ শিক্ষার্থীদের মানববন্ধন চলছিল। সেই সময়ে নুর বহিরাগতদের নিয়ে মিছিল করে ওই এলাকায় গেলে সাধারণ শিক্ষার্থীরা প্রতিরোধ করে। এর আগে মঙ্গলবার দিবাগত রাত দুইটার দিকে গণঅধিবার পরিষদের সভাপতি নুরুল হক নুরের হাতিরঝিলের মহানগর প্রজেক্ট এলাকায় বাসায় অভিযান চালিয়ে মহানগর গোয়েন্দা বিভাগের সদস্যরা ছাত্র অধিকার পরিষদের সভাপতি বিন ইয়ামিন মোল্লাকে আটক করে। নুর ফেসবুক লাইভে অভিযোগ করেন, পুলিশ তার বাসার দুটি দরজা ভেঙে ঢুকে ইয়ামিনকে আটক করে। এ সময় তারা নারকীয় তাণ্ডব চালায় বলেও দাবি করেন নুর। তিনি বলেন, পুলিশ তার বাসার সিসি ক্যামেরার সরঞ্জাম ও মোবাইল ফোন নিয়ে গেছে। তিনি আরো বলেন, পুলিশকে সকাল পর্যন্ত অপেক্ষা করে বাসায় ঢোকার অনুরোধ করা হলেও তারা শোনেননি। গণঅধিকার পরিষদের সাধারণ সম্পাদক মুহাম্মদ রাশেদ খান বলেন, নুরের বাসায় ছাত্র অধিকার পরিষদের সভাপতি ইয়ামিন ছিল। নুর অনুরোধ করেছিল তার বাসায় বাচ্চারা আছে, তারা ভয় পচ্ছে, পুলিশ যেন দরজা না ভেঙে সকালে বাসায় ঢোকে। কিন্তু পুলিশ দরজা ভেঙে বাসায় ঢুকে ইয়ামিনকে আটক করে। তারা নুরকে আটকের কোনো চেষ্টা করেনি। তিনি বলেন, একই রাতে ইয়ামিনের বাবা এবং ছাত্র অধিকার পরিষদের যুগ্ম সম্পাদক নাজমুল হাসানকেও আটক করা হয়। তবে পরে তাদের ছেড়ে দেয়া হয়েছে। মতিঝিল গোয়েন্দা বিভাগের উপ-পুলিশ কমিশনার রাজিব আল মাসুদ সংবাদমাধ্যমের কাছে দাবি করেছেন, ছাত্র অধিকার পরিষদের সভাপতি বিন ইয়ামিন মোল্লাকে ২১ জুলাই একটি ভাঙচুরের ঘটনার মামলায় আটক করা হয়। নুর তাকে তার বাসায় আশ্রয় দিয়েছিল। তাই তার বাসায় অভিযান চালানো হয়। নুরের বাসায় ভাঙচুর, সিসিটিভির বিভিন্ন সরঞ্জাম ও মোবাইল ফোন নিয়ে যাওয়ার অভিযোগ প্রসঙ্গে তিনি বলেন, নুর এসব বানিয়ে বলছেন। এই অভিযোগ সম্পূর্ণ মিথ্যা ও বানোয়াট। পুলিশ অভিযানের সময় এমন কিছুই করেনি। এদিকে সুনামগঞ্জের টাঙ্গুয়ার হাওর থেকে গ্রেপ্তার করা বুয়েটের ৩১ জন শিক্ষার্থীকে সুনামগঞ্জের আদালত জামিন দিয়েছেন ।তারা বুয়েটের বিভিন্ন বিভাগ ও বর্ষের শিক্ষার্থী। বুধবার দুপুরে চিফ জুডিসিয়াল ম্যাজিস্ট্রেট আদালতের বিচারক মো. ফারহান সাদিক তাদের জামিন মঞ্জুর করেন। মোট ৩৪ জনকে আটক করা হয়েছিল। বাকি তিন জনের দুইজন এ বছর এসএসসি পরীক্ষা দেবেন। পুলিশ দাবি করেছে ওই ৩১ জনের মধ্যে দুইজন বুয়েটের সাবেক শিক্ষার্থী। তাহিরপুর থানা পুলিশ তাদের আটকের পর তাদের বিরুদ্ধে জঙ্গি ও সন্ত্রাস দমন আইনে মামলা করে পাঁচ দিনের রিমান্ডেরও আবেদন করেছিল। আটকের দিন পুলিশ দাবি করে, তারা সবাই ইসলামী ছাত্র শিবিরের নেতাকর্মী। তাদের গোপন বৈঠক থেকে আটক করা হয়। পুলিশের দায়ের করা মামলায় বলা হয়েছে, তারা টাঙ্গুয়ার হাওরে ভ্রমণের পর দুপুরের দিকে পাটলাই নদী দিয়ে যাওয়ার সময় সন্ত্রাসী কার্যকলাপ ঘটানো, জনসাধারণের জানমালের ক্ষতি করার জন্য গোপন ষড়যন্ত্র এবং ধর্মীয় জিহাদ সৃষ্টির মাধ্যমে সরকারের বিরুদ্ধে ষড়যন্ত্রমুলক একটি বৈঠক করেন। তবে আটক শিক্ষার্থী গালিব আম্মারের ভাই আলী হাসান জুনায়েদ দাবি করেন, তাদের অযথাই আটক করা হয়েছিল। তারা ঢাকা থেকে সবাই একসঙ্গে না গেলেও হাওরে গিয়ে তাদের সবার দেখা হয়। এরপর তারা একসঙ্গে টাঙ্গুয়া হাওরে ঘুরতে যায়, সেখান থেকে পুলিশ তাদের সবাইকে আটক করে। আমার ভাই আমাকে বলেই ঘুরতে গিয়েছিল। তারা একই বিভাগের নয়, বিভিন্ন বিভাগের বিভিন্ন বর্ষের ছাত্র।

মেসির লাল কার্ড না পাওয়াকে সার্কাস বললেন অরল্যান্ডো সিটির কোচ

প্যারিস (ওয়েবডেস্ক) ঃ লিওনেল মেসি ইন্টার মায়ামিতে যোগ দেওয়ার পর প্রাকৃতিক দুর্যোগ যেন লেগেই আছে! ঝড়, বৃষ্টি ও বজ্রপাতের কারণে গত ১৬ জুন মেসিবরণ অনুষ্ঠান শুরু হয়েছিল দুই ঘন্টা দেরিতে। আজ একই কারণে খেলা শুরু হতে দেরি হয়েছে দেড় ঘণ্টা। তাতে অবশ্য ম্যাচের ফলে প্রভাব পড়েনি। মেসি প্রতিপক্ষের ওপর দিয়ে যে বইয়ে দিয়েছেন আরেক দুর্যোগ যেটাকে মায়ামির সবুজ গালিচায় বিদ্যুচ্চমক বলা যেতে পারে।

ঘরের মাঠ ডিআরভি পিএনকে স্টেডিয়ামে আজ মেসির জোড়া গোলে অরল্যান্ডো সিটিকে ৩-১ ব্যবধানে হারিয়েছে ইন্টার মায়ামি। যুক্তরাষ্ট্রের ক্লাবটির হয়ে তিন ম্যাচেই ৫ গোল করে ফেলেছেন মেসি। গত ২৬ জুলাই ক্লাবটির হয়ে নিজের দ্বিতীয় ম্যাচেও করেছিলেন জোড়া গোল। আর অভিষেক ম্যাচের যোগ করা সময়ে ফ্রি কিক থেকে গোল করে দলকে জিতিয়েছিলেন। মেসির ভেলায় চড়ে লিগস কাপের শেষ ষোলোতেও উঠে গেছে মায়ামি।

মায়ামির জার্সিতে মেসির আগের দুই ম্যাচে অবশ্য সেভাবে উত্তাপ ছড়ায়নি। প্রতিপক্ষ ক্রুজ আজুল ও আটলান্টা ইউনাইটেডের খেলোয়াড়রা মেসির মতো কিংবদন্তির সঙ্গে খেলতে পেরেই হয়তো নিজেদের ধন্য মনে করেছেন। ম্যাচ শেষে সৌহার্দ্যপূর্ণ আলোচনা দেখে সেরকমই মনে হয়েছে।

কিন্তু আজ দেখা গেছে ভিন্ন চিত্র। ‘ডার্বি ম্যাচ’ বলেই হয়তো কেউ কাউকে ছাড় দিতে চায়নি। মায়ামি-অরল্যান্ডো দুই দলই যে যুক্তরাষ্ট্রের ফ্লোরিডা অঙ্গরাজ্যের। এই লড়াইটা ‘ফ্লোরিডা ডার্বি’ নামে পরিচিত। এমন ম্যাচে দলকে জেতানোর পথে তিক্ত অভিজ্ঞতাও হয়েছে মেসির। মায়ামির জার্সিতে প্রথমবার দেখেছেন হলুদ কার্ড। ম্যাচের ২০ মিনিটে অরল্যান্ডোর ওয়াইলদের কার্তাহেনাকে ফাউল করে হলুদ কার্ড দেখেন আর্জেন্টাইন তারকা। ৭ কার্ডের ম্যাচে সেটা ছিল প্রথম।

প্রথমার্ধের যোগ করা সময়ে মেসিকে লাল কার্ড দেখে মাঠও ছাড়তে হতে পারত। এ দফায় অরল্যান্ডোর সেজার আরাউহোকে কাঁধ দিয়ে ধাক্কা দেন। কিন্তু রেফারি ইভান বার্তন এবার কোনো কার্ড না দেখানোয় পার পেয়ে যান। এরপর ১-১ সমতা নিয়ে বিরতিতে যায় দুই দল। দ্বিতীয়ার্ধে আরও দুই গোল করে ম্যাচ জেতে মায়ামি যার একটি করেন মেসি। মেসি লাল কার্ড দেখলে দ্বিতীয়ার্ধে এক খেলোয়াড় কম নিয়ে খেলতে হতো মায়ামিকে। সে ক্ষেত্রে ম্যাচের ফলও ভিন্ন হতে পারত বলে মনে করেন অরল্যান্ডো কোচ অস্কার পারেহা। কলম্বিয়ান এই কোচের দাবি, মেসি সর্বকালের অন্যতম সেরা ফুটবলার বলেই তাঁর প্রতি পক্ষপাতিত্ব করেছেন রেফারি বার্তন ও ম্যাচ অফিসিয়ালরা।

ম্যাচ শেষে সাংবাদিকদের পারেহা বলেছেন, ‘আজ রাতে (স্থানীয় সময়) যা হয়েছে, সেটা স্রেফ সার্কাস। মেসির দ্বিতীয়বার হলুদ কার্ড দেখার কথা ছিল। কিন্তু দেখানো হয়নি। (সিদ্ধান্ত নেওয়ার ক্ষেত্রে) মেসি হলেও আমি তাকে পরোয়া করি না।’

মায়ামির তিন গোলের একটি এসেছে পেনাল্টি থেকে। ৫১ মিনিটে সফল স্পট কিকে দলকে এগিয়ে দেন হোসেফ মার্তিনেজ। অরল্যান্ডো কোচ পারেহার দাবি, তাঁর দলও বেশ কয়েকটি পেনাল্টি পেয়েছিল। কিন্তু রেফারি সাড়া দেননি, ‘আমরা পেনাল্টির আবেদন জানিয়েছিলাম, দেওয়া হয়নি। তাদের (রেফারি-লাইন্সম্যানদের) ম্যাচ পরিচালনা ছিল হাস্যকর। ম্যাচে এমন কিছু পরিস্থিতির সৃষ্টি হয়েছিল, যা হওয়া উচিত হয়নি। আমরা খুব হতাশ হয়ে পড়েছিলাম। তবু শান্ত থাকার চেষ্টা করেছি।’

ইন্টার মায়ামির হয়ে মেসি প্রথম তিন ম্যাচই খেলেছেন ক্লাবের নিজেদের মাঠ ডিআরভি পিএনকে স্টেডিয়ামে। যুক্তরাষ্ট্রের অন্য শহরের সমর্থকদের তাই মেসির খেলা দেখার সুযোগ এখনো আসেনি। তাদের সেই অপেক্ষা রোববার শেষ হতে চলেছে। ওই দিন লিগস কাপের শেষ ষোলোতে টেক্সাস অঙ্গরাজ্যের ক্লাব এফসি ডালাসের মুখোমুখি হবে মেসির মায়ামি। ম্যাচটি হবে ডালাসের মাঠ টয়োটা স্টেডিয়ামে।

চলে গেলেন পিসিবির আলোচিত সাবেক চেয়ারম্যান ইজাজ বাট

লাহোর ঃ মারা গেছেন পাকিস্তান ক্রিকেট বোর্ডের (পিসিবি) সাবেক চেয়ারম্যান ও সাবেক উইকেটকিপার ইজাজ বাট। লাহোরে ৮৫ বছর বয়সে মারা গেছেন তিনি। তাঁর মৃত্যুতে শোক জানিয়েছে পিসিবি। পিসিবির ইতিহাসের অন্যতম আলোচিত চেয়ারম্যান ছিলেন ইজাজ। তাঁর আমলে বেশ টালমাটাল পরিস্থিতির মধ্য দিয়ে গেছে দেশটির ক্রিকেট। ২০০৯ সালে লাহোরে শ্রীলঙ্কা দল ও ম্যাচ অফিশিয়ালদের ওপর সন্ত্রাসী হামলা, ২০১০ সালে স্পট ফিক্সিং কেলেঙ্কারি, একাধিকবার অধিনায়কত্বে বদল ও কয়েকজন ক্রিকেটারকে অনির্দিষ্টকালের নিষেধাজ্ঞা দেওয়ার মতো ঘটনা ঘটেছিল ইজাজের সময়ে।

২০০৮ সালে তখনকার পাকিস্তানের প্রেসিডেন্ট আসিফ আলী জারদারি ইজাজকে পিসিবির চেয়ারম্যান হিসেবে নিয়োগ দিয়েছিলেন। তাঁর দায়িত্ব নেওয়ার পাঁচ মাসের মধ্যেই লাহোরে সন্ত্রাসী হামলার ঘটনা ঘটে। সে হামলায় আটজন প্রাণ হারান এবং শ্রীলঙ্কার ক্রিকেটার, ম্যাচ অফিশিয়ালসহ আহত হন অনেকে। এ ঘটনার কারণে দীর্ঘদিন আন্তর্জাতিক ক্রিকেট আয়োজন করতে পারেনি পাকিস্তান।

ওই সন্ত্রাসী হামলার পর আইসিসির ম্যাচ রেফারি ক্রিস ব্রড নিরাপত্তাব্যবস্থা নিয়ে প্রশ্ন তুলেছিলেন। বাট সেসবকে ‘মিথ্যা’ বলে উড়িয়ে দেন।

২০১০ সালে অস্ট্রেলিয়া সফরের পর মোহাম্মদ ইউসুফ ও ইউনুস খানের মতো ক্রিকেটারকে অনির্দিষ্টকালের জন্য নিষিদ্ধ করেছিল পিসিবি। শোয়েব মালিক, নাভেদ-উল-হাসানকে দেওয়া হয়েছিল এক বছরের নিষেধাজ্ঞা। অন্যদিকে শহীদ আফ্রিদি, কামরান আকমল ও উমর আকমলকে রাখা হয়েছিল ছয় মাসের নজরদারিতে। অবশ্য ইউসুফ ও ইউনুস কয়েক মাস পরই টেস্ট ক্রিকেটে ফেরেন।

সে বছরই লর্ডস টেস্টে স্পট ফিক্সিংয়ে জড়ানোর প্রমাণ পাওয়া যায় তিন ক্রিকেটার অধিনায়ক সালমান বাট, মোহাম্মদ আসিফ ও মোহাম্মদ আমিরের বিপক্ষে। টাকার বিনিময়ে আমির ও আসিফ ইচ্ছা করে ‘নো’ বল করেছিলেন বলে অভিযোগ ওঠে। শেষ পর্যন্ত নিষিদ্ধ হন তিনজনই, কারাভোগও করতে হয় তাঁদের। পিসিবি ও ইসিবির মধ্যে সে সময় সম্পর্কের অবনতি হয়, যাতে অবদান ছিল ইজাজেরও।

২০১১ সালে এখনকার প্রেসিডেন্ট জাকা আশরাফকে পিসিবি চেয়ারম্যান হিসেবে জায়গা করে দিতে হয় তাঁর। সেই আশরাফ ইজাজের মৃত্যুতে বলেছেন, ‘পিসিবির পক্ষ থেকে ইজাজ বাটের মৃত্যুতে আমি গভীর সমবেদনা জানাই। ব্যক্তিগতভাবে তাঁকে জানার সৌভাগ্য হয়েছিল আমার। তাঁর জন্য অনেক সম্মান আছে আমার। ইজাজ বাটের পরিবার ও বন্ধুদের আমি গভীর সমবেদনা জানাই এবং তাঁদের নিশ্চিত করতে চাই যে পাকিস্তান ক্রিকেটে অবদান রাখার জন্য তাঁকে সব সময় মনে রাখা হবে।’

পাকিস্তানের হয়ে আটটি টেস্ট খেলা এ উইকেটকিপার-ব্যাটসম্যানের অভিষেক হয়েছিল ১৯৫৯ সালে ওয়েস্ট ইন্ডিজের বিপক্ষে করাচিতে। ১৯৬২ সালে ওভালে ইংল্যান্ডের বিপক্ষে শেষ টেস্ট খেলেছিলেন তিনি। ১৯৮২ সালে অস্ট্রেলিয়া সফরে পাকিস্তান দলের ম্যানেজারের দায়িত্ব পালন করেছিলেন। কয়েকবার নির্বাচক কমিটির প্রধানও ছিলেন। ১৯৮৪ থেকে ১৯৮৮ সালের মধ্যে তখনকার বোর্ড অব কন্ট্রোল ফর ক্রিকেট ইন পাকিস্তানের (এখনকার পিসিবি) সচিবের দায়িত্বও পালন করেছিলেন ইজাজ।

১৬৪ দিন পর পিএসজির হয়ে গোল পেলেন নেইমার

প্যারিস ঃ ১৬৪ দিন, সময়ের ক্যালকুলেটর এটাই বলছে। ১৯ ফেব্রুয়ারি ২০২৩ থেকে ৩ আগস্ট ২০২৩ মোট ১৬৪ দিন। পিএসজির হয়ে এত দিন পর মাঠে নামলেন নেইমার। গোলও পেলেন ১৬৪ দিন পরই! ১৯ ফেব্রুয়ারি ২০২৩ তারিখটা নেইমারের জন্য একটু অন্য রকমই ছিল। ফ্রেঞ্চ লিগ ‘আঁ’তে সেদিন লিলের বিপক্ষে ১১ মিনিটেই পিএসজি এগিয়ে গিয়েছিল। কিলিয়ান এমবাপ্পের করা সেই গোলের জোগানদাতা ছিলেন নেইমার। এর ছয় মিনিট পর নিজেই গোল পান। কিন্তু ৫১ মিনিটে চোট পেয়ে মাঠের বাইরে চলে যেতে হয় তাঁকে।

চোট যেদিন পেয়েছেন, সেদিনই পিএসজির কোচ ক্রিস্তফ গালতিয়ের জানিয়েছেন, চোট গুরুতরই। ৬ মার্চ পিএসজি আনুষ্ঠানিকভাবে জানায় অ্যাঙ্কেলে অস্ত্রোপচার করাতে হবে নেইমারকে। পুরো মৌসুমের জন্য মাঠের বাইরে ছিটকে গেছেন ব্রাজিলিয়ান তারকা।

সেই ছিটকে যাওয়ার পর মাঠের বাইরে বসে কত কী দেখলেন নেইমার! লিওনেল মেসি চুক্তি নবায়ন না করে ইন্টার মায়ামিতে চলে গেলেন। মেসি আর তাঁর নিজের বিরুদ্ধে পিএসজি সমর্থকদের বিক্ষোভ দেখলেন। আগামী মৌসুমের পর আর চুক্তি নবায়ন করবেন না বলে এমবাপ্পের চিঠি দেওয়ার বিষয় তো দেখলেন কদিন আগে। এত কিছু দেখতে দেখতে সেরে ওঠা নেইমার ৫ মাস ১৪ দিন পর আজ পিএসজির হয়ে মাঠে নামলেন।

দক্ষিণ কোরিয়ার বুসানে জিয়নবুক হুন্দাই মোটরসের সঙ্গে প্রাক্-মৌসুম প্রস্তুতির প্রীতি ম্যাচ দিয়ে মাঠে ফেরাটা নেইমার স্মরণীয় করে রেখেছেন জোড়া গোলে। হুন্দাই মোটরসের বিপক্ষে পিএসজি জিতেছে ৩-০ গোলে। ৪০ মিনিটে দলের প্রথম গোলটি করেছেন নেইমার। ৮৩ মিনিটে করেন নিজের ও দলের দ্বিতীয় গোল।

শুধু গোল করেই নয়, দলের জয়ে অবদান রেখেছেন গোল করিয়েও। ৮৮ মিনিটে মার্কো আসেনসিওর গোলটি এসেছে তাঁরই দুর্দান্ত এক পাস থেকে। দলবদলের নাটকের কারণে কিলিয়ান এমবাপ্পেকে এশিয়া সফরের দলে রাখেনি পিএসজি। তবে আরেক এমবাপ্পে, কিলিয়ানের ভাই এথান ছিলেন শুরুর একাদশেই।

Compra Ahora
www.indiyfashion.com
indiY fashion
La toda sobre la moda india
Nuevas colecciones
• Ropa India y Accesorios • Vestido • Vestido Superior
• Faldas, Partalon Cubieratade cousion, Zapatos,
Bolso/Cartera Y otros Accesorios
Lámpara • ....y muchos más
Akki Media y Ropa India spa
IMPORTADORA
IMPORTACION/VENTA DE ROPA INDIA Y ACCESORIES
SALVADOR SANFUENTES # 2647, MALL PLAZA LILA MALL, LOCAL No. 201
Fono :- 932930142, WhatsApp : +91 9958050095
https://www.facebook.com/INDIYFASHION/
facebook
twitter
instagram
IMPORTACIÓN DIRECTA DE INDIA
ELIJA SU ESTILO
RASIKA
Clothing Line

কানাডার প্রধানমন্ত্রী জাস্টিন ট্রুডোর বিবাহ বিচ্ছেদ

মন্ট্রিয়ল (ওয়েবডেস্ক)ঃ কানাডার প্রধানমন্ত্রী জাস্টিন ট্রুডো এবং তার স্ত্রী সোফি ১৮ বছরের বৈবাহিক সম্পর্ক ইতি টানার ঘোষণা দিয়েছেন। দুজনের মধ্যে মধ্যে 'অর্থবহ এবং কঠিন আলাপ-আলোচনার' পর তারা এই ঘোষণা দিলেন। ইন্সটাগ্রাম পোস্টে এই দম্পতি জানিয়েছেন, তারা 'একটি ঘনিষ্ঠ পরিবারের মতো থাকবেন,যার ভিত্তি হবে ভালোবাসা ও সম্মান'।

২০০৫ সালে তারা মন্ট্রিয়লে বিয়ে করেন এবং বর্তমানে তাদের তিন সন্তান রয়েছে। মি. ট্রুডোর অফিস থেকে এক বিবৃতিতে জানানো হয়েছে, এই দম্পতি বিচ্ছেদ চুক্তিতে স্বাক্ষর করলেও তাদের এখনো জনসমক্ষে একসাথে দেখা যাবে।

বিচ্ছেদের জন্য যেসব আইনগত এবং নৈতিক পদক্ষেপ প্রয়োজন, সেগুলো নিশ্চিত করতে তারা কাজ করছেন। এবং সেগুলো চলমান রেখে তারা এগিয়ে যাবেন, বিবৃতিতে বলা হয়। সেখানে আরো বলা হয়, আগামী সপ্তাহে তারা পরিবার হিসেবে ছুটি কাটাতে যাবেন। এই দম্পতি তাদের তিন সন্তানের ব্যক্তিগত গোপনীয়তা বজায় রাখার প্রতি আহবান জানিয়েছেন। তাদের তিন সন্তান হচ্ছে - জ্যাভিয়ার (১৫), এলা গ্রেইস (১৪) এবং হার্ডিন (নয়)।

৫১ বছর বয়সী ট্রুডো এবং ৪৮বছর বয়সী সোফি গ্রেগরি ট্রুডোকে সাম্প্রতিক বছরগুলোতে একত্রে খুব কম গেছে। রাজা তৃতীয় চার্লসের অভিষেক এবং গত মার্চ মাসে যুক্তরাষ্ট্রের প্রেসিডেন্ট জো বাইডেনকে কানাডায় স্বাগত জানানোর সময় একত্রে দেখা গেছে।

২০১৫ সালে মি. ট্রুডো যখন প্রধানমন্ত্রী নির্বাচিত হন তখন এই দম্পতি ভগ ম্যাগাজিনে একসাথে সাক্ষাৎকার দিয়েছিলেন।

সে সাক্ষাৎকারে মি. ট্রুডো বলেছিলেন, সোফি গ্রেগরির সাথে তিনি যখন প্রথম দেখা করেছিলেন তখন বলেছিলেন, আমার বয়স ৩১ বছর, এবং আমি ৩১ বছর যাবত তোমার জন্য অপেক্ষা করছি।

২০২২ সালে তাদের বিয়ে বার্ষিকীতে মি. ট্রুডো ইন্সটাগ্রামে দীর্ঘমেয়াদী সম্পর্কের চ্যালেঞ্জ নিয়ে লিখেছিলেন।

আমরা রৌদ্রজ্জ্বল দিনের ভেতর দিয়ে যেমন গিয়েছি, ঝড়ের ভেতর দিয়েও গিয়েছি এবং দুটোর মাঝখান দিয়েও গিয়েছি, ইন্সটাগ্রামের সেই পোস্টে লিখেছিলেন মি. ট্রুডো। মি. ট্রুডো ২০১৪ সালে প্রকাশিত তার আত্মজীবনীতে বৈবাহিক জীবনের চ্যালেঞ্জ নিয়ে লিখেছেন। আমাদের বিয়ে পুরোপুরি ঠিক ছিল না। আমরা নানা রকম উত্থান-পতনের ভেতর দিয়ে গিয়েছি। তারপরেও সোফি আমার সবচেয়ে ভালো বন্ধু হিসেবে আছে, আমরা পার্টনার এবং আমার ভালোবাসা। আঘাত আসলেও আমরা একজন আরেকজনের প্রতি সৎ থেকেছি, আত্মজীবনীতে লিখেছেন ট্রুডো।

২০০৩ সালে দুজন প্রথম দেখা করা শুরু করেন। মিস্ সোফি তখন ছিলেন একজন টিভি প্রেজেন্টার। তিনি তখন মানসিক স্বাস্থ্য নিয়ে চ্যারিটিও করতেন। জাস্টিন ট্রুডো হচ্ছেন কানাডার দ্বিতীয় প্রধানমন্ত্রী যিনি ক্ষমতায় থাকা অবস্থায় বিবাহ বিচ্ছেদের ঘোষণা দিয়েছেন। ক্ষমতায় থাকাকালীন বিবাহ বিচ্ছেদের ঘোষণা দেয়া প্রথম প্রধানমন্ত্রী ছিলেন জাস্টিন ট্রুডোর বাবা পিয়েরে এলিয়ট ট্রুডো। ছয় বছর একসাথে থাকার পর ১৯৯৯ সালে পিয়েরে ট্রুডো এবং মার্গারিট ট্রুডো বিবাহ বিচ্ছেদের ঘোষণা দিয়েছিলেন।

বিদেশি কূটনীতিকদের কাছে যেসব তথ্য তুলে ধরেছে বিএনপি

ঢাকা ঃ ঢাকায় অবস্থানরত বিদেশি কূটনীতিকদের কাছে বাংলাদেশের রাজনৈতিক পরিস্থিতি তুলে ধরে বিএনপি জানিয়েছে, বর্তমান পরিস্থিতি সুষ্ঠু নির্বাচনের অনুকূলে নেই।

বুধবার বিকালে ঢাকার একটি হোটেলে ২৫টি দেশের কূটনীতিকদের সঙ্গে প্রায় এক ঘণ্টা ধরে বৈঠক করেছে বিএনপির নেতারা। সেখানে দলটির মহাসচিব মির্জা ফখরুল ইসলাম আলমগীরসহ জ্যেষ্ঠ নেতারা উপস্থিত ছিলেন।

এই বৈঠককে তারা 'ব্রিফিং' বলে উল্লেখ করেছেন।

বিএনপির নেতারা বলেছেন, দেশের রাজনৈতিক পরিস্থিতি কূটনীতিকদের জানাতে তারা এখন থেকে নিয়মিত এই 'ব্রিফিং' করবেন।

বুধবারের বৈঠকে বিদেশি দূতাবাসগুলোর মধ্যে যুক্তরাষ্ট্র, যুক্তরাজ্য, ইউরোপীয় ইউনিয়ন, জার্মানি, জাপান, ডেনমার্ক, ইরান, চীন, রাশিয়াসহ বিভিন্ন দেশের কূটনীতিকরা অংশ নিয়েছেন। তাদের কাছে বক্তব্য তুলে ধরেন মি. আলমগীর।

বৈঠক শেষে বিএনপির স্থায়ী কমিটির সদস্য ও বৈদেশিক সম্পর্ক বিষয়ক কমিটির চেয়ারম্যান আমীর খসরু মাহমুদ চৌধুরী সাংবাদিকদের বলেন, 'বর্তমান রাজনৈতিক ঘটনাবলী কী ঘটছে, ২৯ তারিখে আমাদের শান্তিপূর্ণ কর্মসূচীতে সরকার ও সরকারি দলের অস্ত্রধারী সন্ত্রাসীদের যে যৌথ কর্মকাণ্ড, মিথ্যা মামলা, গ্রেপ্তার এই বিষয়গুলো আমরা তাদের বলেছি।'' 'বাংলাদেশে যারা গণতন্ত্র দেখতে চায়, গণতান্ত্রিক অর্ডার দেখতে চায়, মানবাধিকার দেখতে চায়, একটা শান্তিপূর্ণ কর্মসূচীতে পুলিশ, আনসার বাহিনী, র‍্যাব যেভাবে আক্রমণ করেছে, এটা তাদের জানা দরকার।''

মি. চৌধুরী বলেন, 'আমরা কূটনীতিকদের বলেছি, জাতীয় নির্বাচন সামনে রেখে সরকার ভীতি সৃষ্টি করতেই ২৯শে জুলাই সহিংস আক্রমণ করেছে। যাদের আক্রমণ করেছে, তাদের বিরুদ্ধে উল্টো মামলা করা হয়েছে, এমনকি অনেকে হজে আছে, মৃত ব্যক্তির নামেও মামলা হয়েছে।' তিনি বলেন, যত ঘটনা ঘটবে, আমরা আপনাদের কাছে তুলে ধরব, সকলকে বলব। 'কারণ ওরা জানতে চায় কী হচ্ছে বাংলাদেশে? নির্বাচনকে সামনে রেখে বাংলাদেশ যে পথে চলছে...২০১৪ ও ২০১৮ সালের নির্বাচন আমাদের স্মরণ করিয়ে দেয়। সেই প্রক্রিয়া শুরু হয়ে গেছে। বিচার বিভাগকে ব্যবহার করা, আইনশৃঙ্খলা বাহিনীকে ব্যবহার করা, সরকারি কর্মকর্তাদের ব্যবহার করা, প্রতিনিয়ত হচ্ছে,'' বলেন আমীর খসরু মাহমুদ চৌধুরী।

এসব শোনার পর বিদেশি কূটনীতিকরা কী বলেছেন, জানতে চাওয়া হলে মি. চৌধুরী বলেন, ''আমরা তাদের সার্বিক পরিস্থিতি জানিয়েছি। উনাদের তো বলার বিষয় নয়।''

বৈঠকে অংশ নেয়া বিএনপি নেতারা জানিয়েছেন, গত শুক্রবার ঢাকায় বিএনপির মহাসমাবেশ ঘিরে নানারকম তল্লাশি, পরদিন শনিবার ঢাকার প্রবেশ মুখে অবস্থান কর্মসূচীতে পুলিশ ও সরকারি দলের হামলা, গুলিবর্ষণ, টিয়ার গ্যাস নিক্ষেপ, মামলা ও গ্রেপ্তারের বিষয়ে কূটনীতিকদের বিস্তারিত জানানো হয়েছে।

সেখানে বর্তমান রাজনৈতিক পরিস্থিতি, নির্বাচন নিয়ে বিএনপির অবস্থান ও পর্যবেক্ষণও তুলে ধরা হয়।

এর আগেও বিভিন্ন দেশের কূটনীতিক এবং দূতাবাসের কর্মকর্তাদের সাথে বৈঠক করেছেন বিএনপির নেতারা। সেখানেও তাদের অভিযোগ ও রাজনৈতিক পরিস্থিতি তুলে ধরা হয়েছে।

বাংলাদেশের নির্বাচন যতই ঘনিয়ে আসছে, পশ্চিমা দেশগুলোর তরফ থেকে কূটনৈতিক তৎপরতাও অনেক বেড়েছে। যুক্তরাষ্ট্র ও ইউরোপীয় ইউনিয়নের পক্ষ থেকে একাধিক প্রতিনিধি দল বাংলাদেশ সফর করেছে।

অবাধ ও সুষ্ঠু নির্বাচন আয়োজনের ব্যাপারে যুক্তরাষ্ট্রের পক্ষ থেকে বাংলাদেশকে একাধিকবার বার্তা দেয়ার পাশাপাশি নির্বাচনে বাধা দানকারীদের ওপর ভিসা নিষেধাজ্ঞা জারি করার নীতিমালাও ঘোষণা করা হয়েছে।

indiYfashion
-Es todo sobre la moda india-
CAMBIA TU ESTILO DE VIDA
CON NUEVA TENDENCIA
ELIJA SU ESTILO
Nueva colección
RASIKA
Clothing Line
Made in India
IMPORTACIÓN DIRECTA DE INDIA
Envolver Las Faldas
Blusas, Top y Camisa
Vestidos, Completo, Corto y Superior
Falda y Pantalones
COMPRA AHORA www.indiyfashion.com
NUEVAS COLECCIONES
- Ropa India y Accesorios
- Vestido, Vestido Superior
- Faldas, Partalon
- Cubieratade cousion, Zapatos, Lámpara
- Bolso/Cartera Y otros Accesorios
.......y muchos más
Akki Media y Ropa India spa
IMPORTADORA
IMPORTACION/VENTA DE ROPA INDIA Y ACCESORIES
SALVADOR SANFUENTES # 2647, MALL PLAZA LILA MALL, LOCAL No. 201
Fono :- 932930142, WhatsApp : +91 9958050095
https://www.facebook.com/INDIYFASHION/

টুকরো খবর

'দুর্নীতি হচ্ছে, তাই বাংলাদেশে উন্নয়ন হচ্ছে' - পত্রিকায় লিখে বিশ্ববিদ্যালয় ছাত্র বহিষ্কার

ঢাকা । বাংলাদেশের কুমিল্লা বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃপক্ষ ওই বিশ্ববিদ্যালয়ের একজন ছাত্রকে 'সাময়িক বহিষ্কার' করেছে। বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃপক্ষ বলছে, উপাচার্যের বক্তব্য 'বিকৃত করে' প্রচার করে বিশ্ববিদ্যালয়ের 'সুনাম ক্ষুণ্ণ' করা হয়েছে। একই সঙ্গে বিষয়টি তদন্ত করে চূড়ান্ত ব্যবস্থা নেয়ার সুপারিশ করতে সিন্ডিকেট সদস্যদের সমন্বয়ে একটি তদন্ত কমিটি গঠন করেছে বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃপক্ষ। ওই ছাত্র ঢাকা থেকে প্রকাশিত একটি সংবাদপত্রের কুমিল্লা বিশ্ববিদ্যালয় প্রতিনিধি এবং ওই বিশ্ববিদ্যালয়েরই ইংরেজি বিভাগের মাস্টার্সের শিক্ষার্থী। তিনি বলেছেন, বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃপক্ষ বহিষ্কারাদেশ দ্রুত প্রত্যাহার না করলে তিনি আইনি ব্যবস্থা নেবেন। কিন্তু এই বহিষ্কার সিদ্ধান্তের তীব্র সমালোচনা করেছেন প্রেস ফ্রিডম বা সংবাদমাধ্যমের স্বাধীনতার জন্য সোচ্চার থাকা দুর্নীতিবিরোধী সংস্থা টিআইবির নির্বাহী পরিচালক ড. ইফতেখারুজ্জামান। তিনি বলছেন, সংবাদ ভুল হলে সেজন্য প্রতিকার পাওয়ার ব্যবস্থা আছে, কিন্তু তা না করে বিশ্ববিদ্যালয় থেকে বহিষ্কার হলো গণমাধ্যম বা সংবাদপত্রের স্বাধীনতার প্রতি একটি হুমকিস্বরূপ। এর ফলে বিশ্ববিদ্যালয়গুলোতে যারা সংবাদকর্মী হিসেবে কাজ করে তাদের মধ্যে একটা ভয়ের পরিবেশ তৈরি হবে। অথচ বিশ্ববিদ্যালয় মত প্রকাশের স্বাধীনতার চর্চার একটি বড় ক্ষেত্র, বিবিসি বাংলাকে বলছিলেন তিনি।

উপাচার্য অধ্যাপক ডঃ এ এফ এমস আবদুল মঈন বলছেন তার বক্তব্য 'খণ্ডিত আকারে বিকৃত' করে প্রচার করা হয়েছে। 'দুর্নীতি হচ্ছে তাই বাংলাদেশে উন্নয়ন হচ্ছে ঃ কুবি উপাচার্য' এমন শিরোনামে যে সংবাদ করা হয়েছে যা সম্পূর্ণ ভুল বলেও দাবি করেন তিনি। কনটেক্সট বাদ দিয়ে উদাহরণ নিয়ে একাডেমিকের ভাষায় বলা কথা এমনভাবে প্রচার করা হয়েছে যাতে মনে হচ্ছে আমি দুর্নীতির পক্ষে বলেছি। প্রতিবাদলিপি দিয়েছি তাও ছাপেনি। মৌখিকভাবে ভুল স্বীকার করলেও নিউজ সরানো হয়নি। সে কারণে বিশ্ববিদ্যালয়ে ক্ষোভ ও অসন্তোষ তৈরি হয়েছে বলেই এমন সিদ্ধান্ত নিতে হয়েছে, বলছিলেন তিনি। তবে উপাচার্য বলেছেন তিনি দুর্নীতিকে উৎসাহিত বা একে ইতিবাচকভাবে উপস্থাপন করেননি। বরং শিক্ষার্থী ক্রিটিক্যাল থিংকিংয়ে উৎসাহিত করার জন্য উদাহরণস্বরূপ কিছু কথা বলেছেন মাত্র। একাডেমিকের ভাষায় ক্রিটিক্যাল থিংকিং এর উদাহরণ দিতে গিয়ে আমি কথা বলেছি। আমি চেয়েছি শিক্ষার্থীরা প্রশ্ন করুক। থিংকিং দক্ষতা উন্নত করুক। যে কনটেক্সটে কথাগুলো বলেছি সেটা তারা উল্লেখ করেছি। খণ্ডিত বক্তব্য প্রচার করে সেটার কোনো কৈফিয়ত না দিয়ে বরং ওটাই বেশি করে প্রচার করে ভাইরাল করলো। এটা কুমিল্লা বিশ্ববিদ্যালয়ের ভাবমূর্তি ক্ষুণ্ণ করেছে। পুরো বিশ্ববিদ্যালয়ের মানহানি হয়েছে। আমার পরিবার ও বন্ধুবান্ধব আছে সবাই কি ধারণা পেলো ?, বলছিলেন তিনি।

তবে যায় যায় দিনের বিশ্ববিদ্যালয় প্রতিনিধি ইকবাল মনোয়ার বলছেন উপাচার্য যা বলেছেন সেটুকুই তিনি রিপোর্ট করেছিলেন।

তিনি দাবি করেন উপাচার্যের বক্তব্যের অডিও রেকর্ডও তার কাছে আছে যেখানে উপাচার্য বলেছেন 'অনেকেই বলে দেশে দুর্নীতির কারণে উন্নয়ন হচ্ছে না। কিন্তু আমি বলব উল্টো কথা। দেশে দুর্নীতি হচ্ছে বলেই উন্নতি হচ্ছে। এটা নিয়ে অনেকেই বিভিন্ন কথা বলতে পারে। যে ঘুষ খায়, সে পদ্মা পাড়ে যায় ইলিশ খেতে। এতে পদ্মা পাড়ের গরীব মানুষেরা ধনী হচ্ছে। দুর্নীতি এভাবে অর্থনীতিতে অবদান রাখে। তাই অর্থনীতিবিদগণ দুর্নীতি কখনো কোনো বিরূপ মন্তব্য করে না। তবে যারা পলিটিকাল ইকোনমিক নিয়ে কাজ করে তারা দুর্নীতি নিয়ে কথা বলে থাকে। নৈতিকতার জায়গায়ও এটি প্রশ্নবিদ্ধ। তবে অর্থনীতির জায়গা থেকে যদি বলি, দুর্নীতি কখনোই উন্নয়নের জন্য বাঁধা নয়।' জানা গেছে সংবাদটি প্রকাশের পর বিশ্ববিদ্যালয় প্রক্টরিয়াল বডি ওই শিক্ষার্থীর বিরুদ্ধে ব্যবস্থা নেয়ার সুপারিশ করে। পরে উপাচার্যের নেতৃত্বেই সব প্রভোস্ট ও ডিনসহ পদস্থ সবাইকে নিয়ে একটি সভায় ওই সুপারিশ অনুমোদন করা হয়। এর ভিত্তিতেই মোহাম্মদ ইকবাল মনোয়ারকে সাময়িক বহিষ্কারের চিঠি দেন ভারপ্রাপ্ত রেজিস্ট্রার।

বাংলাদেশে প্রায় প্রতিটি বিশ্ববিদ্যালয়েই ঢাকা থেকে প্রকাশিত জাতীয় দৈনিকগুলোর প্রতিনিধি আছে যারা বিশ্ববিদ্যালয় সংবাদদাতা হিসেবে কাজ করে। সাধারণত সংশ্লিষ্ট বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষার্থীরাই এ ধরণের প্রতিনিধি হিসেবে কাজ করার জন্য নিয়োগ পান এবং তারাই বিশ্ববিদ্যালয় অঙ্গনের খবরাখবর সংগ্রহ করে সংশ্লিষ্ট পত্রিকাগুলোতে প্রকাশের জন্য পাঠিয়ে থাকে। কুমিল্লা বিশ্ববিদ্যালয়ের মার্কেটিং বিভাগের নবীনবরণ ও বিদায় অনুষ্ঠানে উপাচার্য অধ্যাপক এ এফ এম আবদুল মঈনের দেয়া বক্তব্য নিয়ে ৩১শে জুলাই যায় যায় দিন পত্রিকায় রিপোর্ট করেছিলেন পত্রিকাটির কুমিল্লা বিশ্ববিদ্যালয় প্রতিনিধি মোহাম্মদ ইকবাল মনোয়ার। ওই রিপোর্টের শিরোনাম ছিলো 'দুর্নীতি হচ্ছে, তাই বাংলাদেশে উন্নয়ন হচ্ছে ঃ কুবি উপাচার্য'। এ রিপোর্টের জের ধরে বুধবার সন্ধ্যায় মিস্টার মনোয়ারকে বিশ্ববিদ্যালয় থেকে সাময়িক বহিষ্কারের চিঠি দিয়েছে বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃপক্ষ। ওই চিঠিতে উপাচার্যের বক্তব্যকে বিকৃত করে বিশ্ববিদ্যালয়ের সুনাম ক্ষুণ্ণ করার মাধ্যমে শৃঙ্খলা ভঙ্গের অভিযোগ আনা হয়েছে মোহাম্মদ ইকবাল মনোয়ারের বিরুদ্ধে।

কিন্তু কোন আইনে 'সংবাদ প্রকাশের কারণে বিশ্ববিদ্যালয় থেকে বহিষ্কার' করা হলো এমন প্রশ্নের জবাবে বিশ্ববিদ্যালয়ের ভারপ্রাপ্ত রেজিস্ট্রার মোঃ আমিরুল হক চৌধুরী বলছেন, এটাই প্রচলিত নিয়ম। বিশ্ববিদ্যালয়ের ভাবমূর্তি ক্ষুণ্ণের দায়ে প্রক্টরিয়াল বডি ও উচ্চ পর্যায়ের সভার সিদ্ধান্ত অনুযায়ী ব্যবস্থা নেয়া হয়েছে।

কিন্তু কিভাবে বিশ্ববিদ্যালয়ের সুনাম ক্ষুণ্ণ হলো এবং একই সাথে কোনো সংবাদপত্রে প্রকাশিত সংবাদের কারণে ছাত্রত্ব বাতিল বা সাময়িক বরখাস্তের সুযোগ আছে কিনা এমন প্রশ্নের জবাবে উপাচার্য অধ্যাপক ডঃ এ এফ এম আবদুল মঈন বলেছেন, ভুল ও খণ্ডিত সংবাদ প্রচার করে বিশ্ববিদ্যালয়ের ভাবমূর্তি ক্ষুণ্ণ করা হয়েছে বলেই এমন ব্যবস্থা নেয়া হয়েছে। এভাবেই এ বিষয়ে ব্যবস্থা নেয়া হয়। আমরা ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়সহ অন্য জায়গাতেও কথা বলেছি। সিন্ডিকেট সদস্যদের নিয়ে আমরা একটা তদন্ত কমিটি করেছি। তাদের রিপোর্টে ওই শিক্ষার্থীর বিরুদ্ধে অভিযোগ না থাকলে তার বহিষ্কারাদেশ চূড়ান্ত হবে না, বিবিসি বাংলাকে বলছিলেন তিনি।

টিআইবির ড. ইফতেখারুজ্জামান বলছেন উপাচার্য উদাহরণ বা কনটেক্সট যেভাবেই বলুন দুর্নীতির প্রসঙ্গটি তিনি যেভাবে তার বক্তব্যে বলেছেন সেটি প্রকারান্তরে দুর্নীতিকে উৎসাহিতই করেছে। শিক্ষার্থীদের দুর্নীতি সম্পর্কে ইতিবাচকে ধারণা দিয়েছেন তিনি। পরে আবার সংবাদের জন্য ছাত্র বহিষ্কারের সিদ্ধান্ত নিলেন। আত্মপক্ষ সমর্থনের সুযোগ না দিয়ে তথ্য প্রকাশের কারণে এমন বহিষ্কার অযৌক্তিক ও ক্ষমতার অপব্যবহারের সামিল। কর্তৃপক্ষের উচিত সিদ্ধান্তটি প্রত্যাহার করে নেয়া, বিবিসি বাংলাকে বলছিলেন তিনি। তবে উপাচার্য বলছেন, তিনি দুর্নীতি উৎসাহিত হয় এমন কোনো মন্তব্যই করেননি। আর সিন্ডিকেট সদস্যদের নিয়ে গঠন করা তদন্ত কমিটির সামনে আত্মপক্ষ সমর্থনের সুযোগ পাবে সংশ্লিষ্ট শিক্ষার্থী। আমরা স্থায়ী বহিষ্কার করিনি। সাময়িক করেছি। তদন্ত কমিটির রিপোর্টে দোষী না হলে সমস্যা হবে না। ডঃ ইফতেখারুজ্জামান বলছেন সংবাদে ভুল থাকলে তার প্রতিকারের স্বীকৃত অনেক ব্যবস্থা আছে যেগুলো উপাচার্য অনুসরণ করতে পারবেন। বরং উপাচার্যের উচিত বিশ্ববিদ্যালয়ে যারা সাংবাদিক তাদের প্রশিক্ষণের ব্যবস্থা করা যাতে তারা নির্ভয়ে ও নির্ভুলভাবে দুর্নীতির তথ্য উন্মোচনে উৎসাহিত হয়।

JATIO KHOBOR
BANGLA DAINIK
বাংলা দৈনিক
জাতীয় খবর
রাঁচি
শুক্রবার
৪
web : www.rashtriyakhabar.com
epaper.rastriyakhabar.com
04:08:2023

ডেঙ্গু ঃবাংলাদেশে রোগের পরিসংখ্যান থেকে যা জানা যাচ্ছে

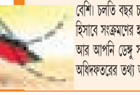

ঢাকা (এজেন্সী) ঃ বাংলাদেশে স্বাস্থ্য অধিদফতরের তথ্য অনুযায়ী, চলতি বছর ৩০শে জুলাই পর্যন্ত ডেঙ্গু আক্রান্ত হয়েছেন ৪৯ হাজার ১৩৮ জন মানুষ। এ সময়ে মারা গেছেন ২৪৬ জন। বাংলাদেশে ডেঙ্গুর পিক সিজন সাধারণত ধরা হয় অগাস্ট থেকে অক্টোবর পর্যন্ত সময়কে। ২০২২ সালে দেশে মোট ৬২,০৯৮ জন মানুষ ডেঙ্গু আক্রান্ত হয়েছিলেন, মারা গিয়েছিলেন ২৮১ জন। ২০০০ সাল থেকে ডেঙ্গুতে মৃত্যুর বার্ষিক হারের হিসাবে সেটাই ছিল সর্বোচ্চ। বাংলাদেশে ২০২১ থেকে ২০২৩ সালে আটটি বিভাগের ডেঙ্গু আক্রান্ত ও মৃত্যুর পরিসংখ্যান থেকে দেখা গেছে, ঢাকা, চট্টগ্রাম এবং বরিশালে সংক্রমণের হার সবচেয়ে বেশি। চলতি বছর চট্টগ্রামে পহেলা জুলাই থেকে প্রতিদিন ১০ টিরও বেশি হারে সংক্রমণ দেখা যাচ্ছে। আর চুয়াডাঙ্গায় সোমবার পর্যন্ত দিনের হিসাবে সংক্রমণের হার শূন্য হলেও, গত ছয় দিনে ২০টি সংক্রমণের ঘটনা ঘটেছে। বাংলাদেশে সবচেয়ে বেশি ডেঙ্গু আক্রান্ত জেলা কোনগুলো, আর আপনি ডেঙ্গু সংক্রমণ ক্লাস্টারের কত কাছাকাছি রয়েছেন, জানতে নিচের ম্যাপে ক্লিক করুন। রোববার মানে ৩০শে জুলাই পর্যন্ত স্বাস্থ্য অধিদফতরের তথ্য অনুযায়ী, গত এক দশকের মধ্যে এ বছরের জুলাই মাসে দেশে সর্বোচ্চ ডেঙ্গু সংক্রমণ হয়েছে।

হরিয়ানায় মন্দির ও মসজিদে যেভাবে হামলা চালানো হয়

নয়া দিল্লি (এজেন্সী) ঃ থানা চত্বরে দাঁড়িয়ে শাদাব আনোয়ার মোবাইলে তার ২২ বছরের ভাইয়ের ছবি দেখিয়ে বলছিলেন, মঙ্গলবার বিহারে দেশের বাড়ি যাওয়ার টিকিট কাটা ছিল ভাইয়ের।

মি. আনোয়ারের ভাইয়ের দেহ তখন মর্গে, ময়না তদন্তের অপেক্ষায়। দিল্লি লাগোয়া গুরগাঁও শহরে যে মসজিদের নায়েব ইমামকে দাঙ্গাকারীরা মঙ্গলবার রাতে মেরে ফেলেছে, সেই মুহম্মদ শাদ'ই মি. আনোয়ারের ভাই।

যদি মসজিদের সঙ্গে কারও শত্রুতা থেকেই থাকে, তাহলে ওকে কেন মারল? ও তো চাকরি করছিল এখানে, কান্না ভেজা গলায় বলছিলেন শাদাব আনোয়ার।

গুরগাঁওয়ের সেক্টর ৫৭তে অবস্থিত মসজিদের হামলার আগের দিনই নূহ্ জেলার নলহরে মহাদেব মন্দিরের সামনে দাঙ্গায় নিজের চাচাতো ভাই অভিষেককে চোখের সামনে গুলি খেয়ে পড়ে যেতে দেখেছেন আদতে হরিয়ানারই পানিপথ শহরের বাসিন্দা মহেশ কুমার।

তারা দুই ভাই নলহরে এসেছিলেন হিন্দুত্ববাদী সংগঠন বজরং দল আয়োজিত 'জলাভিষেক যাত্রা'য় অংশ নিতে।

চারদিক থেকে গুলি চলছিল। মন্দিরের ঠিক বাইরে অভিষেকের বুকে একটা গুলি এসে লাগে। ও সঙ্গে সঙ্গেই মাটিতে পড়ে যায়। ওকে তুলতে পারি নি, বিবিসিকে বলছিলেন মি. কুমার।

হরিয়ানায় গত সোমবার থেকে চলতে থাকা সাম্প্রদায়িক দাঙ্গায় নিহত ছয় জনের মধ্যে অন্যতম মুহম্মদ শাদ আর অভিষেক। নিহতদের মধ্যে রয়েছেন দুজন পুলিশ হোমগার্ডও। গুলি, পাথর বা ছোরার আঘাত নিয়ে বহু মানুষ হাসপাতালে ভর্তি রয়েছেন।

হরিয়ানার মুখ্যমন্ত্রী মনোহর লাল খট্টর বলছেন ১১৬ জনকে গ্রেপ্তার করা হয়েছে, পলাতকদের খোঁজে তল্লাশি চলছে।

গুরগাঁওয়ের যে মসজিদটিতে হামলা হয়েছে মঙ্গলবার মাঝরাতে, সেখানে গেলে বোঝার উপায় নেই যে আগের রাতে কী নৃশংসভাবে হত্যা করা হয়েছিল মুহম্মদ শাদকে।

ওই মসজিদের কাছে গিয়ে সংবাদদাতা জুবেইর আহমেদের চোখে পড়ে মসজিদের নিরাপত্তার জন্য একদল পুলিশের উপস্থিতি ছাড়া বাকি সব কিছুই যেন স্বাভাবিক। আশপাশে গগনচুম্বী আবাসিক ভবন আর বহুজাতিক কোম্পানিগুলির ঝাঁ চকচকে দপ্তর। দোকান বাজার খোলা, যান চলাচলও স্বাভাবিক।

সেক্টর ৫৬ থানায় গিয়ে ঘটনার তিন প্রত্যক্ষদর্শীকে খুঁজে পায় বিবিসি।

থানার ভেতরে একটি ঘরে তারা শুয়ে ছিলেন। দেখে মনে হয় যে পুলিশ তাদের আশ্রয় দিয়েছে।

ওই তিনজনের অন্যতম মি. শাহাবুদ্দিন বলছিলেন হামলার রাতে তিনি মসজিদের ভেতরেই ঘুমিয়ে ছিলেন। হামলার শব্দে তার ঘুম ভেঙ্গে যায় আর তিনি দেখেন যে নায়েব ইমাম মি. শাদকে মারধর করা হচ্ছে।

তার কথায়, অনেক লোক এসেছিল। আগুন ধরিয়ে দেয় তারা, গুলি চলে। আমি ভেতরের দিকে ছিলাম, তাই হামলাকারীদের চিনতে পারি নি।

নূহ্ জেলায় হিন্দুদের ওপরে হামলা হওয়ার পরে যে এই মসজিদে হামলা হতে পারে, সেই আশঙ্কা করে সোমবার বিকেল চারটে থেকে পুলিশ পাহারা বসানো হয়।

এক সিনিয়র পুলিশ কর্মকর্তা বিবিসিকে জানিয়েছেন, মাত্র নয়জন পুলিশ কর্মী মসজিদের পাহারায় ছিলেন, আর হামলাকারীদের সংখ্যা ছিল প্রায় একশো। তাই পুলিশের বিশেষ কিছু করার ছিল না।

তবে নায়েব ইমামের এক সহকারী বলছেন, পুলিশ চাইলে হামলাকারীদের মোকাবিলা করতে পারত।

নায়েব ইমামের ওপরে ছোরা আর তলোয়ার নিয়ে হামলা হয়েছে। গুলিও চলে তাকে লক্ষ্য করে। তার শরীরটা রক্তে ভেসে যাচ্ছিল। তখনই পুলিশ তাকে গাড়িতে তুলে নিয়ে হাসপাতালে চলে যায়, জানাচ্ছিলেন মি. শাহাবুদ্দিন।

মসজিদটি নিয়ে আগে থেকেই আপত্তি ছিল পার্শ্ববর্তী টিগরা গ্রামের হিন্দু বাসিন্দাদের।

গ্রামের বিজেপি নেতা মি. সচিন বিবিসিকে বলছিলেন, আমাদের এই সেক্টর ৫৭'র টিগরা গ্রামে হিন্দুরাই বাস করেন। এখানে কোনও মুসলমান নেই। যেখানে কোনও মুসলমান পরিবার থাকে না, সেখানে মসজিদ কেন থাকবে?

পানিপথের বাসিন্দা মহেশ কুমার আর তার ভাই অভিষেক আট নয় মাস আগে হিন্দুত্ববাদী সংগঠন বজরং দলে যোগ দিয়েছিলেন।

দলের হয়েই নলহরে 'জলাভিষেক যাত্রা'য় যোগ দিতে এসেছিলেন তারা।

সংবাদদাতা অভিনব গোয়েলের সঙ্গে কথা বলার সময়ে মহেশ কুমার বলছিলেন, কয়েক হাজার মানুষ যাত্রায় যোগ দিয়েছিলেন। নারী আর শিশুরাও অনেকে ছিলেন। নলহর শিব মন্দির থেকে যাত্রা শুরু করে দুই কি তিন কিলোমিটার যাওয়ার পরেই পাথর ছোঁড়া হতে থাকে।

তখনও অভিষেক আমার পাশেই ছিল। আমরা কোনমতে পালিয়ে মন্দিরের দিকে যাচ্ছিলাম। বিকেল পাঁচটা নাগাদ অস্ত্রশস্ত্র নিয়ে হামলা হয় মন্দিরের বাইরে। সেখানে যেসব গাড়ি দাঁড়িয়েছিল, সেগুলোতে আগুন লাগানো শুরু হল। এরপর চারদিক থেকে গুলি চলা শুরু হল, জানাচ্ছিলেন মি. কুমার। তখনই একটা গুলি ছুটে এসে মি. অভিষেকের বুকে লাগে। মাটিতে পড়ে যেতে মি. মহেশ কুমার ভাইকে তোলার চেষ্টা করছিলেন, কিন্তু তিনি ব্যর্থ হন, এমনটাই বিবিসির অভিনব গোয়েলকে জানিয়েছেন মি. কুমারদের আরেক সঙ্গী মি. অনুপ। ওই মন্দিরের পূজারি দীপক শর্মা বিবিসিকে জানিয়েছেন, বাইরে যখন পরিস্থিতি উত্তপ্ত হয়ে উঠল, সেই সময়ে দুই থেকে আড়াই হাজার মানুষ মন্দিরের ভেতর আশ্রয় নিয়েছিলেন। বাইরে গুলিগোলা চলছিল। সন্ধ্যা সাড়ে ছয়টা নাগাদ পুলিশ এসে সবাইকে বার করে নিয়ে যায়। তারপরে আর গণ্ডগোল হয় নি।

গুরগাঁও আর নুল্হরের সাম্প্রদায়িক দাঙ্গায় মনু মানেসর নামে এক হিন্দুত্ববাদী নেতার নাম উঠে আসছে।

মি. মানেসরের আসল নাম মোহিত যাদব। তিনি নিজেকে বজরং দলের গোরক্ষক বাহিনীর নেতা বলে দাবি করেন।

তার বিরুদ্ধে অভিযোগ আছে যে গরু পাচার করার সন্দেহে দুই মুসলিম, রাজস্থানের বাসিন্দা জুনেইদ এবং নাসিরকে পুড়িয়ে মেরে ফেলেন মনু মানেসর আর তার সঙ্গীরা।

এবছরের ১৬ ফেব্রুয়ারি জুনেইদ এবং নাসিরের জ্বলে যাওয়া মৃতদেহ পাওয়া যায় হরিয়ানার ভিওয়ানিতে। তাকে কখনই গ্রেপ্তার করা যায় নি।

নুল্হরের যে 'জলাভিষেক যাত্রা' থেকে অশান্তির শুরু তার আগে সামাজিক মাধ্যমে মনু মানেসর বেশ কিছু ভিডিও ছড়িয়ে দেন। সেখানে সাধারণ মানুষকে ওই যাত্রায় অংশ নেওয়ার আহ্বান জানিয়েছিলেন তিনি। 'জলাভিষেক যাত্রা'য় তিনি নিজেও থাকবেন বলে ঘোষণা করেছিলেন।

ওই যাত্রায় মনু মানেসর আর তার সঙ্গীদের যোগ দেওয়া নিয়েই নূহ্ মুসলমানদের আপত্তি ছিল।

বুধবার হরিয়ানার মুখ্যমন্ত্রী মনোহর লাল খট্টর বলেছেন, মনু মানেসরের বিরুদ্ধে আগের মামলাটা দায়ের করেছিল রাজস্থান সরকার। আমরা তাদের জানিয়েছি এ ব্যাপারে যা সহায়তা দরকার, তা করা হবে। রাজস্থান পুলিশ তাকে খুঁজছে, কিন্তু আমাদের কাছে কোনও খবর নেই যে তিনি কোথায় আছেন।

সংবাদ সংস্থা এএনআই বলছে, মুখ্যমন্ত্রী যে মন্তব্য করেছেন, সেটা রাজস্থানের পুরনো মামলাটির বিষয়ে, এর সঙ্গে নূহ্'র দাঙ্গার কোনও সম্পর্ক নেই।

ফৌজদারি মামলায় অভিযুক্ত হয়েও কেন বাড়ছে ট্রাম্পের জনপ্রিয়তা?

নিউ ইয়র্ক (এজেন্সী) ঃ ডোনাল্ড ট্রাম্পের আইনী ঝামেলা দিন দিন যতই বাড়তে থাকুক, ২০২৪ সালের মার্কিন প্রেসিডেন্ট নির্বাচনের জন্য রিপাবলিকান প্রার্থীদের মধ্যে তার জনপ্রিয়তা একটুও কমেনি। অন্য সব মনোনয়নপ্রত্যাশীদের চেয়ে তিনি অনেক অনেক এগিয়ে। বরং বলা যায়, ফৌজদারি মামলাগুলোতে অভিযুক্ত হবার পর যেন তার অবস্থান আরো শক্তিশালী হয়েছে। এর কারণ কী?

সাবেক প্রেসিডেন্ট মি. ট্রাম্প গত চার মাসে তিনটি মামলায় অভিযুক্ত হয়েছেন।

একবার নিউইয়র্কে একটি অর্থ সংক্রান্ত অপরাধের অভিযোগে, একবার ফেডারেল আদালতে গোপনীয় দলিলপত্র নিজের কাছে রাখা এবং এর তদন্তে বাধা সৃষ্টির অভিযোগে, আর মঙ্গলবার রাতে তিনি আবার ফেডারেল কোর্টে অভিযুক্ত হয়েছেন আরেকটি মামলায় – যাতে অভিযোগ করা হয়েছে যে তিনি ২০২০ সালের নির্বাচনের ফলাফল উল্টে দেবার জন্য ষড়যন্ত্র করেছিলেন।

তা ছাড়া মি. ট্রাম্প চতুর্থ আরেকটি মামলায় অভিযুক্ত হতে পারেন – সেটি হলো জর্জিয়ায়। এখানে অভিযাগ ঃ ২০২০ সালের নির্বাচনে এখানে তার পরাজয়কে উল্টে দিতে তিনি রাজ্য কর্মকর্তাদের ওপর চাপ প্রয়োগ করেছিলেন।

এত কিছুর ভেতর দিয়েও কিন্তু ট্রাম্পের নির্বাচনী প্রচারাভিযান থামেনি। বরং তাতে আরো গতিসঞ্চার হয়েছে।

গত ৩১শে জুলাই একাধিক জনমত জরিপের এক গড় থেকে দেখা যায়, ডোনাল্ড ট্রাম্প এসব জরিপে তার নিকটতম প্রতিদ্বন্দ্বী ফ্লোরিডার গভর্নর রন ডিসান্টিসের চাইতে ৩৭ পয়েন্টের বড় ব্যবধানে এগিয়ে আছেন।

রিপাবলিকান প্রেসিডেন্ট প্রার্থী হবার জন্য ১৪ জন লড়াই করছেন। কিন্তু তাদের কারোর পক্ষেই, এমনকি ৬ শতাংশ জনসমর্থনও নেই।

এদের অর্ধেকেরও বেশি প্রার্থী এমনকি ১ সমর্থনও পাননি।

কিন্তু এ বছর ফেব্রুয়ারি মাসের মাঝামাঝিও চিত্রটা ছিল ভিন্ন।

তখন মি. ট্রাম্প ও মি. ডেসান্টিসের মধ্যে জনসমর্থনের পার্থক্য ছিল মাত্র দুই শতাংশ (যথাক্রমে ৪১ ও ৩৯)।

কিন্তু তার পর থেকে ফ্লোরিডার গভর্নরের সমর্থন ক্রমাগত নিচের দিকে নেমেছে।

কিন্তু মি. ট্রাম্পের পক্ষে সমর্থন এখনো পাথরের মত শক্ত – এতটুক আঁচড় লাগেনি তাতে।

এপ্রিল মাসের প্রথম দিকে মি. ট্রাম্প যখন প্রথমবারের মতো অভিযুক্ত হলেন – তার পর থেকে বস্তুত তার পক্ষে সমর্থন বেড়েছে। যদিও মি. ট্রাম্পই হলেন ফৌজদারি মামলায় অভিযুক্ত হওয়া প্রথম সাবেক মার্কিন প্রেসিডেন্ট ।

তার প্রথমবার গ্রেফতার হওয়া ও আদালতে হাজিরা দেবার পর থেকে মি. ট্রাম্পই পরিণত হয়েছেন রিপাবলিকান ভোটারদের প্রথম পছন্দে।

ডোনাল্ড ট্রাম্প এবং তার সমর্থকদের মধ্যে যে একাত্মতাবোধ – তা ভাঙা কঠিন হবে – মনে করেন ক্লিফোর্ড ইয়ং, যুক্তরাষ্ট্রে ইপসসের শীর্ষস্থানীয় একজন কর্মকর্তা।

রিপাবলিকান ভোটারদের ৪০ থেকে ৪৫'ই ট্রাম্প সমর্থক, এবং মি. ইয়ং বলছেন, তারা ট্রাম্পের চোখ দিয়েই দুনিয়াকে দেখে।

তারা বিশ্বাস করে মি. ট্রাম্পের প্রতি অন্যায় করা হচ্ছে, তার বিরুদ্ধে এসব অভিযোগ রাজনৈতিক উদ্দেশ্যপ্রণোদিত। গোপন দলিলপত্র নিজের কাছে রাখার অভিযোগে ট্রাম্পের বিরুদ্ধে যে মামলা – তা নিয়ে বিবিসি কিছু রিপাবলিকান ভোটারের সাথে কথা বলেছে, এবং একই রকম মতামত পেয়েছে। এটা হচ্ছে মি. ট্রাম্পকে প্রেসিডেন্ট নির্বাচন করতে না দেবার এক নির্লজ্জ চেষ্টা – বললেন আরিজোনার ৬১'বছর বয়স্ক ট্রাম্প সমর্থক রন সোলেন।

মি. বাইডেনসহ অন্যরাও তাদের কাছে গোপন দলিলপত্র রেখেছেন বলে ধরা পড়েছে। সেদিক থেকে দেখলে এটা আমাদের দেশের জন্য একটা দুঃখের দিন। এমনকি লুক গর্ডনের মত ট্রাম্প সমর্থক নন এমন রিপাবলিকানও এসব অভিযোগকে সন্দেহের চোখে দেখছেন।

তিনি বলেন, তিনি দাবির বৈধতা নিয়ে সন্দেহ করছেন না বা ট্রাম্পকে সমর্থন করছেন না, কিন্তু এসব মামলা তদন্তের পেছনের উদ্দেশ্য নিয়ে গভীর উদ্বেগ রয়েছে বলে তার ধারণা।

যুক্তরাষ্ট্রের বিবিসির অংশীদার হচ্ছে সিবিএস নিউজ। তাদের জুন মাসের এক জনমত জরিপে দেখা যায় এর উদাহরণ ঃ

রিপাবলিকানদের ভোট দিতে পারেন এমন ৭৬ শতাংশ ভোটার বলেছেন, গোপন দলিলপত্র মামলাটি রাজনৈতিক উদ্দেশ্যপ্রণোদিত।

এই ভোটারদের ৩৮ শতাংশ মনে করেন মি. ট্রাম্প মেয়াদ শেষ হবার পর পারমাণবিক বা সামরিক দলিলপত্র রেখে দিলে তা জাতীয় নিরাপত্তা ঝুঁকির কারণ হতে পারে। আর দলীয় বৃত্তের বাইরে আমেরিকান জনগণের মধ্যে এমন ধারণা পোষণ করেন ৮০ শতাংশ লোক।

রিপাবলিকান ভোটারদের ৬১ শতাংশ বলেছেন, ট্রাম্প অভিযুক্ত হওয়ার পরও তার ব্যাপারে তাদের দৃষ্টিভঙ্গী বদলায়নি। ১৪ বলেছেন তারা এখন ট্রাম্পকে আরো বেশি ইতিবাচকভাবে দেখছেন।

আসলে এটা হচ্ছে যেন দুটি আমেরিকা দুটি জগৎ। একদল ট্রাম্পের আচরণকে আইনবহির্ভূত মনে করছেন, আরেক দল ট্রাম্পকে তাদেরই প্রতিনিধি মনে করেন এবং তাদের মত – ঠিক এ কারণেই তার ওপর এত আক্রমণ হচ্ছে।

ট্রাম্প তৃতীয় বা এমনকি চতুর্থ মামলায় অভিযুক্ত হলেও রিপাবলিকান প্রার্থিতার প্রতিযোগিতায় তেমন কোন প্রভাব পড়বে বলে এখনো মনে হচ্ছে না।

মার্চ মাসে সিএনএনএর এক জরিপে দেখা যায়, রিপাবলিকানদের মধ্যে ৮৪ শতাংশই মনে করেন যে জো বাইডেন আইনসিদ্ধভাবে ২০২০–এর নির্বাচন জেতেননি। তাই ওই নির্বাচনের ফল চ্যালেঞ্জ করার অভিযোগ রিপাবলিকানদের মধ্যে তেমন কোন আলোড়ন সৃষ্টি করবে না।

এটা ট্রাম্পের রিপাবলিকান প্রতিদ্বন্দ্বীদের জন্য গুরুতর সমস্যার কারণ।

এই প্রার্থীরা এসব মামলার জন্য সাবেক প্রেসিডেন্টের সমালোচনা করতেও চাইছেন না। তারা সচেতন যে এতে তাদের নিজেদের সমর্থকরা বিগড়ে যেতে পারে। আবার একারণেই 'কেন ভোটাররা ট্রাম্পের পরিবর্তে অন্যদের বেছে নেবেন' – সে যুক্তি তুলে ধরতেও সমস্যায় পড়ছেন তারা।

আগামী বছর হয়তো এটাই সবচেয়ে বড় প্রশ্ন হয়ে দাঁড়াবে যে – এসব মামলার বিচার ও দোষী সাব্যস্ত হওয়ার সম্ভাবনার ফলে রিপাবলিকান পার্টির ভেতরে মি. ট্রাম্পের পক্ষে সমর্থনে কোন পরিবর্তন হয় কি না।

২০১৪ সালের প্রথমার্ধে মি. ট্রাম্পকে একদিকে প্রচারাভিযানের সময়সূচি এবং আরেকদিকে আদালতে হাজিরা দেয়া – এ দুটিই সামাল দিতে হবে।

মি. ট্রাম্প বলেছেন, তিনি দোষী সাব্যস্ত হলেও বা দণ্ডিত হলেও প্রেসিডেন্ট নির্বাচনে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করা থেকে সরে দাঁড়াবেন না।

মার্কিন রাজনীতিতে তখন এক অভূতপূর্ব পরিস্থিতি তৈরি হবে। মি. ইয়ংএর মতে – তখন এটাই হবে দেখার বিষয় যে মি. ট্রাম্পের 'জনমত জরিপে এগিয়ে থাকা' আর 'ইলেক্টেবিলিটি অর্থাৎ ভোট পাবার উপযুক্ত হওয়া' – এ দুই সূচকে কোন পরিবর্তন হয় কি না।

আপাততঃ যা দেখা যাচ্ছে তা হলো, মি. ট্রাম্প জনসমর্থনের দিক থেকে বর্তমান প্রেসিডেন্ট বাইডেনের কাছাকাছিই আছেন।

সাম্প্রতিক ইকনমিস্ট ইউগভের জরিপে দেখা যায়, মি. বাইডেন ৪৪–৪০ ব্যবধানে ট্রাম্পের চেয়ে এগিয়ে আছেন। আর মর্নিং কনসাল্টের আরেক জরিপে বাইডেন এগিয়ে আছেন ৪৩–৪১ অর্থাৎ মাত্র দুই পয়েন্ট ব্যবধানে।

তাতে আভাস পাওয়া যায় যে ২০২৪ সালের নির্বাচনে – আগের দুবারের মতোই – জয়পরাজয় নির্ধারিত হবে খুব সামান্য ব্যবধানে।

নিজেরের মানুষ কেন ফ্রান্সকে হটিয়ে রাশিয়াকে স্বাগত জানাতে চায়

নাইরোবি (এজেন্সী) ঃ আফ্রিকার দেশ নিজেরে সামরিক অভ্যুত্থানের পর সেদেশে পশ্চিমা বিশ্বের বিরুদ্ধে বৈরিতা ক্রমশ বাড়ছে। ক্ষমতাচ্যুত প্রেসিডেন্ট মোহামেদ বাজুমের জোরালো সমর্থন আছে এমন এলাকাতেও সম্প্রতি এক ব্যবসায়ীকে দেখা গেল রাশিয়ার পতাকার রঙে পোশাক পরে গর্বের সঙ্গে নিজেকে প্রদর্শন করতে। নিজেরে এই অভ্যুত্থানের পর থেকেই দেশটির সামরিক বাহিনীর সঙ্গে পশ্চিমা দেশগুলোর তীব্র বাকযুদ্ধ চলছে। ক্ষমতাচ্যুত প্রেসিডেন্ট মি. বাজুম তাদের দেশের ইসলামী জঙ্গিদের বিরুদ্ধে লড়াইয়ে পশ্চিমা দেশগুলোর ঘনিষ্ঠ মিত্র ছিলেন। একই সঙ্গে এসব দেশের সঙ্গে ঘনিষ্ঠ অর্থনৈতিক সম্পর্কও গড়ে তুলেছিলেন তিনি।

নিজেরে ফ্রান্সের একটি সামরিক ঘাঁটি আছে। বিশ্বের সপ্তম বৃহত্তম ইউরেনিয়াম উৎপাদনকারী দেশ নিজের। পরমাণু বিদ্যুৎ তৈরির জন্য এটি সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ একটি উপাদান। নিজেরে উৎপাদিত ইউরেনিয়ামের এক চতুর্থাংশই রপ্তানি হয় ইউরোপে। এর মধ্যে বেশিরভাগটাই যায় সাবেক ঔপনিবেশিক শক্তি ফ্রান্সে।

গত ২৬শে জুলাই জেনারেল আবদুরাহমানে টিচিয়ানি এক অভ্যুত্থানের মাধ্যমে নিজেরের প্রেসিডেন্টকে ক্ষমতাচ্যুত করেন। এরপর রাস্তায় হঠাৎ করে রুশ পতাকার আবির্ভাব ঘটলো।

গত রবিবার রাজধানী নিয়ামিতে এক প্রতিবাদ বিক্ষোভে অংশ নেয় হাজার হাজার মানুষ। সেখানে অনেক মানুষের হাতে ছিল রুশ পতাকা। সেদিন কিছু মানুষ এমনকি ফরাসী দূতাবাসে আক্রমণ চালায়। এখন মনে হচ্ছে এই 'আন্দোলন' এখন পুরো দেশে ছড়িয়ে পড়ছে।

রাজধানী থেকে ৮০০ কিলোমিটার দূরের এক শহর জিন্দেরের যে ব্যবসায়ী রুশ পতাকার রঙে পোশাক পরেছিলেন, নিরাপত্তার কথা বিবেচনা করে তিনি তার নাম প্রকাশ করেননি, এবং ছবিতে তার মুখ ঝাপসা করে দেয়ার জন্য অনুরোধ জানিয়েছিলেন। আমি রুশপন্থী এবং আমি ফ্রান্সকে পছন্দ করি না, বলছিলেন তিনি। ছোটবেলা থেকেই আমি ফ্রান্সের বিপক্ষে। ওরা আমাদের দেশের সব সম্পদ শোষণ করেছে ইউরেনিয়াম, পেট্রোল এবং স্বর্ণ থেকে সবকিছু। এই ফ্রান্সের কারণেই আমার দেশের গরীব মানুষেরা তিন বেলা খেতে পায় না। এই ব্যবসায়ী বলেন, জিন্দের শহরে সোমবার সামরিক অভ্যুত্থানের সমর্থনে যে বিক্ষোভ হয়েছে, তাতে হাজার হাজার মানুষ যোগ দেন।

তিনি জানান, স্থানীয় এক দর্জিকে তিনি বলেছিলেন রাশিয়ার পতাকার রঙ সাদা, নীল এবং লাল কাপড় দিয়ে তাকে একটি পোশাক তৈরি করে দিতে। দুটি রুশপন্থী গ্রুপ এই পোশাক তৈরির অর্থ দিয়েছে এমন কথা তিনি অস্বীকার করেন।

নিজেরের জনসংখ্যা ২ কোটি ৪৪ লাখ। দেশটির প্রতি পাঁচ জনের দুজন চরম দারিদ্রের মধ্য বাস করে।

প্রেসিডেন্ট বাজুম ক্ষমতায় এসেছিলেন ২০২১ সালে এক নির্বাচনে বিজয়ী হয়ে। ১৯৬০ সালে স্বাধীনতা অর্জনের পর এটিকে দেশটির প্রথম গণতান্ত্রিক এবং শান্তিপূর্ণ ক্ষমতাবদল বলে বর্ণনা করা হচ্ছিল। কিন্তু তার সরকার ইসলামিক স্টেট গ্রুপ এবং আল কায়েদার সঙ্গে সম্পর্কিত ইসলামী জঙ্গিদের হামলার টার্গেটে পরিণত হয়। সাহারা মরুভূমির একাংশ এবং দক্ষিণের সাহেল অঞ্চলের আধাশুষ্ক অঞ্চলে এই জঙ্গি গোষ্ঠীগুলোর তৎপরতা আছে। নিজেরের প্রতিবেশী দুটি দেশ মালি এবং বারকিনা ফাসোও সাবেক ফরাসী উপনিবেশ। এই দুটি দেশও ইসলামী জঙ্গিদের হামলার মোকাবেলায় হিমসিম খাচ্ছিল। এই দুটি দেশেও সাম্প্রতিক বছরগুলোতে অভ্যুত্থানের মাধ্যমে ক্ষমতা দখল করে সামরিক বাহিনী। জঙ্গিদের বিরুদ্ধে লড়াইয়ের জন্যই সামরিক বাহিনী ক্ষমতা দখল করেছে বলে যুক্তি দেয়া হয়। নিজেরের মতো এই দুটি দেশেও উল্লেখযোগ্য সংখ্যায় ফরাসী সেনা মোতায়েন ছিল। ইসলামপন্থী জঙ্গিদের বিরুদ্ধে লড়াইয়ে ফরাসী সেনারা সাহায্য করছিল। কিন্তু জঙ্গিদের হামলা অব্যাহত থাকলে সেখানে ফ্রান্সবিরোধী মনোভাব বাড়তে থাকে। এই তিনটি দেশের মানুষই অভিযোগ করতে থাকে যে, ফ্রান্স আসলে ইসলামপন্থী জঙ্গিদের দমনে যথেষ্ট সাহায্য করছে না।

মালিতে সামরিক বাহিনী ক্ষমতা দখলের পর সেখান থেকে ফ্রান্সের সৈন্যদের বের করে দেয়। এরপর তারা রাশিয়ার ভাড়াটে সেনাদল ওয়াগনার গ্রুপকে ডেকে আনে। জাতিসংঘের শান্তিরক্ষী দলকেও দেশত্যাগের জন্য চাপ দিচ্ছে মালি।

মালিতে অবশ্য ইসলামপন্থী জঙ্গিদের হামলা অব্যাহত আছে। এদিকে বারকিনা ফাসোর সরকারও রাশিয়ার সঙ্গে ঘনিষ্ঠতা বাড়াতে থাকে এবং শত শত ফরাসী সৈন্যকে বহিষ্কার করে।

সাবেক প্রেসিডেন্ট মি. বাজুমের সরকার নিজেরে ফ্রান্সবিরোধী বিক্ষোভ প্রায়শই নিষিদ্ধ ঘোষণা করতেন। গত বছরের মাঝামাঝি হতে নিজেরের কিছু নাগরিক সংগঠন ফ্রান্সবিরোধী বিক্ষোভ শুরু করে। মালি থেকে যখন ফরাসী সৈন্যদের বেরিয়ে যাওয়ার নির্দেশ দেয়া হয়, তখন মি. বাজুমের প্রশাসন এই সৈন্যদের নিজেরে মোতায়েন করার সিদ্ধান্ত নেয়।

राष्ट्रीय ख़बर
हमारी नज़र
नौ
कदम
और
दिल्ली
तेलंगना
हिमाचल प्रदेश
जम्मु-कश्मीर
गुवाहाटी
आंध्रप्रदेश
चंडीगढ़
बिहार
झारखंड
e-mail (bangla) : rashtriyokhobor@gmail.com
http://rashtriyakhabar.com/epaper
e-mail : rastriyakhabarhn@gmail.com
web : www.rashtriyakhabar.com
Rashtriya khabar
Rashtriyakhabar LIVE
jatiyokhobor.co.in
Visit us @Ph.
0651-2244505
0651-2244605

জাতীয় খবর
Publish your
Rashtriya Khabar
classified ads
from your laptop!
Only in 3 simple steps.
Select Edition
Make Your Ad
Pay
and is Published !!!
Adfromhomes.com
book classified ads in all indian newspaper